মাসিক
আত-তাহরীক

আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক, আল্লাহ তাদের সর্বাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী। অতএব ন্যায়বিচারে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না’ *(নিসা ৪/১৩৫)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৮তম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০২৪

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٢٨، عدد : ١، ربيع الأول و ربيع الآخر ١٤٤٦ هـ/ أكتوبر ٢٠٢٤م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (মার্চেন্ট) : ০১৭২৪-৬২৩১৭৯

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৫১-৫১৯৫৬২, ০১৭৯৭-৯০০১২৩। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

সীরাত কোর্সে অংশগ্রহণ করে **পবিত্র ওমরাহ পালনের** সুযোগ নিন

৩ মাস ব্যাপী

সীরাত কোর্স

(অনলাইন)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর
অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম
হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী
ঘরে বসে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের অনন্য প্লাটফর্ম।

পুরস্কার

পবিত্র ওমরাহ সফর (৩ জন) ও রাসূল (ছাঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত স্থান পরিদর্শন।

বিশেষ পুরস্কার ১০,০০০/- (৭ জন) অথবা সমমূল্যের বই।

কোর্সে যা থাকছে-
- ৩০টি লাইভ ক্লাস
- ক্লাস নোট
- ক্লাসের ভিডিও
- কুইজ টেষ্ট
- সার্টিফিকেট

কোর্সের সময় : অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, প্রতি রবি ও বুধবার রাত ৮:৩০-১০টা পর্যন্ত

ক্লাস শুরু : ২রা অক্টোবর; বুধবার।

কোর্স ফী : ২০০০ টাকা

উপহার হিসাবে প্রত্যেকের জন্য থাকছে **'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)'** গ্রন্থ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী | **যোগাযোগ : ০১৬০৬-৩২৫২০২**
www.academy.hfeb.net | hfonlineacademy | hfonlineacademy | hfonline.ac@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক আত-তাহরীক

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৮তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

রবীঃ আউয়াল-রবীঃ আখের ১৪৪৬ হি.
আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩১ বাং
অক্টোবর ২০২৪ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০

(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব ০৩
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - ওশর : দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার ০৭
    -ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
  - আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতা : আমাদের করণীয় ১৩
    -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ঘোড়ার গোশত : হালাল নাকি হারাম? একটি পর্যালোচনা ১৭
    -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
  - কুরআন নিয়ে চিন্তা করব কিভাবে? *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ২১
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
  - সীমান্তে হত্যা : বন্ধ হবে কবে? ২৪
    -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- **দিশারী :**
  - জামা'আত ও বায়'আত সম্পর্কিত সংশয়সমূহ পর্যালোচনা ২৬
    (এপ্রিল ২০২৪-এর পর) -গবেষণা বিভাগ, হা. ফা. বা.
- **মহিলা অঙ্গন :**
  - ঋতুবতী অবস্থায় মহিলাদের জন্য যেসব কাজ নিষিদ্ধ ৩২
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **শিক্ষাঙ্গন :**
  - আরবী ভাষা চর্চায় প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প ৩৪
    -সারওয়ার মিছবাহ
- **হাদীছের গল্প :**
  - কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যাবে না ৩৭
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
- **স্বাস্থ্যকথা :** ৩৮
  - খাওয়ার পর মাত্র ১০ মিনিট হাঁটলেই যে সুফল পাবেন
  - ফাস্টফুড কেন খাবেন না
- **কবিতা :** ৩৯
  - লাশের মিছিল
  - নব-আহ্বান
  - যুবাদের ইতিহাস
  - খুলে দাও মনের বাঁধন
  - অহংকার পতনের মূল
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০
- **মুসলিম জাহান** ৪১
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৩
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সংবিধান প্রণয়ন প্রসঙ্গে

সঙ্গতভাবেই কথা উঠেছে ৭২-এর সংবিধান বাতিল হবে এবং নতুন সংবিধান রচিত হবে। কেন বাতিল হবে? কেননা ঐ সংবিধান ছিল ভারতের চাপিয়ে দেওয়া। যা এদেশের মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে ছিল গত ৫২ বছর। মুখে গণতন্ত্র বলা হচ্ছে। অথচ দেশের গণ মানুষের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন সেখানে ছিল না। মাঝে জিয়াউর রহমান 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' এবং পরে জেনারেল এরশাদ ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসাবে যোগ করেছেন। ফলে সংবিধানটি না ইসলামী না সেক্যুলার জগাখিচুড়ী হয়েছে। বাস্তবে গত ৫৩ বছর দেশ চলেছে শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার উপরে। ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। সেখানে নেহরু-প্যাটেলদের চক্রান্তে বহু মুসলিম এলাকা অন্যায়ভাবে ভারতভুক্ত হয়ে গেছে। রাজশাহীর অপর পারে লালগোলা-মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর-জঙ্গীপুর এবং সিলেটের করিমগঞ্জ থানা এবং সাতক্ষীরার কেঁড়াগাছি-ভাদিয়ালী- সোনাবাড়িয়ার পার্শ্ববর্তী সোনাই নদীর অপর পাড়ের হাকিমপুর-তারালী, বসিরহাট মহকুমা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অপরিহার্য ছিল। উচিত ছিল পশ্চিম বঙ্গের উত্তর দিনাজপুর ও নদীয়া যেলার সাথে বাংলাদেশের দিনাজপুর-বিরল ও মেহেরপুরের একীভূত হওয়া। কিন্তু হয়নি কুচক্রী ঐ দু'তিনজন নেতার কারণে এবং বিদায়ী বৃটিশ ভাইসরয় র‍্যাডক্লিফের তাড়াহুড়ার কারণে। এমনকি সাতক্ষীরা-খুলনা-যশোরকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে খুলনা ও সাতক্ষীরার নেতাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের ঝুঁকি নিতে হয়। ফলে ১৪ই আগস্টের স্থলে খুলনা-সাতক্ষীরায় পাকিস্তানী পতাকা ওঠে ১৭ই আগস্টে। এইসব এলাকার রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন রাতারাতি 'পর' হয়ে গেল। পাসপোর্ট-ভিসার বাধা তাদেরকে চিরদিনের জন্য পৃথক করে দিল। অথচ রক্তে-মাংসে, ভাষায় ও ধর্মে তারা আদৌ পৃথক নয়। র‍্যাডক্লিফের টানা মানচিত্র সকলের দেহে ব্যবচ্ছেদ ঘটালো। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নেহরু গংরা নিয়ে নিল। কায়েদে আযম বললেন, তাহলে আমার পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা খাবে কি? তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ কি? যুক্তির সামনে হেরে গেল প্রতিপক্ষ। অবশেষে পূর্ব পাঞ্জাবকে তাদের দিয়ে চট্টগ্রাম ও পাবর্ত্য চট্টগ্রামকে নিতে হ'ল। তবুও গোঁ ছাড়েনি তারা। পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলিম জনসংখ্যা নেই। মি. জিন্নাহ বললেন, সেখানে পাহাড়ের নীচে রয়েছে তেল ও গ্যাসের বিশাল মওজুদ।

এরপরে এল '৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলন। যা ছিল মূলত ভারতের পাতানো আগরতলা ষড়যন্ত্রের ফসল। ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পর নেহেরুর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল পাকিস্তান ২০ বছরের মধ্যে ভেঙ্গে যাবে। হ্যাঁ তাদের ষড়যন্ত্রেই ২৪ বছরের মাথায় পাকিস্তান দু'টুকরা হয়েছে। কিন্তু না। তারা এতেই থেমে থাকেনি। তারা উজানে ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে শুকিয়ে ও ডুবিয়ে মারতে চাইল। এদেশকে তাদের মুখাপেক্ষী রাজ্যে পরিণত করার ছক তাদের ছিল। ফারাক্কার বিপরীতে আইয়ুব খান যখন হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নিকটে বাঁধ নির্মাণের জন্য ৮৫ কোটি টাকার মহাপরিকল্পনা ঘোষণা করলেন, তখন ভারতীয় এজেন্টরা সুচতুরভাবে তাকে হটিয়ে ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতাসীন করল। অতঃপর শেখ মুজিবকে দিয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন শুরু করল। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে ইসলামী জাতীয়তাবাদকে মুছে দিতে চাইল। মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি স্বাক্ষরের পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। পাকিস্তানের কারাগার হ'তে বেরিয়ে লণ্ডন ও দিল্লী হয়ে ঢাকায় নেমে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে বলেন, দেশটাকে বিক্রী করে দিয়ে এলি? মুজিব রাষ্ট্রপ্রধান হলেন। কিন্তু তার হৃদয় থেকে ইসলামকে মুছে ফেলা গেলনা। তাই ভারতের বুকের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে তিনি ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোর সম্মেলনে যোগ দিলেন এবং নবগঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থা OIC-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে বরিত হলেন। এরপরেই ভুট্টো এলেন। তেজগাঁও এয়ারপোর্ট নারায়ে তাকবীর শ্লোগানে মুখরিত হ'ল। মুজিবের এই ভুমিকা ভারত আদৌ মেনে নিতে পারেনি। তাই তাদের চক্রান্ত এগিয়ে চলল। শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হলেন। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে বাঙ্গালী মুসলমানদের বসতি গড়লেন। তাদের প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর করে জমি বন্দোবস্ত দিলেন। যাতে এলাকায় মুসলিম প্রভাব বৃদ্ধি পায়। অতঃপর সেখানে সেনাবাহিনীর স্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করলেন। সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' সংযোজন করলেন। ১৯ দফা রচনা করে সারা দেশে 'খাল কাটা' বিপ্লব শুরু করলেন। যা ছিল আগ্রাসী ভারতের মরু করণের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর সামান্য চেষ্টা মাত্র। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সেরা মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'সুন্দরবন' সফরে গেলেন ও ভারতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওদের আগ্রাসন থেকে দেশ বাঁচানোর দায়িত্ব তোমাদের'। অবশেষে তিনি নিহত হলেন নির্মমভাবে। অতঃপর সন্ত লারমাকে দিয়ে তারা পাবর্ত্য চট্টগ্রামে স্বাধীনতা বিরোধী চক্রান্ত চালাচ্ছে এবং আগামীতেও চালাবে।

কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হয়। স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তি বলে জনগণের মধ্যে ভেদ রেখা টানা হয়। অথচ ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে ঢাকায় পাক বাহিনী সারেণ্ডার করে ভারতীয় বাহিনীর কাছে। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বলে খ্যাত কর্ণেল এম. এ. জি. ওসমানী হাযির ছিলেন না কেন? অথচ তিনি সেখানে যাওয়ার জন্য কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে হেলিকপ্টারে উড্ডয়ন করার সাথে সাথে একটি ভারতীয় সামরিক বিমান এসে তার হেলিকপ্টরের তেল ট্যাঙ্কিতে বোমা হামলা করে। তখন ভাঙ্গা ট্যাঙ্কি দিয়ে হু হু করে তেল পড়া বন্ধ করার জন্য ওসমানী ও সাথী ডা. জাফরুল্লাহ তাদের স্ব স্ব ওভার কোট খুলে পা দিয়ে ছিদ্রপথে চেপে ধরেন। ফলে আস্তে করে হেলিকপ্টরটি সিলেটের মাটিতে গিয়ে পড়ে। জ্বলন্ত হেলিকপ্টরটি পড়তে দেখে লোকেরা 'দুশমন' 'দুশমন' বলে এগিয়ে আসে। তখন ওসমানী আগুনের ভিতর থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়েন ও নিজের পরিচয় দেন। ফলে তারা উদ্ধার পান। ঐ সময় ছোটকালে আমরাও কলিকাতা থেকে ঢাকামুখী ভারতীয় প্লেন উড়ে যেতে দেখলে সেদিকে তাক করে ঢিল বা তীরগুলতি ছুঁড়ে মারতাম। এদেশের সাধারণ মানুষ কেউ ভারতের পক্ষে ছিল না। ফলে '৭১ ছিল যালেমদের বিরুদ্ধে মযলূমদের উত্থানের একটি অনাকাংখিত ঘটনা মাত্র। যা অবশ্যই ঘটত। এটি কারু ঘোষণা বা ভাষণের ফলশ্রুতি ছিলনা।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী খুলনার প্রবীণ নেতা খান এ সবুর সাতক্ষীরার চিলড্রেন্স পার্কে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেছিলেন, জাতি সাবধান! আজকের এই 'জয় বাংলা' স্লোগান কালকের 'জয় হিন্দ'-এর প্রতিধ্বনি। ফলে স্রোতের বিপরীতে তিনি একাই বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা ৩ আসনে হ্যাটট্রিক বিজয় লাভ করেন। একই সালের ১৭ই নভেম্বর শেখ মুজিবকে সাতক্ষীরা পি.এন. হাইস্কুল ময়দানের জনসভায় ২১ দফা প্রশ্ন পেশ করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, 'জয় বাংলা' বলব না কি 'ক্ষয় বাংলা' বলব?

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা, শেখ মুজিবকে 'খামোশ' বলে ধমকদাতা, পশ্চিম পাকিস্তানী যালেম শাসকদের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারী সম্মেলনে 'আসসালামু আলায়কুম' বলে প্রথম স্বাধীনতার বীজ রোপনকারী নেতা, ভারতের ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে

[বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

পাপ তথা আল্লাহ্র নাফরমানী মানব জীবনের নানা দিক ও বিভাগে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। পাপের ফলে বান্দা দুনিয়াবী জীবনে নানা অকল্যাণ ও অনিষ্টের সম্মুখীন হয়। তদ্রূপ আখিরাতেও পাপী ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্তরে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। সুতরাং পাপের অশুভ পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জীবনেই ভোগ করতে হবে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হ'ল।-

ক. ব্যক্তির অন্তরে পাপের প্রভাব

১. অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া :

পাপের কারণে অন্তরে কালো দাগ পড়ে। এভাবে পাপ যত বেশী হয়, অন্তরে কালো দাগ তত বৃদ্ধি পায়। এতে অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إن للحسنة ضياءً في الوجه، ونورًا في القلب، وسَعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادًا في الوجه، وظلمة في القلب، وضيقًا في الرزق، وبُغضًا في قلوب الخلق 'পুণ্য হচ্ছে মুখমণ্ডলের লাবণ্য, অন্তরের জ্যোতি, জীবিকার প্রশস্ততা, দেহের শক্তি এবং স্রষ্টার হৃদয়ে মহববতের কারণ। আর পাপ হচ্ছে মুখমণ্ডলে কালিমা, অন্তরের অন্ধকার, জীবিকার সংকোচন এবং স্রষ্টার হৃদয়ে অসন্তোষের কারণ'।[১]

২. আত্মমর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ন হয় :

ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, পুরুষ-মহিলা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। হাদীছে এসেছে,

'মুগীরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) বলেছেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন পরপুরুষকে দেখি তবে আমি তাকে তরবারীর ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করব। তার এ কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّى. তোমরা কি সা'দ-এর আত্মমর্যাদা-বোধে আশ্চর্য হচ্ছ? আমি ওর থেকে অধিক আত্মসম্মানী। আর আল্লাহ আমার থেকেও অধিক আত্মসম্মানের অধিকারী'।[২] আরেকটি হাদীছে এসেছে,

'আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূল (ছাঃ) তার একজন স্ত্রীর কাছে ছিলেন। ঐ সময় উম্মুহাতুল মুমিনীনের আর একজন একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠালেন। যে স্ত্রীর ঘরে নবী করীম (ছাঃ) অবস্থান করছিলেন সে স্ত্রী খাদিমের হাতে আঘাত করলেন। ফলে খাদ্যের পাত্রটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। নবী করীম (ছাঃ) পাত্রের ভাঙ্গা টুকরোগুলো কুড়িয়ে একত্রিত করলেন, তারপর খাদ্যগুলো কুড়িয়ে তাতে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের মায়ের আত্মর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে। তারপর তিনি খাদিমকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং যে স্ত্রীর কাছে ছিলেন তাঁর নিকট হতে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভেঙ্গেছিল, তার কাছে পাঠালেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি যে ভেঙ্গেছিল তার ঘরেই রেখে দিলেন।[৩] পাপাচার তথা আল্লাহ্র অবাধ্যতা এই আত্মসম্মান-বোধ ক্ষুণ্ন করে। ফলে মানুষ সমাজে মান-মর্যাদা হারায়।

৩. অপমান-অপদস্ত হওয়া :

মহান আল্লাহ সমস্ত ইয্যতের মালিক। সুতরাং তাঁর আনুগত্য করলে আল্লাহ্র ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। ফলে বান্দাকে তিনি সম্মানিত করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করলে তাঁর অসন্তোষ বান্দার প্রতি আপতিত হয়। ফলে সে মানব সমাজে অপমানিত হয়। আল্লাহ বলেন, وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ، 'আর বহু মানুষ আছে তাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মান দেওয়ার কেউ নেই' *(হজ্জ ২২/১৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, جُعِلَ رِزْقِى تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِى، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِى، 'আমার জীবিকা রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে। অপমান ও লাঞ্ছনা রাখা হয়েছে আমার আদেশের বিরোধীদের জন্য'।[৪]

৪. লজ্জাহীন হওয়া :

পাপাচার বান্দার লজ্জাশীলতা দুর্বল করে দেয়। ফলে তার নিকৃষ্টাবস্থা মানুষের গোচরে আসলে এবং তার পাপাচার জনগণ দেখে ফেললেও তার মধ্যে কোন ভাবান্তর তৈরী হয় না। এমনকি তাকে তার নিন্দনীয় অবস্থা ও অপকর্ম সম্পর্কে সতর্ক করা হ'লেও সে বিরত হয় না। এক সময় তার অবস্থা এমন পর্যায় পৌঁছে যে, অপকর্ম করতে সে আল্লাহকেও ভয় পায় না এবং মানুষকেও লজ্জা করে না। সে প্রকাশ্যে পাপাচার করে, কখনও গোপনে করলেও মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয়। তার মনে যা চায় সে তাই করে। আবূ মাসঊদ উকবাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ، إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. 'আম্বিয়ায়ে কিরামের উক্তিসমূহ যা মানব জাতি লাভ করেছে, তার মধ্যে একটি হ'ল, 'যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহ'লে তুমি যা ইচ্ছে তাই কর'।[৫]

৫. পাপের কারণে হৃদয় অধঃপতিত হয় :

গোনাহের কারণে মানবহৃদয় অধঃপতিত হয়। ফলে সে বাতিলকে হক ও হককে বাতিল ভাবে এবং নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট

---

১. *ইবনু তায়মিয়াহ, আমরায়ুল কুলূব ওয়া শিফাউহা, পৃঃ ৭।*
২. *বুখারী হা/৬৮৪৬, ৭৪১৬; মুসলিম হা/১৪৯৯; মিশকাত হা/৩৩০৯।*
৩. *বুখারী হা/৫২২৫, ২৪৮১; আবুদাউদ হা/৩৫৬৭; মিশকাত হা/২৯৪০।*
৪. *বুখারী তা'লীক, অনুচ্ছেদ-৮৮; আহমাদ হা/৫১১৪-১৫, ৫৬৬৭; ছহীহুল জামে' হা/২৮৩১।*
৫. *বুখারী হা/৩৪৮৩-৮৪, ৬১২০; মিশকাত হা/৫০৭২।*

www.at-tahreek.com

ও উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট কাজ হিসাবে দেখে।

'হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ، مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (ছিলকার) মত একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনার প্রাদুর্ভাব হবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলি দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ পাথরের ন্যায় সাদা; এমন হৃদয় আকাশ-পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধি কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উপুড় করা কলসীর মত ছাই রঙের; এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না)।[৬]

অন্তর নষ্ট হ'লে ইহকাল ও পরকালে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ বলেন, 'সফল হয় সেই ব্যক্তি, যে তার নফসকে পরিশুদ্ধ করে। আর ব্যর্থ হয় সেই ব্যক্তি, যে তার নফসকে কলুষিত করে' *(শামস ৯১/৯-১০)*।

৬. বক্ষ সংকুচিত হয় :

যখন কোন ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন তার বক্ষ বা হৃদয় সংকুচিত হয়। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، 'অতএব আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করতে চান, তিনি তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করতে চান, তার বক্ষকে তিনি সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে দেন, যেন সে অতি কষ্টে আকাশে আরোহণ করছে। এভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের উপর অপবিত্রতাকে চাপিয়ে দেন' *(আন'আম ৬/১২৫)*।

৭. অন্তরে মরিচা পড়ে :

পাপের কারণে অন্তরে আবরণ পড়ে যায়। আর এটা তাকে তার রব থেকে ফিরিয়ে রাখে। হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} 'বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরের মধ্যে একটি কালো চিহ্ন পড়ে। অতঃপর যখন সে গুনাহের কাজ পরিহার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তওবা করে তখন তার অন্তর পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়। সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার পুরো অন্তর এভাবে কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা আল্লাহ তা'আলা যার বর্ণনা করেছেন, 'কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে' *(মুত্বাফফিফীন ১৪)*।[৭]

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, 'এটা (পাপের প্রভাব) হচ্ছে, পাপের উপরে পাপ করা, এমনকি এতে অন্তর অন্ধ হয়ে যায়। ফলে তা মরিচাযুক্ত, বদ্ধ, তালাবদ্ধ ও মোহর মারা হয়ে যায়। যাতে অন্তরে আবরণ ও পর্দা পড়ে যায়। তখন শয়তান তার উপরে ক্ষমতাশীল হয়ে যায় এবং তাকে যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করে'।

৮. মানব হৃদয়ে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য দুর্বল করে :

পাপাচার মানব অন্তরে আল্লাহ্র বড়ত্ব-মাহাত্ম্য দুর্বল করে এবং তাঁর মার্যাদাকে খাটো করে দেয়। এর ফলে তাকে সৃষ্টির নিকটে আল্লাহ ভীতিকর ও হীন করে দেন। এছাড়া পাপাচার বান্দার প্রতি আল্লাহ্র বিস্মৃতি আবশ্যিক করে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ এ বিষয়ে ভেবে দেখা যে, সে আগামী দিনের জন্য কি অগ্রিম প্রেরণ করছে? আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরাই হ'ল অবাধ্য' *(হাশর ৫৯/১৮-১৯)*।

খ. দুনিয়াবী জীবনে বান্দার উপরে পাপের প্রভাব

১. পাপের পুনরাবৃত্তি :

পাপী একটা পাপ করে থেমে যায় না বরং একাধারে পাপ করতেই থাকে। কারণ পাপকে সে কিছুই মনে করে না। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ. 'ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করে, যেন সে একটা পর্বতের নীচে উপবিষ্ট

৬. *মুসলিম হা/১৪৪; আহমাদ হা/২৩৩২৮; মিশকাত হা/৫৩৮০।*

৭. *তিরমিযী হা/৩৩৩৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৬২০, সনদ হাসান।*

www.at-tahreek.com

আছে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, সম্ভবত পর্বতটা তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকের উপর দিয়ে চলে যায়'।[৮] ফলে পাপী একের পর এক পাপ করেই যায়। যেমন ধূমপায়ী একবার পান করে, সূদখোর একবার সূদ খেয়ে এবং ব্যভিচারী একবার করে বিরত হয় না। বরং তাদের পাপ বাড়তে থাকে।

হাসান বাছরী (রহ.) বলেন, 'নেক আমলের প্রতিদান হ'ল সেই আমলের পরে আরেকটি নেক আমল করতে পারা। আর পাপের পরিণাম হ'ল সেই পাপের পরে আরেকটি পাপ করে ফেলা। কারণ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে কবুল করে নেন, তখন তাকে তাঁর আনুগত্য করার তাওফীক্ব দেন এবং তাকে পাপ থেকে দূরে রাখেন'।[৯]

প্রখ্যাত তাবেঈ 'উরওয়া ইবনু যুবাইর (রহঃ) বলেন, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ فَإِذَا رَأَيْتَهُ يَعْمَلُ السَّيِّئَةَ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ تَدُلُّ عَلَى أَخَوَاتِهَا وَإِنَّ السَّيِّئَةَ تَدُلُّ عَلَى أَخَوَاتِهَا، 'তুমি যদি কোন ব্যক্তিকে নেক আমল করতে দেখ, তবে জেনে রেখ- তার আরো নেক আমল রয়েছে। আর যদি কোন ব্যক্তিকে পাপ করতে দেখ, তবে বুঝে নিও, তার আরো অনেক পাপ রয়েছে। কেননা একটি নেক আমল তার সমপর্যায়ের অন্য নেক আমলের প্রতি নির্দেশ করে এবং একটি পাপ অন্যান্য পাপের দিকে নির্দেশ করে'।[১০]

www.at-tahreek.com

২. আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে ভুলে যাওয়া :

বান্দা আল্লাহ্র অবাধ্যতা করলে তিনি বান্দাকে ভুলে যান। কারণ পাপ করার অর্থ হ'ল আল্লাহকে ও তাঁর মাহাত্ম্যকে ভুলে যাওয়া। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، 'আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরাই হ'ল অবাধ্য' *(হাশর ৫৯/১৮-১৯)*। তিনি আরো বলেন, نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ 'তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদের ভুলে গেছেন' *(তওবা ৯/৬৭)*।

৩. আল্লাহ্র রহমত ও নে'মত থেকে বঞ্চিত করে :

পাপাচার তথা আল্লাহ্র অবাধ্যতা তাঁর রহমত ও নে'মত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। আল্লাহ বলেন, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، 'তোমাদের যেসব বিপদাপদ হয়, তা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল। আর তিনি তোমাদের অনেক পাপই মার্জনা করে দেন' *(আশ-শূরা ৪২/৩০)*। তিনি আরো বলেন, ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন নে'মত দান করলে তার পরিবর্তন ঘটান না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সেটা পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আনফাল ৮/৫৩)*।

৪. আযাব অবধারিত করে :

মহান আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, রিযিক দাতা, পালনকর্তা। সুতরাং আনুগত্য করলে ও তাঁর বিধান মোতাবেক চললে, তাঁর সন্তোষ লাভ হয় ও জান্নাতে প্রবেশ করা যায়। পক্ষান্তরে তাঁর অবাধ্যতা করলে তাঁর আযাবের সম্মুখীন হ'তে হয়, জাহান্নামে যেতে হয়। সুলায়মান বলেন, জনৈক ছাহাবী সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَنْ يَهْلَكَ النَّاسُ حَتَّى يَعْذِرُوا، أَوْ يُعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، 'মানুষের ব্যক্তিগত পাপাচার ব্যাপক না করা পর্যন্ত এবং তাদের কোন ওযর পেশ করার সুযোগ থাকা পর্যন্ত তারা ধ্বংস হবে না'।[১১]

৫. পাপ রিযিক থেকে মাহরূম করে :

আল্লাহকে ভয় করলে ও তাঁর বিধান মানলে তিনি অগণিত রিযিক দান করেন। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন' *(তালাক ৬৫/২-৩)*। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাকে ভয় করে না, তার জন্য আল্লাহ কোন পথ বের করে দেন এবং তাকে অকল্পনীয় উৎস থেকে রিযক দেন না।

৬. সম্পদের বরকত দূরীভূত হয় :

সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পদে বরকত বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে পাপাচার ও অবাধ্যতা সম্পদের বরকত দূরীভূত হয়। হাদীছে এসেছে,

'হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا যতক্ষণ উভয়ে বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে ও যথাযথ অবস্থা বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে, আর যদি পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ও মিথ্যা বলে তবে ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে।[১২]

৭. দুনিয়াতে জীবন যাপন সংকীর্ণ হয় :

আল্লাহ্র বিধান অমান্য করলে দুনিয়াবী জীবন সংকীর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً

৮. *বুখারী হা/৬৩০৮; তিরমিযী হা/২৪৯৭; মিশকাত হা/২৩৫৮।*
৯. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, ১/২৯৯।*
১০. *হিলয়াতুল আওলিয়া ২/১৭৭; ইবনুল জাওযী ছিফাতুছ ছাফওয়া ১/৩৪৯।*
১১. *আবুদাঊদ হা/৪৩৪৭; মিশকাত হা/৫১৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৫২৩১।*
১২. *বুখারী হা/২০৭৯; ২০৮২; মুসলিম হা/১৫৩২; মিশকাত হা/২৮০২।*

www.at-tahreek.com

ضَنْكًا، ‘আর যে ব্যক্তি আমার কুরআন হ’তে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা হবে সংকুচিত’ *(তোয়াহা ২০/১২৪)*।

৮. রোগ-ব্যাধি ও কষ্টভোগ :

পাপের কারণে সমাজে নানা দুরারোগ্য ব্যাধির বিস্তার ঘটে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ، لَا يُغَيِّرُونَ، إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ، ‘কোন জাতির মধ্যে যখন প্রকাশ্যে পাপাচার হ’তে থাকে এবং তাদের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের পাপাচারীদের বাধা দেয় না, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠান’।[১৩]

অন্যত্র তিনি বলেন, لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، ‘যখন কোন জাতির মধ্যেপ্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি’।[১৪] তিনি আরো বলেন, ما اخْتَلَجَ عِرْقٌ ولا عينٌ إلا بذنب، وما يَدْفَعُ الله عنه أكثر. ‘দেহের শিরায় খিচুনী (ধনুষ্টঙ্কার) ও চোখের (পাতায়) কম্পন কেবল পাপের কারণেই হয়ে থাকে। আর তার থেকে আল্লাহ অনেক কিছু সারিয়ে দেন’।[১৫]

[ক্রমশঃ]

১৩. ইবনু মাজাহ হা/৪০০৯; আহমাদ হা/১৮৭৩১, ১৮৭৬৮, সনদ হাসান।

১৪. ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯; ছহীহাহ হা/১০৬।

১৫. ত্বাবারানী, ছগীর, ছহীহাহ হা/২২১৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৫২১।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

মালদহ-চাঁপাই সীমান্তবর্তী ‘কানসাট’ অভিমুখী বিশাল ফারাক্কা মিছিলে নেতৃত্বদানকারী ‘মজলুম জননেতা’ মাওলানা ভাসানীকে ‘৭১-এর ৯ মাসে ভারতে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। স্বাধীনের পরেও তিনি ঢাকায় স্থান পাননি। তাঁর লাশ দাফন হয় কর্মস্থল টাঙ্গাইলের ‘সন্তোষে’। মুক্তিযুদ্ধের ৯ নম্বর সেক্টর কমাণ্ডার মেজর জলিল খুলনার খালিশপুর থেকে ট্রেন বোঝাই করে ভারতের অস্ত্র লুটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ফলে তিনিই হন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজবন্দী! অথচ ১৯৭২ সালে খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে উপচে পড়া বিশাল জনসভায় দেওয়া ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ব্যাটারী বিহীন রেডিও যেমন অচল, চরিত্রহীন জাতি তেমন অচল। অতএব ছেলেরা! উচ্ছৃংখলতা পরিহার কর’। সেদিন ভারতের তৈরী ‘রক্ষী বাহিনী’র ছত্রছায়ায় হাযার হাযার মুসলিম তরুণকে হত্যার দৃশ্য জাতি নীরবে অবলোকন করেছিল। খুলনার পাইকগাছা থানাধীন ‘কপিলমুনি হত্যাকাণ্ড’ ছিল তার অন্যতম। তরতাযা তরুণদের দাঁড় করিয়ে বাপ-ভাইদের সামনে রেখে তাদের বলা হয়, ‘বল জয় বাংলা’। তারা বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশ ফায়ারে একে একে ঢলে পড়ল তারা। ২৬৫টি লাশে ভরে গেল ছোট্ট পুকুরটি।... বলা হয়ে থাকে যে, সারা দেশে এভাবে ৪০ হাযার তরুণকে হত্যা করা হয়। এদের বিচার চাওয়ার কেউ নেই। করারও কেউ নেই। কিন্তু আল্লাহ সবই দেখেছেন। সেই সময়কার যালেমরা এখন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

কথায় কথায় বলা হয় ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কে গণনা করল? ৩০ লাখকে সেসময়ের ৪৮ হাযার গ্রাম দিয়ে ভাগ করলে প্রতি গ্রামে ৬২.৫ জন নিহত হওয়া প্রয়োজন। অথচ এমন বহু গ্রাম রয়েছে, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের কোন শহীদ নেই। এমনকি এদেশে মোট ভোটার সংখ্যা কত! সেই বিষয়েও কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। দেশের ইতিহাসে অন্যতম আলোচিত বিষয় হ’ল ‘আজিজ কমিশন’। আপিল বিভাগের বিচারপতি এমএ আজিজ ২০০৫ সালের ২২শে মে সিইসির দায়িত্ব নেন। বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট একতরফাভাবে এই বিচারপতিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেন। তারা এক কোটি ভুয়া ভোটার এবং তিনশ‘ উপযেলা নির্বাচন কর্মকর্তা পদে দলীয় চিহ্নিত ক্যাডারদের নিয়োগ দিয়ে পুরো নির্বাচন ব্যবস্থাকে করায়ত্ত করার সব ছক এঁকেছিল। পরে ফখরুদ্দীন গং ক্ষমতায় আসেন ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারী। অতঃপর ৯০ দিনের স্থলে বিদায় নেন প্রায় দু’বছর পর ৩০ শে ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে। ক্ষমতায় আসে হাসিনা সরকার। সাড়ে ১৫ বছর পর ৫ই আগস্ট সোমবার দিল্লী কি বিল্লী আগরতলা হয়ে দিল্লী পালালেন। ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন হ’ল। একেই বলে ‘আল্লাহ্‌র মার, দুনিয়ার বা’র’।

কিন্তু খেলা থামেনি। ‘র’-এর এজেন্টরা রাষ্ট্রের সকল ‘কী’ পয়েন্টে বসে আছে। অসময়ে বন্যা ও প্রতিদিন সীমান্ত হত্যা চলছে। রুপার চাকতির গোলাম রাজনীতিক নামাধারীরা ‘এ্যাকশন-এ্যাকশন ডাইরেক্ট এ্যাকশন’। ‘রক্তের বন্যায় ভোসে যাবে অন্যায়’ ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক শ্লোগানে আবার রাস্তা গরম করছে। দলবাজ রাজনীতির নাগিণী আবার ফণা তুলছে। নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা তাদের পথের কাঁটা। অথচ এটাই হ’ল জাতির প্রত্যাশা। অন্তর্বর্তীকালীন বর্তমান সরকার যার প্রতিনিধিত্ব করছে। দলীয় রাজনীতির হিংস্র ছোবলে জর্জরিত সাধারণ মানুষ পুনরায় আর হাঙ্গরের খোরাক হ’তে চায়না। সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনীতির দু’ধারী কাঁচির মাঝখানে পড়ে তারা আর কচুকাটা হ’তে চায়না। ইসলাম কখনেই এরূপ হিংস্র রাজনীতি সমর্থন করেনা। সেখানে ক্ষমতাসীনরা হবেন জনগণের খাদেম ও আল্লাহ্‌র গোলাম। আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অধীনে সকল নাগরিকের অধিকার হবে সমান। আল্লাহসৃষ্ট সূর্য-চন্দ্র, নদী ও বায়ু যেমন সবার জন্য কল্যাণকর, ইসলামের আইন ও বিধান তেমনি সকল নাগরিকের জন্য কল্যাণকর। তাই এদেশের সংবিধান হবে কুরআন ও সুন্নাহ। যা পৃথকভাবে বই আকারে রচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। যখনই যে সমস্যা আসবে, তখনই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তার সমাধান নিয়ে দেশ চলবে। এটাই হ’ল এদেশের জনগণের প্রাণের দাবী। ’৪৭-এর পর থেকে এযাবৎ কখনো যা পূরণ হয়নি। অথচ তা না হওয়া পর্যন্ত দেশে আল্লাহ্‌র রহমত নেমে আসবে না। আল্লাহ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের হেফাযত করুন।- আমীন! *(স.স.)*। (এই সাথে পাঠ করুন আমাদের সম্পাদকীয় ‘বাংলাদেশের সংবিধান হৌক ইসলাম’ আগস্ট ২০১১ এবং ‘সংবিধান পর্যালোচনা’ সেপ্টেম্বর ২০১৭)।

ওশর : দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার

-ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম*

ভূমিকা :

ইসলাম যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তার অন্যতম হ'ল যাকাত। ওশর হ'ল ফসলের যাকাত। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ প্রভৃতি ইবাদতের মতই ওশর ফরয ইবাদত। আমাদের দেশের মুসলমানগণ যাকাতের সাথে কিছুটা পরিচিত হ'লেও ওশরের সাথে তেমন পরিচিত নয়। তাছাড়া ওশর যে ফরয ইবাদত এ সম্পর্কে অনেকের জানা নেই। অথচ ওশর ইসলামী অর্থনীতির মূল উৎস। যাকাত ও ওশর ব্যবস্থা চালু থাকলে দেশে দরিদ্রতা থাকতো না। কেননা যাকাত ও ওশর দারিদ্র্য বিমোচনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। এ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারলে অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। যার বাস্ত ব প্রমাণ আমরা দেখতে পাই খোলাফায়ে রাশেদার যুগে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা ওশর সম্পর্কে আলোচনার করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ওশরের পরিচয় :

'ওশর' আরবী শব্দ। যার অর্থ এক-দশমাংশ, দশ ভাগের এক ভাগ, জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক দশমাংশ।[১] ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় জমিতে উৎপাদিত ফসলের যাকাতকে ওশর বলা হয়। আল-মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে,

ما يؤخذ من زكاة الارض التي أسلم أهلها عليها. و هي التي أحياها المسلمون من الأرضين والقطائع 'জমির উৎপাদিত ফসলের যাকাতকে ওশর বলা হয়, যা তার মালিক আদায় করে থাকে। আর এটি ইসলামে সেই বিধান যা মুসলমানগণ বিভিন্ন এলাকায় চালু রেখেছেন'।[২]

ওশর ফরয হওয়ার দলীল :

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। আর পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করে যমীনকে করেছেন মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ، 'আর আমরা তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য সেখানে জীবিকা সমূহ প্রদান করেছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক' *(আ'রাফ ৭/১০)*।

আর যমীন হ'তে উৎপাদিত ফসলের যাকাত ফরয করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং যা আমরা তোমাদের জন্য ভূমিতে উৎপন্ন করি, সেখান থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর। আর সেখান থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, যা তোমরা অন্যের কাছ থেকে নিতে চাওনা চোখ বন্ধ করা ব্যতীত। জেনে রেখ আল্লাহ অভাবমুক্ত ও চির প্রশংসিত *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 'তিনিই সেই সত্তা যিনি বাগিচাসমূহ সৃষ্টি করেছেন মাচান বিশিষ্ট ও মাচান ছাড়াই এবং সৃষ্টি করেছেন খর্জুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত সমূহ, যেগুলির স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন। আর সৃষ্টি করেছেন জলপাই ও ডালিম বৃক্ষ, পরস্পরে সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন। তোমরা এগুলোর ফল ভক্ষণ কর যখন তা ফলবন্ত হয় এবং এগুলির হক আদায় কর ফসল কাটার দিন। আর তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *(আন'আম ৬/১৪১)*।

ওশরের নিছাব :

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ– 'বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানিতে উৎপন্ন ফসল বা নালার পানিতে উৎপন্ন ফসলের ওশর (১০ ভাগের এক ভাগ) এবং সেচা পানিতে হ'লে অর্ধ ওশর (২০ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব'।[৩] এতে এক বছর অতিক্রম হওয়ার শর্ত নেই।[৪]

উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত ফসলে ওশর হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ، 'প্রথমত ফসল উৎপাদনে যা খরচ করেছে তা পরিশোধ করবে, অতঃপর অবশিষ্টাংশের যাকাত আদায় করবে'।[৫]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، 'পাঁচ অসাক্বের কম

---

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী), ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, মে ২০০৯, পৃ. ৬৯৫।

২. ইব্রাহীম মাদকূর ও তার সাথীগণ, আল-মু'জামুল ওয়াসীত (দেওবন্দ : কুতুবখানা হোসাইনিয়াহ, তাবি), পৃ. ৬০২।

৩. বুখারী হা/১৪৮৩; মিশকাত হা/১৭৯৭।

৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৪৯।

৫. বায়হাক্বী ৪/২৪৯, হা/৭৬০৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৫১; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, যাকাত ও ছাদাক্বা (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০২৩), পৃ. ১৯।

শস্যে যাকাত নেই'।[৬]

উল্লেখ্য যে, ১ অসাক্ব সমান ৬০ ছা'। ৫ অসাক্ব সমান ৬০×৫=৩০০ ছা'। আর মাদানী ১ ছা' সমান এদেশের আড়াই কেজি ধরা হ'লে ৩০০ ছা' সমান ৩০০×২.৫০=৭৫০ কেজি। তথা ১৮ মন ৩০ কেজি।

নদী বা বৃষ্টির পানিতে এই পরিমাণ হ'লে ১০ ভাগের ১ ভাগ। আর সেচের পানিতে হ'লে ২০ ভাগের ১ ভাগ।[৭]

প্রত্যেক ফসলের আলাদা নিছাব :

ওশর ফরয হওয়ার জন্য প্রত্যেক ফসল যেমন গম, যব, ধান ইত্যাদি পৃথক পৃথকভাবে নেছাব পরিমাণ হ'তে হবে। কয়েকটি ফসল মিলিতভাবে নয়। কোন ব্যক্তির কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে ১০ মণ ধান ও ১০ মণ গম উৎপন্ন হ'লে তার জন্য উভয় ফসল একত্রিত করে ওশর ফরয হবে না।[৮] তবে একই ফসলের বিভিন্ন শ্রেণী একই নিছাবের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আটাশ, পারিজা, স্বর্ণা সহ বিভিন্ন শ্রেণীর ধান একই নিছাবের অন্তর্ভুক্ত।[৯]

যেসব ফসলের ওশর ফরয :

যেসব ফসল জমিতে উৎপন্ন হয়ে মানুষের সাধারণ খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তা ওযন ও গুদামজাত করা যায়, সে সকল ফসলেই কেবল ওশর ফরয। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِنَّمَا سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فِيْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গম, যব, কিসমিস এবং খেজুর এই চারটি শস্যের যাকাত প্রবর্তন করেছেন'।[১০]

উল্লেখ্য যে, হাদীছে বর্ণিত চারটি শস্যের ওশরের কথা বলা হ'লেও এই চারটিকেই নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং ওযন ও গুদামজাত সম্ভব সকল শস্যই ওশরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন ধান, ভুট্টা ইত্যাদি।

মধু নিছাব পরিমাণ হ'লে তার ওশর আদায় করতে হবে। 'আমর বিন শো'আয়েব তার পিতা ও দাদা হ'তে এবং তিনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ– 'তিনি মধু থেকে এক-দশমাংশ যাকাত গ্রহণ করেছেন'।[১১] একই রাবী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু মুত'আন গোত্রের হেলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তার মধুর ওশর নিয়ে হাযির হন। তিনি তাঁর নিকট 'সালাবাহ' (سَلَبَةُ) নামক উপত্যকাটি বন্দোবস্ত চান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে উক্ত উপত্যকা বন্দোবস্ত দেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) যখন খলীফা হন, তখন ত্বায়েফের গভর্ণর সুফিয়ান বিন ওয়াহাব এ বিষয়ে জানতে চেয়ে খলীফার নিকট পত্র লেখেন। জবাবে খলীফা তাকে লিখিতভাবে জানান যে, ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট মধুর যে ওশর দিত, তা যদি তোমাকে দিতে থাকে, তবে 'সালাবাহ' উপত্যকায় তার বন্দোবস্ত বহাল রাখ। অন্যথা তা বনের মৌমাছি হিসাবে গণ্য হবে এবং যে কোন ব্যক্তি সেখান থেকে মধু আহরণ করতে পারবে'। রাবী বলেন, مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ، 'প্রতি ১০ মশকে ১ মশক যাকাত'।[১২]

ত্বায়েফের বনু শাবাবাহ্র লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট মধুর যাকাত জমা দিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মধু চাষের জন্য দু'টি সমতল ভূমিকে তাদের অনুকূলে বন্দোবস্ত দেন।[১৩] অতএব যখনই মধু নিছাব পরিমাণ হবে, তখনই ওশর আদায় করতে হবে। এর জন্য বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। কিন্তু যদি কেউ অজ্ঞতা বশে ওশর না দিয়ে থাকেন, তিনি অবশ্যই মৌ চাষ থেকে পাওয়া সঞ্চিত অর্থের বছর শেষে যাকাত দিবেন।

উল্লেখ্য যে, মৌ চাষের ফলে সরিষার ফলন ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। শুধু সরিষাই নয়, মৌমাছিরা ফুলের পরাগায়ন ঘটিয়ে নানা ধরনের রবি শস্য এবং আম, লিচু, কুল, কালোজিরা প্রভৃতির ফলন বৃদ্ধি করে। প্রতি বাক্স থেকে সপ্তাহে ৪-৫ কেজি মধু সংগ্রহ করা যায়। তবে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে মধু সংগ্রহ বেশী হয়। ফলে মৌ চাষে একদিকে যেমন সরিষার উৎপাদন বাড়ে, অন্যদিকে তেমন অল্প খরচে মৌ চাষ করে বেকারত্ব দূর করা যায়। জমি বা গাছের মালিকরাও মৌ চাষীদের নিকট এগুলি ভাড়া দিয়ে লাভবান হ'তে পারেন। মধুর ওশরও অন্যান্য ফসলের ন্যায়।[১৪]

যেসব ফসলের ওশর ফরয নয় :

গুদামজাত অসম্ভব এমন শস্যের ওশর ফরয নয়। যেমন শাক-সবজি বা কাঁচা মালের কোন ওশর নেই। ত্বালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ زَكَاةٌ، 'শাক-সব্জিতে কোন যাকাত (ওশর) নেই'।[১৫] অর্থাৎ কাঁচামালের কোন ওশর নেই। সেকারণ আলু, রসুন, পেঁয়াজ, লাউ, কুমড়া, পটল, বেগুন বা এ জাতীয় শাক-সব্জির উপর ওশর ফরয নয়। একইভাবে কোন জমিতে ফসলের পরিবর্তে মাছ চাষ করলেও তার উপর ওশর ফরয হবে না। বরং এ জাতীয় সম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এক বছর অতিক্রম করলে এবং নিছাব পরিমাণ হ'লে শতকরা

৬. *বুখারী হা/১৪৮৪।*
৭. *ইবনু কুদামা, শারহুল কাবীর ২/৫৬৩ পৃ.; মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-ওছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৬/৭৮ পৃ.; মাসিক আত-তাহরীক, ১৬/১১ আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১৪।*
৮. *বুখারী হা/৬৯৫৫; মিশকাত হা/১৭৯৬।*
৯. *ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৪৫ পৃ.।*
১০. *সুনানুদ দারাকুতনী হা/১৯৩৬; সিলসিলা ছহীহা হা/৮৭৯।*
১১. *ইবনু মাজাহ হা/১৮২৪ হাসান ছহীহ; ইরওয়া হা/৮১০-এর আলোচনা।*
১২. *আবুদাঊদ হা/১৬০০-০২।*
১৩. *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২৩২৫।*
১৪. *যাকাত ও ছাদাক্বা, পৃ. ৮৩-৮৫।*
১৫. *হায়ছামী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৪৩৬৯ ইরওয়া হা/৮১৩-এর আলোচনা।*

২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 'এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মালের যাকাত নেই'।[১৬] তবে কাঁচামালে ওশর ফরয না হ'লেও মালিক চাইলে তা থেকে স্বেচ্ছায় কিছু দান করতে পারেন। এতে তিনি ছওয়াবের অধিকারী হবেন। কেননা আল্লাহ বলেন, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، 'অতঃপর যদি কেউ স্বেচ্ছায় বেশী দেয়, সেটা তার জন্য কল্যাণকর হবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

ওশর আদায়ের সময় :

ফসল পরিপক্ক হওয়ার পর যেদিন তা কর্তন করা হবে সেদিনই ওশর আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، 'তোমরা এগুলির হক আদায় কর ফসল কাটার দিন' *(আন'আম ৬/১৪১)*। উল্লেখ্য যে, শস্য কর্তন করে তা সংরক্ষণের জন্য যথাস্থানে রাখার পূর্বে নষ্ট হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে তার উপর ওশর ফরয নয়। তবে তা সংরক্ষণের জন্য যথাস্থানে রাখার পরে মালিকের অলসতা বা অবহেলার কারণে নষ্ট হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে তার উপর ওশর ফরয। আর তা সংরক্ষণের যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরে নষ্ট বা হারিয়ে গেলে তার উপর ওশর ফরয নয়।[১৭]

ওশর বণ্টনের খাত সমূহ :

মুসলমানদের সকল সম্পদের যাকাত যেমন গৃহপালিত পশু, সোনা-রূপা ও মুদ্রা, ব্যবসায়ের মাল, খনিজ সম্পদ ও ফসলের ওশর আদায় এবং তার ব্যয়ের খাত স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই ফসল কাটার পর তা পরিমাপ করে নিছাব পরিমাণ হ'লে তার ওশর অবশ্যই নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ– 'ছাদাক্বা সমূহ কেবল ফক্বীর, মিসকীন, যাকাত আদায়ের কর্মচারী, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্র রাস্তায় এবং (দুস্থ) মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৬০)*। এখানে 'ছাদাক্বা সমূহ' অর্থ ফরয যাকাত, যা সকল প্রকার সম্পদের যাকাত ও ওশরকে শামিল করে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ ৮টি খাত উল্লেখ করেছেন। সেকারণ নির্ধারিত খাতসমূহে ওশর বণ্টন করতে হবে।

ওশর সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা :

অনেকের ধারণা, যে জমির খাজনা দেওয়া হয় সে জমির উৎপাদিত ফসলের ওশর দিতে হবে না। এটি একেবারে ভুল কথা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন দলীল নেই। রাষ্ট্রকে যে পরিমাণ ট্যাক্সই দেওয়া হোক না কেন, তাতে ওশর আদায় হবে না। কারণ ওশর হ'ল ফরয ইবাদত, যা নির্দিষ্ট নিয়মে ও নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করতে হয়। আর ট্যাক্স হ'ল সরকারী কর, যা মুসলিম-অমুসলিম সবার জন্য প্রযোজ্য। এটিই জমহূর ওলামায়ে কেরামের মত।[১৮] খাজনার জমিতে ওশর দিতে হবে কি-না এ ব্যাপারে ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, الْخَرَاجُ عَلَى الأَرْضِ وَفِى الْحَبِّ الزَّكَاةُ 'খাজনা হ'ল জমির উপর আর যাকাত (ওশর) হ'ল ফসলের উপর'।[১৯] অর্থাৎ খাজনা হ'ল ভূমিকর আর ওশর হ'ল ফসলের কর।

খাজনার জমিতে ওশর দিতে হয় না মর্মে যে দলীল পেশ করা হয়ে থাকে لاَ يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ، 'মুসলমানের উপর একই সাথে খাজনা ও ওশর একত্রিত হয় না'।[২০] এটিকে ইমাম বায়হাক্বী বাতিল বলেছেন। কেননা হাদীছের বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনু আনবাসাহ হাদীছ জাল করার দোষে দুষ্ট।[২১]

মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ওশর :

ওশর দারিদ্র্য দূরীকরণের এক শক্তিশালী মাধ্যম। যাকাত যেভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে সম্পদের প্রবাহ সৃষ্টি করে তেমনি ওশরও সম্পদের প্রবাহ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা যমীন থেকে উৎপাদিত ফসলের ওশর প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং যা আমরা তোমাদের জন্য ভূমিতে উৎপন্ন করি, সেখান থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর। আর সেখান থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, যা তোমরা অন্যের কাছ থেকে নিতে চাওনা চোখ বন্ধ করা ব্যতীত। জেনে রেখ আল্লাহ অভাবমুক্ত ও চির প্রশংসিত' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*।

যাকাত ও ওশর আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুগের চাহিদা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন। মূসা ইবনু ত্বালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মু'আয

১৬. *তিরমিযী হা/৬৩২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২।*
১৭. *শারহুল মুমতে' ৬/৮২ পৃ.।*
১৮. *নববী, আল-মাজমূ' ৫/৫৪২-৫৫০; যাকাত ও ছাদাক্বা, পৃ. ১০১-১০২।*
১৯. *সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৭৭৪৬।*
২০. *সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৭৭৪৮।*
২১. *তদেব।*

(রাঃ)-এর নিকট প্রেরিত পত্র আমাদের নিকট ছিল। যাতে তিনি গম, যব, কিসমিস ও খেজুরের যাকাত গ্রহণ করেছেন'।[২২]

তাই ওশর নিম্নোক্তভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারে-

১. যাকাতের ন্যায় ওশর ব্যক্তিকে পবিত্র করে। আর পবিত্র হৃদয়ের ব্যক্তি খোলা মনে দরিদ্রদের সাহায্য-সহযোগিতা করার মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করে। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، 'তুমি তাদের সম্পদ থেকে ছাদাক্বা গ্রহণ কর। যা দ্বারা তুমি তাদেরকে (কৃপণতার কলুষ হ'তে) পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবা ৯/১০৩)*।

২. ওশর ও ছাদাক্বায় সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে। ফলে সমাজ থেকে দরিদ্রতা উঠে যায়। এতে দাতার সম্পদও কমে না বরং তাতে আরো বরকত হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّال، 'ছাদাক্বায় সম্পদ হ্রাস পায় না'।[২৩] কেননা ধনীর দেওয়া যাকাত ও ওশর পেয়ে হকদার গণ ধনীর সম্পদ ক্রয় করে থাকে। ফলে তা পুনরায় ধনীর ঘরে ফিরে যায়। এভাবে সমাজে সম্পদের প্রবাহ বজায় থাকে।

৩. দেশে যাকাত ও ওশর আদায় ও যথাযথ বণ্টনের ব্যবস্থা থাকলে গাছ তলা ও পাঁচ তলার ব্যবধান দূরীভূত হবে। গরীব মানুষের অবস্থা উন্নত হবে। ফলে ধনী-গরীবের বৈষম্য দূর হবে। যার বাস্তব প্রমাণ আমরা দেখতে পাই ওমর (রাঃ)-এর যামানায় । রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আযকে ইয়ামনের গভর্ণর করে পাঠান। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) মারা যান। পরবর্তীতে হযরত ওমরের সময় তিনি সেখানকার এক-তৃতীয়াংশ ছাদাক্বার মাল মদীনায় পাঠান। কিন্তু ওমর (রাঃ) তা নিতে অস্বীকার করে বলেন, আমি তোমাকে সেখানে কর আদায়কারীরূপে পাঠাইনি। বরং তোমাকে পাঠিয়েছি সেখানকার ধনীদের নিকট থেকে ছাদাক্বা নিয়ে সেখানকার হকদারদের মধ্যে তা বিতরণ করার জন্য। জবাবে মু'আয বললেন, مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِشَىْءٍ وَأَنَا أَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهُ مِنِّى! 'আমি আপনার নিকটে কিছু পাঠাতাম না, যদি আমি সেখানে যাকাত নেওয়ার মত কোন হকদার পেতাম! একই কারণে পরের বছর তিনি সেখান থেকে ছাদাক্বার অর্ধাংশ প্রেরণ করেন। তৃতীয় বছর পুরোটাই প্রেরণ করেন। প্রতিবারেই ওমর (রাঃ) আপত্তি করেন এবং প্রতিবারেই মু'আয (রাঃ) একই জবাব দেন'।[২৪]

৪. ওশর ও ছাদাক্বাকারীর সাথে সর্বদা আল্লাহ থাকেন। ফলে দানকারী বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকেন। এতে সমাজে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হয়। আল্লাহ বলেন, وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ– 'আর আল্লাহ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আমার রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ সমূহ মোচন করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। এরপরেও তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুফরী করবে, অবশ্যই সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে' *(মায়েদাহ ৫/১২)*।

৫. ওশর দিলে সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত পাওয়া যায়। ফলে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে ফল-ফসলে বরকত হয়। এতে সমাজ থেকে দারিদ্র্য উঠে যায়। নিম্নের হাদীছটি যার যথার্থ উদাহরণ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি একটি মাঠে অবস্থান করছিল। এমন সময় সে মেঘের মধ্যে একটি শব্দ শুনতে পেল : 'অমুকের বাগানে পানি দাও'। অতঃপর মেঘমালা সেই দিকে সরে গেল এবং এক প্রস্তরময় স্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করল। তখন দেখা গেল, সেখানকার নালাগুলির মধ্যে একটি নালা সমস্ত পানি নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। তখন সে ব্যক্তি পানির দিকে এগিয়ে গেল এবং দেখল যে, এক ব্যক্তি তার বাগানে দাঁড়িয়ে সেচযন্ত্র দ্বারা পানি সেচ দিচ্ছে। তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তোমার নাম কি? লোকটি জবাবে বলল, আমার নাম অমুক- যে নাম সে মেঘের মধ্যে শুনেছিল। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কেন আমার নাম জিজ্ঞেস করলে? সে বলল, এই পানি যেই মেঘের তার মধ্যে আমি একটি শব্দ শুনেছি যে, তোমার নাম করে বলা হয়েছে, অমুকের বাগানে পানি দাও! (হে আল্লাহ্‌র বান্দা, বল) তুমি তা দ্বারা কি কি কাজ কর? সে উত্তরে বলল, যখন তুমি এ কথা বললে তখন শুনো, এই বৃষ্টির পানিতে যা উৎপাদন হয়, তার প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করি এবং তা ভাগ করি। অতঃপর ثُلُثَــهُ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ 'এক-তৃতীয়াংশ দান করি, এক-তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার খাই এবং এক-তৃতীয়াংশ জমিতে লাগাই'।[২৫]

৬. ওশর দিলে আল্লাহ্‌র রহমতে তা বহুগুণ বেড়ে যায়। ফলে তা দারিদ্র্য বিমোচন করে। আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ– 'যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য বীজের ন্যায়। যা থেকে সাতটি শিষ জন্ম

২২. *মুসনাদে আহমাদ হা/২২০৪১; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৮৭৯।*
২৩. *মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/১৮৮৯।*
২৪. *ইরওয়া হা/৮৫৬-এর আলোচনা।*
২৫. *মুসলিম হা/২৯৮৪; মিশকাত হা/১৮৭৭।*

নেয়। প্রতিটি শিষে একশ'টি দানা হয়। আর আল্লাহ যার জন্য চান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*।

৭. এটি ধনীদের সম্পদে গরীবের হক। এই হক আদায় করলে ধনীদের সম্পদ দরিদ্রদের মাঝে বণ্টিত হয়। ফলে তাদের অবস্থা উন্নত হয় এবং সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচিত হয়। আল্লাহ বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ– 'আর তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য হক রয়েছে'।[২৬]

৮. ওশর ও যাকাত ব্যবস্থা জারী থাকলে মুসলিম কখনো নিজেকে অসহায় ভাববে না।

৯. ওশর সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থিক ভিতকে মযবূত রাখে। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ– 'তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহ'লে তারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। বস্তুত সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন' *(হজ্জ ২২/৪১)*।

ওশর অস্বীকারকারীর বিধান :

যে ব্যক্তি ওশরের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে, সে ইসলাম থেকে খারিজ। আর যে ব্যক্তি অবহেলাবশে তা দেয় না, সে 'ফাসেক'। আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ– 'অতঃপর যদি ওরা তওবা করে এবং ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তাহ'লে ওরা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে থাকি' *(তওবা ৯/১১)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ওশরকে অস্বীকার করলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে যদি না সে তওবা করে। একারণেই **১ম** খলীফা **(১১-১৩** হি.) হযরত আবুবকর (রাঃ) যাকাত জমা দানে অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، 'আল্লাহ্র কসম, আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব তাদের বিরুদ্ধে, যারা ছালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে'।[২৭] এতে ওমর (রাঃ) সহ সকল ছাহাবী একমত হন, যা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে গণ্য।[২৮]

ওশর না দেওয়ার পরিণতি :

ওশর ও যাকাত আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ফরয বিধান। যারা তা আদায় না করে নিজেদের জন্য জমা করে রাখবে তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা দু'জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ– يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ– 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে, অথচ তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে তুমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন সেগুলিকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগানো হবে, (আর বলা হবে) এগুলি হ'ল সেইসব স্বর্ণ-রৌপ্য, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করেছিলে। এক্ষণে তোমরা যা সঞ্চিত রেখেছিলে তার স্বাদ আস্বাদন কর' *(তওবা ৯/৩৪-৩৫)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ : وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُوْنَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ– 'যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথার বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় বেড়ী পরানো হবে। সাপটি তার দুই চোয়াল চেপে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরান ১৮০ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন'।[২৯] যেখানে আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ– 'আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ থেকে কিছু দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এটাকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। যেসব সম্পদে তারা কৃপণতা করে, সেগুলিকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ীবদ্ধ করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্র জন্যই হ'ল আসমান ও যমীনের মালিকানা। আর (গোপনে ও প্রকাশ্যে) তোমরা যা কিছু কর, সবই আল্লাহ খবর রাখেন' *(আলে ইমরান ৩/১৮০)*।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ– 'যাকাত ত্যাগকারী ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামে পতিত হবে'।[৩০]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পাঁচটি বস্তুর কারণে পাঁচটি বস্তু হয়ে থাকে।... (ক) কোন কওম চুক্তি ভঙ্গ করলে আল্লাহ তাদের উপর তাদের

২৬. *যারিয়াত ৫১/১৯; মা'আরেজ ৭০/২৪-২৫।*
২৭. *বুখারী হা/১৪০০; মুসলিম হা/২০; মিশকাত হা/১৭৯০।*
২৮. *যাকাত ও ছাদাক্বা, পৃ. ১১।*
২৯. *বুখারী হা/১৪০৩; মিশকাত হা/১৭৭৪।*
৩০. *ত্বাবারাণী ছগীর হা/৯৩৫; ছহীহুল জামে' হা/৫৮০৭।*

শত্রুকে বিজয়ী করে দেন। (খ) কেউ আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত অন্য কোন বিধান দিয়ে দেশ শাসন করলে তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ে। (গ) কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতা বেড়ে গেলে তাদের মধ্যে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। (ঘ) কেউ মাপে বা ওযনে কম দিলে তাদের জন্য শস্যের উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে। (ঙ) কেউ যাকাত দেওয়া বন্ধ করলে তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়'।[৩১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকত, তাহ'লে বৃষ্টিপাত হ'ত না।[৩২]

কেউ ওশর ফাঁকি দিলে আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতে পারেন। সূরা ক্বালামে বর্ণিত বাগান মালিকের কাহিনী থেকে আমরা তা শিক্ষা নিতে পারি। যেভাবে মিসকীনদের ফাঁকি দিতে চাওয়ায় আল্লাহ বাগান মালিকদের শাস্তি দিয়েছিলেন।[৩৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، 'আমরা তাদের (মক্কাবাসীদের) পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন পরীক্ষায় ফেলেছিলাম বাগান মালিকদের। যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা খুব ভোরে অবশ্যই বাগানের ফল পেড়ে নিবে। কিন্তু তারা 'ইনশাআল্লাহ' বলেনি। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে ঐ বাগিচার উপর এক আসমানী গযব আপতিত হ'ল, যখন তারা নিদ্রামগ্ন ছিল। ফলে তা পুড়ে কালো ভস্মের ন্যায় হয়ে গেল' *(ক্বালাম ৬৮/১৭-২০)*।

উপসংহার :

ফসলের যাকাত হ'ল ওশর, যা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ফরয বিধান। নিছাব পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হ'লে তাতে ওশর দিতে হয়। নিছাব পরিমাণ না হ'লেও তা থেকে সাধারণ দান করবে। ফসলের যাকাত বা ওশর ফসল কাটা-মাড়ার সময় আদায় করতে হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করা যাবে না। করলে তা আল্লাহ্র কাছে ঋণ হিসাবে গণ্য হবে। ওশর দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। ইসলামের এই ফরয বিধানকে গতিশীল করতে পারলে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টন ওশর আদায় হবে। ফলে একদিকে দরিদ্রতা বিদূরিত হবে তেমনি অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। ফলে সমাজ থেকে ধনী-গরীবের বিশাল ব্যবধান দূরীভূত হয়ে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। তাই আসুন! আমরা হিসাব করে ওশর আদায় ও বণ্টনে সচেতন হই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

৩১. *ছহীহুত তারগীব হা/৭৬৫।*
৩২. *ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯।*
৩৩. *তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা, ৩য় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ. ৬৫।*

আত-তাহরীক টিভির সাথে থাকুন ঘরে বসে বিশুদ্ধ দ্বীন শিখুন!

আত-তাহরীক টিভি

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন মুক্ত ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন।

ওয়েবসাইট :
www.hadeethfoundationbd.com
www.ahlehadeethbd.org
www.tawheederdak.com
www.at-tahreek.com

মোবাইল এ্যাপ পেতে স্ক্যান করুন

মোবাইল নম্বর : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪

ফেসবুক পেইজ
At-Tahreek Tv
Monthly At-Tahreek

ইউটিউব চ্যানেল
At-Tahreek Tv
Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

মিষ্টির জগতে আরও এক ধাপ এগিয়ে

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী এন্ড বেলীফুল ফুড প্রোডাক্টস্

প্লট নং : এ-১৬২, এ-১৬৩, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-৬১০০। মোবাইল: ০১৭৬১-৭৫৬৪৬৮, ০১৭১৬-০৬৬৩৬২

'বেলী ফুল' নতুন আঙ্গিকে তার বহুতল ভবন বিশিষ্ট নিজস্ব কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নত ও রুচিশীল মিষ্টির পাশাপাশি যাবতীয় বেকারী আইটেম, পাউরুটি, স্পেশাল বিস্কুট, বিভিন্ন প্রকার চানাচুর, সেমাই, লাচ্ছা সেমাই প্রভৃতি তৈরির মাধ্যমে সবুজনগরী রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করেছে।

আমাদের শাখাসমূহ

১. আল-হাসীব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩০৬৬
২. গ্রেটার রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। ফোন : ৮১২১৬৫
৩. রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩৬৬০
৪. ২২/২৩, রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী।
৫. প্লট-১৬২, ১৬৩, বিসিক শিল্প নগরী, ম্যাচ ফ্যাক্টরী মোড়, রাজশাহী।
৬. হারুন মার্কেট, কৃষি ব্যাংকের নিচতলা, খড়খড়ি বাইপাস, রাজশাহী।

আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতা : আমাদের করণীয়

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

শুরুর কথা : বহুল প্রচলিত একটি দৈনিকের 'তারুণ্য জরিপ-২০১৯' অনুযায়ী এ দেশের ৩৭.৩ শতাংশ তরুণ দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন। ১১.২ শতাংশ দিনে দুই এক ওয়াক্ত পড়েন। শুধু শুক্রবারে জুম'আর ছালাত আদায় করেন এমন তরুণের সংখ্যা ২১.৫ শতাংশ। সাক্ষাৎকার পর্বে প্রতি ১৪ জন তরুণের ১০ জনই বলেছেন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, আড্ডা এসব কারণে তরুণেরা ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এছাড়া পরিবার থেকে যথাযথ ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা না করা, তরুণদের পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের ইচ্ছা ইত্যাদি কারণেও অনেকে ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এখন অনেক তরুণ ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তি খোঁজে, প্রশ্ন তোলে এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মচর্চা বাদ দেয়। অবশ্য মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যরা এখনো ধর্মের ব্যাপারে আগ্রহী। তারা খুব বেশী ধর্মচর্চা না করলেও অন্তত জুম'আর ছালাত আদায় করেন।[১]

তরুণদের থেকে বয়স্কদের অবস্থা যে খুব একটা পৃথক তা কিন্তু মোটেও নয়। তারাও আংশিকভাবে ধর্মীয় বিধিবিধান পালনে অভ্যস্ত। এরূপ আংশিক ধর্ম পালন কি কুরআন-সুন্নাহ সম্মত? আল্লাহ তা'আলা তো ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*। আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থের কিছু মানলে এবং কিছু না মানলে তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনাময় জীবনের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ– 'তাহ'লে কি তোমরা আল্লাহ্র কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করবে আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করবে? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, তাদের ফলাফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত কিছুই নেই। আর ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে' *(বাক্বারাহ ২/৮৫)*।

আমাদের সমাজে ইসলাম মানার চিত্র কিন্তু সেই লাঞ্ছিত জীবনের দিকেই আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যতই ইসলামী জীবনাচার পরিত্যাগ করছি এবং পশ্চিমা রীতি-নীতি ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হচ্ছি ততই আমাদের সমাজে অপরাধ প্রবণতা ও অস্থিরতা বেড়ে চলছে। বাপ-দাদার ধর্ম হিসাবে যদিও আমরা অনেকেই ইসলামের কিছু ইবাদত-বন্দেগী পালন করি বটে, কিন্তু আমাদের অন্তরে বর্তমানে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে কম-বেশী শিথিলতা দেখা দিচ্ছে।

কুরআন ও হাদীছের আলোকে আল্লাহ্র পরিচিতি :

মহামহিম আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি এমন এক আবশ্যিক সত্তা, যিনি যাবতীয় পূর্ণাঙ্গ গুণের অধিকারী। কোন প্রকার অপূর্ণতা তাঁর মধ্যে নেই। তাঁর অনেক গুণবাচক নাম আছে। তিনি মহাবিশ্ব ও তার মধ্যস্থিত সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, সংহারকর্তা ও মালিক। তিনি একমাত্র ইলাহ বা মা'বূদ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই, স্বামী, স্ত্রী, সন্তানাদি কিছুই নেই। তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত, তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গুপ্ত। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারও থেকে জন্মও নেননি। তাঁর মতো কেউ নেই। তিনি কিছু করতে চাইলে 'হও' বললেই তা হয়ে যায়। যাবতীয় সৃষ্টির তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত আর সবই তাঁর সৃষ্টি। সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভ থেকে লয়প্রাপ্তি পর্যন্ত সার্বিক প্রতিপালন তিনিই করেন। এজন্যই তিনি রব। রাজ্য ও ক্ষমতার মালিক তিনি। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দেন, যার থেকে ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নেন। তিনি চিরঞ্জীব, অমর এবং সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। সমগ্র বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি মোটেও ক্লান্ত হন না।[২]

সবকিছুর তিনি খবর রাখেন। কোন কিছুই তাঁর জানার বাইরে নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি তিন মা'বূদের একজন নন। যেমনটা খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে। তিনি তেত্রিশ কোটি কিংবা অসংখ্য দেব-দেবীর একজন নন। যেমনটা হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মূর্তিপূজারীরা বিশ্বাস করে। তাঁর কোন মূর্তি নেই। কাজেই মূর্তিপূজারীরা যেভাবে তাঁর মূর্তি কল্পনা করে পূজা করে তিনি তার থেকে পবিত্র। এমনও নয় যে, তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই। যেমনটা কাফের নাস্তিকরা বলে থাকে। তাঁর সঙ্গে দুনিয়াতে মানুষের সরাসরি দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ নেই। নবুঅতের সিলসিলা জারী থাকাকালে অহি-র মাধ্যমে তাঁর সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। অহিপ্রাপ্ত সেসব মনীষী ছিলেন নবী ও রাসূল। তারাই আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবুঅতের ধারায় সর্বশেষ রাসূল ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনি ক্বিয়ামত অবধি বিশ্বের সকল জাতির সকল মানুষের নবী। তাকে মহান আল্লাহ তাঁর যে গ্রন্থ দিয়ে সম্মানিত করেছেন তার নাম আল-কুরআন। আল-কুরআন ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল জাতি ও মানুষের জন্য হেদায়াতনামা। কুরআনে এমন সূরা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যেখানে আল্লাহ্র সত্তাবাচক অথবা গুণবাচক নাম ও তাঁর ক্ষমতার কথা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আলোচিত হয়নি।

কুরআন ও ছহীহ হাদীছে তাঁর পরিচয় যে শব্দে যেভাবে এসেছে আক্ষরিক অর্থেই তিনি তেমন। এক্ষেত্রে কোন ব্যাখ্যা

১. *প্রথম আলো, ২৬/১২/২০১৯।*

২. *আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে দ্র. বাক্বারাহ ২৫৫; হাশর শেষ ৩ আয়াত; সূরা ইখলাছ প্রভৃতি।*

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে জানা গেলে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কোন আলেম, দরবেশ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অধ্যাপক বা যে কেউ আল্লাহ সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী কোন কথা কিংবা ব্যাখ্যা বললে তা গৃহীত হবে না।

সমগ্র কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ্র পরিচিতি, গুণাবলী, ক্ষমতা ও কার্যাবলীর বর্ণনা ছড়িয়ে আছে। তাঁর পরিচিতি প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারার ২৫৫ নম্বর আয়াত- 'আয়াতুল কুরছি', সূরা নূরের ৩৫ নম্বর আয়াত, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত এবং সূরা ইখলাছ পড়ে বুঝে নিলে জ্ঞানীদের জন্য তা একেবারে কম হবে না। কিন্তু এসবই নির্ভর করে মুসলিম হিসাবে সাদা মনে কুরআন-হাদীছ পঠন ও তা বিশ্বাসে নেওয়ার মধ্যে। অন্যথা আল্লাহ সম্পর্কে যেমন বিশ্বাসের ভিন্নতা আসবে তেমনি অন্যান্য ঈমানী বিষয়ের বিশ্বাসেও পার্থক্য সূচিত হবে।

পৃথিবীর অনেক জাতি-ধর্মের লোকেরা মহান আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না; অথবা বিশ্বাস করলেও তাঁর সাথে আরও অনেক দেব-দেবী ও মানুষকে তাদের উপাস্য, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করে। মুসলমানরা আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করলেও অমুসলিমদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসের কিছু প্রভাব তাদের উপর এসে পড়ছে। ফলে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে মুসলিমদের মধ্যেও কিছুটা শিথিলতা দেখা দিচ্ছে। কেন এ প্রভাব পড়ছে তা জানতে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি-ধর্মের লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের একটি চিত্র দেখা যেতে পারে।

যুগে যুগে আল্লাহ তথা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস :

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ শুরুর আগে পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সে সময় বরং সারা বিশ্বের মানুষ যে কোন ধর্মের অধীন থেকে তাদের কল্পনামত বহু সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করত। তখন ইসলামের অনুসারীগণ ব্যতীত খুব কম লোকই এক আল্লাহ্র আরাধনায় বিশ্বাসী ছিল। সেকালে লোকেদের এক প্রভুতে চলত না। সেজন্য তারা মনগড়া অসংখ্য প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল। ভারতের হিন্দুরা তো তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজারী বলে খ্যাত। বৌদ্ধ ধর্ম স্রষ্টায় বিশ্বাসী না হ'লেও খোদ বুদ্ধ এ ধর্মে স্রষ্টার আসন নিয়েছেন। আদিকাল থেকে প্যাগোডাগুলোতে তার মূর্তি অবাধে পূঁজিত হচ্ছে। আসমানী ধর্মের দাবীদার ইহুদী ও খৃষ্টানরা পর্যন্ত এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে মনে তৃপ্তি পায়নি। তারা এযরা (উযাইর) ও যিশুকে (ঈসা আঃ) প্রভুপুত্র এবং যিশুর মা মেরি (মারিয়াম আঃ)-কে প্রভুপত্নী বানিয়ে সিনাগগে ও গির্জায় তাদের পূজা-অর্ঘ্য দিচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিরা পর্যন্ত তাদের বিশ্বাসমত বিভিন্ন উপাস্য ও স্রষ্টা বানিয়ে নিয়েছিল। যাকে আজকের সমাজবিজ্ঞান টেবু, টোটেম, মনা ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করেছে। এমনকি শক্তিশালী রাজা-বাদশাহরা দেবতাদের পূজা বাদেও নিজেদের পূজা করতে কড়া নির্দেশ দিত। মিশরের ফেরআউন ও ইরাকের নমরূদের প্রভুত্ব দাবীর কথা তো খোদ কুরআনেই রয়েছে।

কুরআনে সূরা নূহে হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির মূর্তিপূজার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। তিনি ছিলেন আদম (আঃ) পরবর্তী রাসূল। তাঁর জাতি ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগূছ, ইয়াঊক ও নাছর নামক মূর্তিসমূহের পূজা করত। তিনি তাদের এসব মূর্তির পূজা ছেড়ে এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে বললে তারা তা মানেনি। ফলে তারা আল্লাহ্র মহা শাস্তিতে পতিত হয়েছিল। নূহ (আঃ)-এর জাতি থেকে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। মোটকথা বলা চলে যে, মানুষ সৃষ্টির কিছুকাল পর থেকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাসে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ তো ছিলেনই, বরং একজন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসই ছিল তাদের মহা অসুবিধার। এক স্রষ্টায় বিশ্বাসকে তারা কোনভাবেই মেনে নিতে পারত না। মক্কার কাফের কুরাইশদের এ মনোভাবের কথা কুরআনে এভাবে এসেছে, وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ– 'আর তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী আগমন করেছে। ফলে অবিশ্বাসীরা বলে, এ ব্যক্তি একজন জাদুকর ও মহা মিথ্যাবাদী। সে কি বহু উপাস্যের বদলে একজন উপাস্য সাব্যস্ত করতে চায়? নিশ্চয়ই এটাতো এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাদের নেতারা চলে যায় আর বলে যে, চলো তোমরা তোমাদের উপাস্যদের উপর অবিচল থাক। নিশ্চয় (তাওহীদের) এই দাওয়াতের মধ্যে কোন দূরভিসন্ধি আছে। আমরা তো এ বিষয়ে আমাদের পূর্ববর্তী ধর্ম-সমাজে কিছুই শুনিনি। অতএব এগুলি বানোয়াট ছাড়া কিছুই নয়' *(ছোয়াদ ৩৮/৪-৭)*।

বস্তুত সে সময় মূর্তিপূজারী ইহূদী, অগ্নিপূজারী খৃষ্টান, ছাবিয়ীন, প্রকৃতিপূজারী যারাই ছিল তারা এক উপাস্যে বিশ্বাসী ছিল না। সেজন্যই নবী করীম (ছাঃ)-এর তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রচারকে তারা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না।

মানবজাতির উপর আল্লাহ্র বড় অনুগ্রহ যে, তিনি সৃষ্টির শুরু থেকে ইসলামকে দ্বীন হিসাবে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং এজন্য অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে এই তাওহীদী দ্বীন বা ধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। তাঁর জীবদ্দশাতেই এই দ্বীনের দাওয়াত এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মাটিতে পৌঁছে যায়। বর্তমানে এটি বিশ্বের সর্বাধিক সম্প্রসারণশীল দ্বীন। এক সময় এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ইসলামী খেলাফত কায়েম ছিল। তখন এক আল্লাহ ও তাঁর

ইবাদতে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যাও ছিল যেমন বেশী তেমনি তাদের মর্যাদাও ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু স্পেন ও ভারতে ইউরোপীয়দের হাতে মুসলমানদের পরাজয় বরণ এবং ভারতে ইংরেজদের কলোনী প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধীরে ধীরে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য কমতে থাকে। এক পর্যায়ে প্রায় সকল মুসলিম দেশ ইউরোপের কলোনীতে পরিণত হয়। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আইন-কানূন তারা মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়। ফলে তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরা আল্লাহ্র একত্ববাদ তথা তাওহীদের শিক্ষা ভুলতে থাকে।

আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতার সূচনা :

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে যখন ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটল, বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কারে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে গেল, দার্শনিকদের নানা মতবাদ স্রষ্টায় বিশ্বাসে চিড় ধরিয়ে দিল এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সেক্যুলারিষ্টরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ধর্মকে ব্যক্তিগত পালনীয় বিষয় বানিয়ে দিল তখন থেকে একাধিক প্রভু নয় বরং এক প্রভুর উপর বিশ্বাসও শিথিল হ'তে থাকে। এ সময় থেকে নাস্তিকতার হাওয়াও পৃথিবী জুড়ে প্রবলভাবে বইতে শুরু করে। মানুষ আল্লাহ বা উপাস্যকে বিশ্বাস না করায় কোন জবাবদিহিতা নেই বরং অনেক দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা, মুক্তবুদ্ধি ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে ধর্মচর্চাকে ব্যক্তিগত বিষয় আখ্যা দেওয়ায় প্রগতিশীল ও আধুনিকতার বুলি কপচানো মানুষেরা ধর্মকে জীবন থেকে নির্বাসন দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। তাদের আর নৈতিকতার ধার ধারতে হচ্ছে না, আবার সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে ইবাদত-বন্দেগীও করতে হচ্ছে না। বরং অবস্থা এখন এতটাই পাল্টে গেছে যে, বর্তমানে আস্তিক হওয়ার থেকে নাস্তিক হওয়ার মধ্যে সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী। আস্তিক কোন মুসলমান ইসলামের বিধি-বিধান পুরোপুরি মেনে চললে তাকে মৌলবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, গোঁড়া, অন্ধবিশ্বাসী, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে সন্ত্রাসী ও জঙ্গী আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। দেশ-বিদেশে কোন বোমাবাজি, গোলাগুলি হ'লে চোখ বুঁজে বলে দেওয়া হচ্ছে এটা মুসলিম জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের কাজ। এজন্য কোন যাচাই-বাছাই ও তদন্তের প্রয়োজন পর্যন্ত দরকার মনে হচ্ছে না।

সাম্প্রতিক তিনটি ঘটনা, মুসলমানরা যার বলি :

১. ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ সালে ভারতের গুজরাটের গোধরায় ট্রেন দুর্ঘটনায় ৫৫জন করসেবক হিন্দু আগুনে পুড়ে মারা গেল। দোষ দেওয়া হ'ল মুসলমানদের। গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মারা গেল দুই হাযার মুসলমান। গৃহহারা ও লুটতরাজের শিকার হ'ল লক্ষ লক্ষ মুসলমান। অথচ ২০০৪ সালে এসে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে দেখা গেল, এটা ছিল নিছক দুর্ঘটনা। কোন মানুষের দেয়া আগুন এটা ছিল না।

২. ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে আমেরিকার নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা তো সারা বিশ্ব তোলপাড় করে ফেলেছিল। টুইন টাওয়ার কে বা কারা ধ্বংস করল আজও তার সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি। অথচ ঘটনার দিনেই আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বুশ বলে দিয়েছিল এটা বিন লাদেন ও আল-কায়েদার কাজ। আর সেই অপরাধে বুশ দখল করে নিয়েছিল লাদেনকে আশ্রয়দাতা অত্যন্ত দরিদ্র দেশ আফগানিস্তান। আর শুরু করেছিল কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক অসম যুদ্ধ। দাবী করা হয়েছে যে, দু'টি প্লেন সরাসরি টুইন টাওয়ারের আশি ও ষাট তলায় আঘাত হানে। ফলে প্লেনের ধাক্কায় ও জ্বালানি তেলের আগুনে একশ' দশ তলা বিল্ডিংটি পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে প্লেন আঘাত করেছিল ঠিকই কিন্তু তা আসলে কি কারসাজি ছিল না? ইউটিউবে গেলে এখনও দেখা যাবে, বিল্ডিংটি আগুনে পুড়ে মোমের মতো গলে গলে পড়ছে। কোন কিছু ধাক্কা লেগে ভেঙ্গে গেলে তো তা ভগ্ন স্থান থেকে কাত হয়ে একটি কৌণিক রেখা তৈরি করে ভেঙ্গে পড়ার কথা। অথচ টুইন টাওয়ার সেভাবে ভেঙে পড়েনি। জ্বালানি তেলের আগুনে গলে পড়া সঠিক হ'লে আরো প্রশ্ন জাগে, দু'টো প্লেনে কত জ্বালানি ছিল? আঘাত লাগল মাঝে, আর সে আঘাতের আগুন সাথে সাথে উপর তলা অবধি পৌঁছে সেখান থেকে কী করে অতবড় বিল্ডিংটি পুড়ে পুড়ে নীচতলা পর্যন্ত বসে গেল? একটুও হেলেদুলে পড়ল না। বার্তা আছে যে, ঐ বিল্ডিয়ে যত ইহূদী কাজ করত তারা সেদিন একজনও কাজে আসেনি। তারা কি আগে থেকেই সব জানত?

৩. ২০২১ সালের ৩১শে আগস্ট তারিখে আমেরিকান সৈন্যদের কাবুল ত্যাগ এবং ১৫ই আগস্ট তালেবান কর্তৃক পুনরায় আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের মাধ্যমে এ অসম যুদ্ধ আপাতত শেষ হয়েছে। তাতে ২০ বছরে নিহত হয়েছে আড়াই হাযার মার্কিন সৈন্য, ন্যাটোর সৈন্য যোগে এ সংখ্যা তিন হাযার পাঁচশ' ছিয়াশি এবং নিহত হয়েছে দশ লাখের বেশী সাধারণ আফগান নাগরিক।[৩] নয়া দিগন্তে মাসুম খলিলী 'তালেবানের জয়ের পর আফগানিস্তান কোথায়' শিরোনামে লিখেছেন, এই যুদ্ধে প্রাণহানি ঘটেছে দুই লাখ ৪১ হাযার লোকের, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সৈন্য রয়েছে ৩ হাযার ৫৮৫ জন। আফগানিস্তানের সেনা ও পুলিশ সদস্য ৭৮ হাযার ৩১৪ জন, তালেবান ও সরকারের বিপক্ষের যোদ্ধা রয়েছে ৮৪ হাযার ১৯১ জন এবং বেসামরিক নাগরিক ৭১ হাযার ৩৪৪ জন।[৪] আহত ও পঙ্গু হয়েছে যে কত লক্ষ তার কোন হিসাব নেই।

বাড়ি-ঘর, স্থাপনা যে কি পরিমাণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার হিসাবই বা কতজন রাখে। ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, সিরিয়া, ইরাক সব জায়গা যারা দখল করে মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে তারা হচ্ছে নিরীহ গোবেচারা। আর যারা মার খেয়ে প্রতিবাদ, আন্দোলন করছে তাদের ভাষায় তারা হয়ে যাচ্ছে জঙ্গি, সন্ত্রাসী। দখলদাররা সন্ত্রাসী নয়, সন্ত্রাসী তারা যারা নিজ দেশের আযাদীর জন্য লড়াই করে। এমন একপেশে ও

৩. *হাসান ফেরদৌস, আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘতম যুদ্ধের অবসান, প্রথম আলো, ঢাকা, ০১/৯/২০২১।*
৪. *১৭ই আগস্ট ২০২১।*

একদেশদর্শী ভাবনা ভয়ঙ্কর শয়তান প্রকৃতির লোকেরা ছাড়া কেউ ভাবতে ও করতে পারে বলে মনে হয় না।

একনিষ্ঠ মুসলিম হওয়ার ঝুঁকি :

এমতাবস্থায় মুসলিম হয়ে, ইসলামের একজন নিবেদিত অনুসারী হয়ে জীবনযাপন যে একান্তই ঝুঁকিপূর্ণ তা দিবালোকের চেয়েও সত্য। তাই এক শ্রেণীর মুসলমানও ইসলামের বিধিবিধান ছেড়ে নিষ্ক্রিয় মুসলিমে পরিণত হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। 'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ'-এর মতই মুসলিম দেশগুলোর ইলেক্ট্রোনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার মুসলিম নামধারী লেখক, সাংবাদিকগণ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন-যাপনকারী মুসলিমদের ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক, গোঁড়া, মৌলবাদী ইত্যাদি অসম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করে। তাদের এই হীন প্রচার-প্রপাগান্ডা ও ইসলামী শিক্ষার অভাবে মানুষের মনে ইসলামের আকর্ষণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। তাদের কথায় দেশে যেন এখন শান্তির ফলগুধারা আর সুখের নহর বইছে। গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের অধীনে দেশ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি করছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে তথাকথিত মুক্তমনা বুদ্ধিজীবীদের নতুন নতুন বুদ্ধি গজাচ্ছে। সেখানে ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা চৌদ্দশ' বছরের পুরনো অচল ধর্ম এনে দেশটাকে চৌদ্দশ' বছর পেছনে ঠেলে দিতে চাইছে।

বস্তুত এরা কুরআন-সুন্নাহ্র শাসন চায় না। এরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে ইহূদী-খৃষ্টান-হিন্দু-বৌদ্ধদের নিকট ইজারা দিয়ে রেখেছে। মিথ্যার বেসাতিই এখন তাদের ধর্ম। কুরআন-হাদীছের এক কানাকড়ি পরিমাণ মূল্য দিতেও তারা নারায। কুরআনী শাসন তো দূরের কথা এদেশের কিছু মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবীদের কাছে আযানের আওয়াজ পর্যন্ত অসহ্য, এমনকি নিষিদ্ধ নারীদের খদ্দের আহ্বানের সাথে তুল্য। নাউযুবিল্লাহ। এভাবেই আজ মুসলিম সন্তানরা তাওহীদ ছেড়ে আল্লাহতে অবিশ্বাসের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

[ক্রমশঃ]

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
মেডিপ্যাথ ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স

শুভেচ্ছা ভিউ (জমজম হাসপাতালের পার্শ্বে),
কাজীহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩ মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭

সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চি দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com
রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

ঘোড়ার গোশত : হালাল নাকি হারাম? একটি পর্যালোচনা

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ভূমিকা : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের কল্যাণেই পৃথিবীর অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। সেই সাথে মানব দেহের জন্য যা উপকারী তা হালাল করা হয়েছে এবং যা ক্ষতিকর তা হারাম করা হয়েছে।

ঘোড়ার মাধ্যমে যেমন যুদ্ধ করা যায় তেমনি বাহন হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। আবার ঘোড়াকে মনোরঞ্জনের জন্যও পোষা হয়। আর এর গোশত খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমিষের চাহিদা মিটানো যায়। তবে ঘোড়া যুদ্ধে ব্যবহার হওয়ায় রাসূল (ছাঃ) সাময়িক এর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন। ৭ম হিজরী সনে আবার ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দেন। ফলে ছাহাবায়ে কেরাম ঘোড়ার গোশত খেয়েছেন। বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে ১৮টি হাদীছ বর্ণিত হওয়ায় মুহাদ্দিছগণ এর গোশতকে হালাল গণ্য করেছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের পাবনা যেলার বেড়া উপযেলায় কয়েকজন লোক মিলে ঘোড়া যবহ করে গোশত খেলে এলাকার কিছু মানুষ ঘোড়ার গোশত হালাল না হারাম এ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করে। এমনকি ঘোড়ার গোশত খাওয়া যুবকদের ঘর-বাড়ি ছাড়া করে। সেজন্য ঘোড়ার গোশত হালাল বা হারাম হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনার দাবী রাখে। নিম্নে এ বিষয়ে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে আলোচনা করা হ'ল।-

কুরআন থেকে দলীল : মুসলমানদের জন্য কেবল সে সকল প্রাণী হারাম যেগুলো হারাম হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) নির্দেশনা দিয়েছেন কিংবা শরী'আতে হারাম হওয়ার যে সূত্র বর্ণিত হয়েছে তার আওতাভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তদ্ভিন্ন সকল প্রাণীর গোশত মুসলমানদের জন্য হালাল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ– 'তুমি বলে দাও, আমার নিকট যেসব বিধান অহি করা হয়েছে, সেখানে ভক্ষণকারীর জন্য আমি কোন খাদ্য হারাম পাইনি যা সে ভক্ষণ করে, কেবল মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশত ব্যতীত। কেননা এগুলি নাপাক বস্তু এবং ঐ প্রাণী ব্যতীত, যা অবাধ্যতা বশে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর হয়ে বাধ্যগত অবস্থায় (জীবন রক্ষার্থে) তা খায় কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা ও সীমালংঘন ছাড়াই, (তার ব্যাপারে) আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আন'আম ৬/১৪৫)*।

হাদীছ থেকে দলীল : ঘোড়ার গোশত খাওয়ার ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে এখানে কয়েকটি উল্লেখিত হ'ল।-

১– عَنْ أَسْمَاءَ– قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلْنَاهُ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ–

(১) আসমা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে আমরা একটি ঘোড়া যবেহ করলাম এবং সেটি খেলাম। আর আমরা তখন মদীনায় ছিলাম।[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَأَكَلْنَاهُ نَحْنُ وَأَهْلُ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'উক্ত গোশত আমরা খেলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবারের সদস্যরাও খেয়েছিলেন।[২] আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, আসমা (রাঃ) বলেন, أَكَلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 'আমরা রাসূলুল্লাহ্র যুগে আমাদের একটি ঘোড়ার গোশত খেয়েছিলাম।[৩] ব্যাখ্যাকারগণ উল্লেখ করেন যে, মদীনায় হিজরতের পর ঘোড়ার গোশত খাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে কেউ যেন বলতে না পারে যে, জিহাদ ফরযের পর ঘোড়ার গোশত হারাম করা হয়েছে। আর নবীর যুগে বাক্যটি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কেউ যেন বলতে না পারে যে, ছাহাবায়ে কেরামের গোশত খাওয়ার বিষয়টি রাসূল (ছাঃ) জানতেন না।[৪]

২– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ–

(২) জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বারের (যুদ্ধের) দিন গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ 'আর ঘোড়ার গোশতের ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছে'।[৬]

৩– عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ،

(৩) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বারে আমরা ঘোড়া এবং বন্য গাধার গোশত খেয়েছি। পক্ষান্তরে নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন'।[৭]

---

১. *বুখারী হা/৫৫১১, ৫৫১৯; মুসলিম হা/১৯৪২।*
২. *তাবারানী কাবীর হা/২৩২।*
৩. *আহমাদ হা/২৬৯৭৫, সনদ ছহীহ।*
৪. *ফাতহুল বারী ৯/৬৪৯।*
৫. *বুখারী হা/৫৫২০; মুসলিম হা/১৯৪১।*
৬. *বুখারী হা/৪২১৯।*
৭. *মুসলিম হা/১৯৪১।*

٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، وَالْحَمِيرَ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ البِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ-

(৪) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বারের দিন আমরা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা যবহ করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে বারণ করলেন, কিন্তু ঘোড়ার গোশত খেতে নিষেধ করেননি।[৮] আর খায়বারের যুদ্ধ হয়েছিল সপ্তম হিজরীতে। এরপরে যদি ঘোড়ার গোশত হারাম করা হ'ত তাহ'লে ছাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই বর্ণনা করতেন।

ঘোড়ার গোশত সম্পর্কে তাবেঈগণের অভিমত : তাবেঈগণ থেকে ঘোড়ার গোশত হালাল হওয়ার ব্যাপারে বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

١- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْكُلُونَ لُحُومَ الْخَيْلِ فِي مَغَازِيهِمْ-

(১) হাসান বছরী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ যুদ্ধকালীন সময়ে ঘোড়ার গোশত খেতেন।[৯]

٢- عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَحَرَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ فَرَسًا فَقَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ

(২) ইবরাহীম নাখঈ বলেন, আব্দুল্লাহ্র সাথীরা ঘোড়া যবহ করেছিলেন এবং এর গোশত নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নিয়েছিলেন।[১০]

٣- عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَأْكُلُونَ الْخَيْلَ-

(৩) আত্বা বিন রাবাহ (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ পৌঁছেছে যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ঘোড়ার গোশত খেতেন।[১১]

٤- عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَمْ يَزَلْ سَلَفُكَ يَأْكُلُونَهُ قَالَ بن جُرَيْجٍ قُلْتُ لَهُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ-

(৪) আত্বা বিন রাবাহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমার পূর্ব পুরুষেরা ঘোড়ার গোশত খেয়ে আসছেন। ইবনু জুরাইজ বলেন, আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্র ছাহাবীগণ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[১২]

চার ইমামের অভিমত :

হানাফী মাযহাবের অবস্থান : হানাফী মাযহাবের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফার নিকট ঘোড়ার গোশত মাকরূহ। তবে তার প্রধান দুই শীষ্য আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা ঘোড়ার গোশতকে হালাল বলেছেন। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন, ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى كَرَاهَةِ أَكْلِ الْخَيْلِ وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ وَغَيْرُهُمَا. 'ইমাম আবু হানীফা ঘোড়ার গোশত খাওয়াকে মাকরূহ হওয়ার পক্ষে গিয়েছেন। কিন্তু তার দুই সাথীদ্বয় (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ) ও অন্যান্যরা বিরোধিতা করেছেন'।[১৩]

মালেকী মাযহাবের অবস্থান : মালেকী মাযহাবের বিদ্বানগণ তিনভাগে ভাগ হয়েছেন। একদল জায়েযের পক্ষে, আরেকদল মাকরূহের পক্ষে এবং অন্য দলটি হারামের পক্ষে। তবে ইমাম মালেক (রহঃ) ঘোড়ার গোশত না খাওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।[১৪]

মালেকী বিদ্বান ইমাম বাজী, হাত্তাব, খলীল ও অন্যান্যরা ঘোড়ার গোশত খাওয়াকে হালাল বলেছেন এবং যবহের ক্ষেত্রে গরুর মতই যবহ করতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৫]

শাফেঈ মাযহাবের অবস্থান : শাফেঈ মাযহাবের সকল বিদ্বান ঘোড়ার গোশতকে হালাল বলেছেন। ইমাম শাফেঈ (রাঃ) বলেন, كُلُّ مَا لَزِمَهُ اسْمُ الْخَيْلِ مِنَ الْعِرَابِ وَالْمَقَارِيفِ وَالْبَرَاذِينِ، فَأَكْلُهَا حَلَالٌ، 'ঘোড়ার নামে যা কিছু আছে, যেমন ইরাব, মাক্বারীফ ও বিরযান খাওয়া জায়েয'।[১৬]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِبَاحَةِ لُحُومِ الْخَيْلِ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ، 'ঘোড়ার গোশতের বৈধতার ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতপার্থক্য করেছেন। শাফেঈ মাযাহাব এবং পূর্ব ও পরের জমহূর বিদ্বানগণ ঘোড়ার গোশতকে হালাল মনে করেন এবং এর মধ্যে কোন অপসন্দনীয় কিছু নেই বলে উল্লেখ করেন'।[১৭]

হাম্বলী মাযহাবের অবস্থান : হাম্বলী মাযহাবের সর্বসম্মত মত হচ্ছে ঘোড়ার গোশত খাওয়া হালাল। তারা বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীছগুলো দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, وَتُبَاحُ لُحُومُ الْخَيْلِ كُلُّهَا عِرَابُهَا وَبَرَاذِينُهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، 'সকল ঘোড়া ও তাদের বাচ্চাদের গোশত জায়েয। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর উপরেই দলীল গ্রহণ করেছেন'।[১৮]

---

৮. আবূদাঊদ হা/৩৭৮৯; আহমাদ হা/১৪৮৮৩; ছহীহাহ হা/৩৫৯-এর আলোচনা।
৯. ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৪৩১২।
১০. ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৪৩১২; মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/৮৭৩২।
১১. মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/৮৭৩৩।
১২. ফাতহুল বারী ৯/৬৫০; নায়লুল আওতার ৮/১২৬।
১৩. কুদূরী ২/১৮৫; ফাতহুল বারী ৯/৬৫০।
১৪. শরহুয যারকানী আলা মুয়াত্তা ৩/১৯৩।
১৫. মাওয়াহিবুল জলীল ৩/২২০।
১৬. কিতাবুল উম্ম ২/২৭৫।
১৭. শরহুন নববী ১৩/৯৫।
১৮. আল-মুগনী ৯/৪১১।

বিদ্বানগণের অভিমত :

১. ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, وَأَمَّا فُتْيَا الْعُلَمَاءِ بِأَكْلِ الْفَرَسِ فَتَكَادُ أَنْ تَكُونَ إِجْمَاعًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَمَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ كَرَاهَةَ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ إِلَّا رِوَايَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا تَصِحُّ؛ 'ঘোড়ার গোশত খাওয়ার ব্যাপারে আলেমদের ফৎওয়াগুলো প্রায় সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত। আমরা আগে যা উল্লেখ করেছি তার উপর ভিত্তি করে এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক একটি বর্ণনা ব্যতীত যা বিশুদ্ধ নয় পূর্বসূরীদের মধ্যে কেউ ঘোড়ার গোশত খাওয়াকে অপসন্দ করতেন বলে আমরা জানি না'।[১৯] তিনি অন্যত্র বলেন, وحلالٌ أكلُ الخَيلِ، 'ঘোড়ার গোশত খাওয়া হালাল'।[২০]

২. ইমাম নববী (রহঃ) ঘোড়ার গোশতের বৈধতার দীর্ঘ বর্ণনা শেষে বলেন, قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ حَلَالٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ 'আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমাদের মাযহাব হচ্ছে এটা হালাল, এর মধ্যে কোন অপসন্দনীয় বিষয় নেই। এরপর তিনি বহু ছাহাবী ও তাবেঈর নাম উল্লেখ করেন, যারা ঘোড়ার গোশতকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন'।[২১]

৩. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وَقَدْ نَقَلَ الْحِلَّ بَعْضُ التَّابِعِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءِ أحد، 'বেশ কিছু তাবেঈ ছাহাবীগণ থেকে কাউকে বাদ না দিয়ে সবার থেকে ঘোড়ার গোশত হালাল হওয়ার বিবৃতি বর্ণনা করেছেন'।[২২]

৪. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ولم يثبُتْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه حَرَّمَ لحمَ الخَيلِ في حديثٍ صَحيحٍ، 'কোন একটি ছহীহ হাদীছেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ঘোড়ার গোশত হারাম হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়নি'।[২৩] ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, هِيَ حَلَالٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ: كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَامَّةِ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ، 'ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও আবু হানীফার সাথীদ্বয়সহ সকল হাদীছের ফক্বীহদের নিকট ঘোড়ার গোশত হালাল'।[২৪]

৫. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, وَثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، وَنَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، 'রাসূলুল্লাহ থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি এ সংক্রান্ত দু'টি হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, وَالْحَدِيثَانِ فِي حِلِّهَا صَحِيحَانِ لَا مُعَارِضَ لَهُمَا 'হাদীছ দু'টি ঘোড়ার গোশত হালাল হওয়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত। এ দু'টোর বিরোধী কোন বর্ণনা নেই'।[২৫]

৬. শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, لحم الخيل مباح هذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، 'ঘোড়ার গোশত হালাল। এর উপরেই জমহূর বিদ্বানগণের ফৎওয়া। আর এটাই সঠিক। আর নবী করীম (ছাঃ) ঘোড়ার গোশতের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন'।[২৬]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, শায়খকে ঘোড়ার গোশত হালাল হওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি হালাল উত্তর দিয়ে হারামের পক্ষে উপস্থাপিত দলীলগুলোর কড়া জওয়াব দেন।[২৭]

ফাতাওয়া লাজনা দায়েমায় বলা হয়েছে, لا يخفى أن الخيل يباح أكلها على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب ومن وافقهم من أهل العلم، 'এটা কোন গোপন বিষয় নয় যে, মাযহাবের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ঘোড়ার গোশত খাওয়া জায়েয এবং এটিই আমাদের সাথীগণ এবং আলেমদের মধ্যে যারা তাদের সাথে একমত তাদের মতামত'।[২৮]

ঘোড়ার গোশত হারাম হওয়ার পক্ষে পেশকৃত দলীল সমূহ ও তার জওয়াব :

১. আল্লাহ্র বাণী : وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ، 'তোমাদের আরোহণ ও শোভা বর্ধনের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা *(নাহল ১৬/৮)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টির দু'টি উদ্দেশ্য আলোচনা করেছেন আর তা হচ্ছে আরোহণ ও শোভাবর্ধন। আল্লাহ খাওয়ার জন্য ঘোড়া সৃষ্টি করেননি। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) খচ্চর ও গাধার গোশত হারাম করেছেন। আর ঘোড়ার কথা আল্লাহ ঐ দু'টির সাথেই উল্লেখ করেছেন।

জবাব : প্রথমত: সূরা নাহল মাক্কী আর ঘোড়ার গোশত হালালের বিষয়টি সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত খায়বার যুদ্ধের সময় রুখছত দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত।

দ্বিতীয়ত : এই যুক্তি তখনই গ্রহণযোগ্য হ'ত যদি না স্পষ্ট হাদীছ থাকত। কারণ হাদীছ হচ্ছে কুরআনের তাফসীর। অতএব উক্ত যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

---

১৯. মুহাল্লা ৬/৮৩।
২০. মুহাল্লা ৬/৮৮।
২১. আল-মাজমূ' ৯/০৪।
২২. ফাতহুল বারী ৯/৬৫০।
২৩. জামেউল মাসায়েল ৪/৩৪৩।
২৪. মাজমূউল ফাতাওয়া ৩৫/২০৮।
২৫. যাদুল মা'আদ ৪/৩৪৩-৪৪।
২৬. ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব।
২৭. আশ-শারহুল মুমতে' ১৫/২৮,৩০।
২৮. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৬/১৮৮।

তৃতীয়ত : বাহন হিসাবে উল্লেখ করার অর্থ এটা নয় যে, এ প্রাণীগুলো অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে এগুলো সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাহন এবং শোভাবর্ধন। যেমন জনৈক লোক গরুকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করলে গরু রাসূলের নিকট অভিযোগ করে। এমনকি গরুটি বলে 'আমাকে তো এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমার সৃষ্টি তো হাল-চাষ করার জন্য'।[২৯] এরপরেও কিন্তু গরু যবহ করা, কুরবানী দেওয়া ইত্যাদি জায়েয। অনুরূপভাবে উট বাহন হ'লেও তার গোশত হালাল।

২. আল্লাহ্‌র বাণী, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ، 'আর তোমরা কাফেরদের মুকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখ, যা দিয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের ভীত করবে' *(আনফাল ৮/৬০)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াকে যুদ্ধের পশু হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অতএব ঘোড়া যবেহ করে খাওয়া যাবে না।

জবাব : প্রথমত: কোন পশুকে যুদ্ধের পশু হিসাবে উল্লেখ করা তার গোশত হারাম হওয়ার দলীল নয়। বরং ঘোড়াও অন্যতম গবাদি পশু, যার দ্বারা বহু উপকার গ্রহণ করা যায়। আল্লাহ বলেন, أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ 'আর তোমাদের জন্য গবাদিপশু হালাল করা হয়েছে। তবে যেগুলি (হারাম হওয়া) বিষয়ে তোমাদের উপর পাঠ করা হয়েছে (সেগুলি ব্যতীত)' *(মায়েদাহ ৫/০১)*।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তা'আলা যে প্রাণীর গোশত সরাসরি হারাম করেননি তা হারাম করার কারো অধিকার নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি বলে দাও, আমার নিকট যেসব বিধান অহি করা হয়েছে, সেখানে ভক্ষণকারীর জন্য আমি কোন খাদ্য হারাম পাইনি যা সে ভক্ষণ করে, কেবল মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশত ব্যতীত। কেননা এগুলি নাপাক বস্তু এবং ঐ প্রাণী ব্যতীত, যা অবাধ্যতা বশে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর হয়ে বাধ্যগত অবস্থায় (জীবন রক্ষার্থে) তা খায় কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা ও সীমালংঘন ছাড়াই, (তার ব্যাপারে) আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(আন'আম ৬/১৪৫)*।

(৩) খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন'।[৩০]

জবাব : প্রথমত : উক্ত হাদীছের সনদ নিতান্তই যঈফ।[৩১] যা আমলযোগ্য নয়। **দ্বিতীয়ত :** ইমাম আবূদাউদ (রহঃ) উক্ত হাদীছ বর্ণনার পর বলেন, ঘোড়ার গোশত খাওয়া দোষের কিছু নয় এবং উপরোক্ত হাদীছ মোতাবেক আমল করা হয় না।

তৃতীয়ত : এটি বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ দ্বারা মানসূখ। ইমাম আবূদউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ মানসূখ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একদল ছাহাবী ঘোড়ার গোশত খেয়েছেন। ইবনু যুবায়র, ফাযালাহ ইবনু উবাইদ, আনাস ইবনু মালেক, আসমা বিনতু আবূবকর, সুওয়াইদ ইবনু গাফলাহ (রহঃ) ও আলকামাহ (রহঃ) তাদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে কুরাইশগণ ঘোড়া যবহ করতেন।[৩২]

(৪) খালিদ ইবনুর ওয়ালিদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে যোগদান করেছি। ইহুদীরা এসে অভিযোগ করল যে, লোকেরা তাড়াহুড়া করে তাদের বাঁধা পশুগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সাবধান! যে কাফেররা তোমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় ন্যায়সংগত অধিকার ছাড়া তাদের মাল আত্মসাৎ করা বৈধ নয়। তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে গৃহপালিত গাধা, ঘোড়া, খচ্চর, প্রত্যেক শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু এবং প্রত্যেক পাঞ্জাধারী শিকারী পাখী।[৩৩]

জবাব : প্রথমত: হাদীছের সনদ যঈফ, যা গ্রহণযোগ্য নয়।[৩৪]
দ্বিতীয়ত: খালিদ বিন ওয়ালীদের ওপর এটা বড়ই অপবাদ। কারণ খালিদ বিন ওয়ালীদ খায়বার বিজয়েরও এক বছর পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩৫] আল্লামা ওয়াক্বেদী বলেন, لَا يَصِحُّ هَذَا لِأَنَّ خَالِدًا أَسْلَمَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ، 'এটা ছহীহ নয়; কারণ খালিদ ইসলাম গ্রহণ করেছেন খায়বার বিজয়ের পর'।[৩৬]

উপসংহার : হালাল বা হারাম নির্ণয়ের মানদণ্ড হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ যে বস্তু বা প্রাণীকে হারাম করেছে কেবল সেগুলো হারাম। হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসাবে জানা ঈমানের অন্যতম অংশ। অতএব ঘোড়ার গোশত খাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুমতি দিয়েছেন এবং ছাহাবায়ে কেরাম খেয়েছেন। ফলে তাকে হারাম বলার কোন সুযোগ নেই। তবে যদি ঘোড়ার যোগান পর্যাপ্ত না থাকে বা যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রয়োজন দেখা দেয় তাহ'লে সে অজুহাতে ঘোড়া যবেহ থেকে বিরত থাকা যায়। তাই বলে হালালকে হারাম বলার অধিকার কারো নেই। তবে এ কথাও সত্য যে, কোন জাতি কোন বিষয়ে অজানা থাকলে বা কোন বৈধ এবং যৌক্তিক কাজ করার ফলে সমাজে ফিৎনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকলে সে কাজ থেকে সাময়িক বিরত থাকা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

২৯. মুসলিম হা/২৩৮৮; তিরমিযী হা/৩৬৭৭।
৩০. আবূদাউদ হা/৩৭৯০; মিশকাত হা/৪১৩০।
৩১. যঈফুল জামে' হা/৬০৩৪।
৩২. আবূদাউদ হা/৩৭৯০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৩৩. আবূদাউদ হা/৩৮০৬।
৩৪. যঈফাহ হা/৩৯০২।
৩৫. বুখারী হা/৫৫১১, ৫৫১৯; মুসলিম হা/১৯৪২।
৩৬. যঈফাহ ৮/৩৭৬।

কুরআন নিয়ে চিন্তা করব কিভাবে?

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫. কুরআনের উপমা-উদাহরণ নিয়ে চিন্তা করা :

মানুষকে কোন উদাহরণ দিয়ে বুঝালে সে খুব ভালোভাবে সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কোন কথা সোজাসাপটা বললে মানুষ যতটা না উপলব্ধি করতে পারে, একই কথা উদাহরণ দিয়ে বুঝালে তদপেক্ষা অধিক উপলব্ধি করতে পারে। এজন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অসংখ্য উদাহরণ-উপমা দিয়েছেন, যেন আকলভেদে সকল পর্যায়ের মানুষ তার বাণীর মর্ম অনুধাবন করতে পারে। আল্লাহ্র উপস্থাপিত এই দৃষ্টান্ত ও উদারহণকে বলা হয় 'আমছালুল কুরআন' (أَمْثَالُ الْقُرْآنِ) বা কুরআনের দৃষ্টান্ত সমূহ। যেমন আল্লাহ বলেছেন, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ– 'আমরা এই কুরআনে মানুষের জন্য সকল প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(যুমার ৩৯/২৭)*। অর্থাৎ মানুষ যেন এই দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ– 'আর আমরা এইসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা করে' *(হাশর ৫৯/২১)*। বোঝা গেল যে, আল্লাহ মানবজাতিকে উপদেশ দেওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনে অসংখ্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা চিন্তা-ভাবনা ছাড়া এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয় না। সেজন্য সালাফগণ 'আমছালুল কুরআন' বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। এখানে সংক্ষেপে দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করা হ'ল-

(১) আল্লাহ বলেন, ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ– 'আল্লাহ (তোমাদের জন্য) একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। (যেমন) একটি গোলামের মালিক অনেকজন, যারা নানা মতের। আরেকটি গোলামের মালিক মাত্র একজন। এই দুই গোলামের অবস্থা কি সমান? আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা। কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা জানে না' *(যুমার ৩৯/২৯)*। অত্র আয়াতেও আল্লাহ দু'জন ব্যক্তির উদাহরণ দিয়েছেন। যাদের একজন একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করে নিরাপত্তা লাভ করেছেন। অপরজন বহু উপাস্যের ইবাদত করতে গিয়ে দিকভ্রান্ত হয়েছে। জ্ঞান ও নিরাপত্তার দিক থেকে এই দু'ব্যক্তি কি সমান? মূলত বহু উপাস্যের গোলাম ও এক আল্লাহ্র গোলাম কখনোই এক নয়।

(২) আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ– 'যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়। সে (নিজের নিরাপত্তার জন্য) ঘর তৈরী করে। অথচ ঘর সমূহের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো সবচেয়ে দুর্বল। যদি তারা জানত। আল্লাহকে ছেড়ে তারা যা কিছুকে আহ্বান করে, আল্লাহ তা জানেন। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। মানুষের জন্য আমরা এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি। অথচ তা কেউই বুঝে না জ্ঞানীরা ব্যতীত' *(আনকাবূত ২৯/৪১-৪৩)*। এখানে মহান আল্লাহ মুশরিকদের পূজিত মূর্তি-প্রতিমাগুলোকে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করেছেন। মাকড়সার জাল যেমন অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে বাতাসের ঝাপটা থেকে মাকড়সাকে রক্ষা করতে পারে না, ঠিক তেমনি তাদের মূর্তিগুলো তাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। অবশেষে পূজারী ও পূজিত উভয়কে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলে দিলেন, যারা আল্লাহ্র মর্যাদা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না, কেবল তারাই আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ করতে পারে।

এভাবে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য উপমা দেওয়া হয়েছে, যাতে বান্দার চিন্তার দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং সে আল্লাহ্র কালামের মর্ম ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে। সালাফগণ কুরআন পাঠের প্রাক্কালে যখনই কোন উপমা ও দৃষ্টান্ত পেতেন, সেটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। সেই উপমার মর্ম অনুধাবনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতেন। আর বুঝতে না পারলে কান্নাকাটি করে বলতেন, 'হায়! আমি এখনো জ্ঞানী হ'তে পারিনি'। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'জ্ঞানীরা ব্যতীত কেউ তা (কুরআন) বুঝতে পারে না' *(আনকাবূত ২৯/৪৩)*।[১]

৬. কুরআনে বর্ণিত কাহিনী নিয়ে চিন্তা করা :

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নবী-রাসূলের কাহিনী এবং পূর্ববর্তী মানুষের ঘটনা-প্রবাহ আলোকপাত করেছেন, যেন মানুষ এগুলোর বিষয়বস্তু অনুধাবন করে শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করতে পারে। কারণ মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী নবীদের কষ্টভোগ ও ধৈর্য ধারণের কাহিনী বর্ণনা করে তাঁর রাসূলের হৃদয়কে দৃঢ় করেছেন। যেমন সূরা হূদে মহান আল্লাহ ছয় জন নবী-রাসূলের কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، 'বিগত রাসূলগণের বৃত্তান্ত সমূহ থেকে আমরা তোমার নিকট বিবৃত করলাম। যার দ্বারা

* এমফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাত ১/১৩৮।

আমরা তোমার চিত্তকে দৃঢ় করতে চাই। এর মাধ্যমে তোমার নিকটে এসে গেছে সত্য এবং বিশ্বাসীগণের নিকটে উপদেশ ও শিক্ষণীয় বাণী সমূহ' *(হূদ ১১/১২০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 'অতএব এদের কাহিনী বর্ণনা কর যাতে তারা চিন্তা করে' *(আ'রাফ ৭/১৭৫-১৭৬)*।

কুরআনে এমন কোন কাহিনী বর্ণিত হয়নি, যেখানে আমাদের জন্য কোন শিক্ষণীয় বিষয় নেই। একটু চিন্তা করলেই নিজের জন্য কোন না কোন উপদেশ আমরা লাভ করতে পারি। যেমন- সূরা ইউসুফে আলোচিত আযীযে মিসরের স্ত্রী ও সূরা ক্বাছাছে বর্ণিত শু'আইব (আঃ)-এর দুই মেয়ের বিপরীতমুখী কাহিনীতে বড় ধরনের শিক্ষা রয়েছে। বিশেষ করে বর্তমানের ফেৎনার পরিবেশে। অধুনা সমাজে রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের উপস্থিতি অহরহ। পুরুষের ভিড় ঠেলে বুক উঠিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া নারীদের সংখ্যা কম নয়। আবার নিজেকে গুটিয়ে একেবারে জড়োসড়ো হয়ে হাঁটা-চলা নারী যে নেই- এমনটিও নয়। কোন পুরুষ যদি রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে বের হন, তবে তিনি দুই ধরনের নারীই দেখতে পাবেন।

১. সে সকল নারী, যাদের অবস্থা ইউসুফ (আঃ)-এর যুগের আযীযে মিসরের স্ত্রীর মতো, যে নারী ইউসুফ (আঃ)-কে ব্যভিচারের দিকে আহ্বান করে বলেছিল, هَيْتَ لَكَ 'কাছে এসো!' *(ইউসুফ ১২/২৩)*। বর্তমান যুগের অধিকাংশ নারী আযীযে মিসরের স্ত্রীর রোগে আক্রান্ত। তারা টাইটফিট জামায় সজ্জিত হয়ে এবং গায়ে সুগন্ধি মেখে রাস্তায় নামে, শপিংয়ে বের হয়। তাদের অবস্থা ও দেহের অঙ্গভঙ্গি যেন আযীযে মিসরের স্ত্রীর কণ্ঠ হয়ে বলছে, هَيْتَ لَكَ 'কাছে এসো!'।

২. সে সকল নারী, যাদের অবস্থা মাদায়েনে বসবাসকারী শু'আইব (আঃ)-এর দুই মেয়ের মত, যাদের মূসা (আঃ) সাহায্য করেছিলেন। যারা পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে নিজেদেরকে ঢিলেঢালা কাপড়ে আড়াল করে বাইরে বের হয়। তাদের অবস্থা যেন শু'আইব (আঃ)-এর দুই মেয়ের কণ্ঠ হয়ে বলছে, لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ 'আমরা পানি পান করাতে পারছি না যতক্ষণ না রাখালরা সরে যায়। অথচ আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ' *(ক্বাছাছ ২৮/২৩)*।

প্রথম দলের নারীদের সাথে সেইরূপ আচরণ করতে হবে, যে আচরণ ইউসুফ (আঃ) আযীযে মিসরের স্ত্রীর সাথে করেছিলেন। অর্থাৎ নিজের চোখ ও লজ্জাস্থানকে হেফাযতের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

আর দ্বিতীয় দলের নারীদের সাথে সেই আচরণই করতে হবে, যে আচরণ মূসা (আঃ) মাদায়েনের দুই নারীর সাথে করেছিলেন। অর্থাৎ তাদের প্রয়োজনে শারঈ গণ্ডির ভিতরে থেকে এগিয়ে যেতে হবে এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

৭. কুরআনের আহ্বান নিয়ে চিন্তা করা :

কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল এর আহ্বান নিয়ে ভাবা। কারণ আল্লাহ মুমিন বান্দাদের কোন আদেশ-নিষেধ করার আগে তাদেরকে স্নেহভরে ডাক দেন, তারপর নির্দেশনা প্রদান করেন। অনুরূপভাবে কাফের-মুশরিকদেরও আহ্বান করে আল্লাহ তাদের বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক-সাবধান করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, যখন তুমি আল্লাহ্র কিতাবে এই আহ্বান শুনবে, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 'হে ঈমানদারগণ!' তখন তোমান কান সেই দিকে নিবিষ্ট কর। কেননা এটাই তোমার জন্য সর্বোত্তম নির্দেশনা, যার মাধ্যমে তোমাকে কল্যাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং অকল্যাণ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছে'।[২]

বান্দা যখন কুরআনের আহ্বান নিয়ে চিন্তা করবে, তখন তার মনে হবে যেন আল্লাহ তাকে আহ্বান করে কথা বলছেন। ফলে সে আল্লাহ্র কালামকে আরো গভীরভাবে অনুভব করবে এবং উপভোগ করবে এক অপার্থিব সুখ। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী (রহঃ) বলেন, مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ فَكَأَنَّمَا كَلَّمَهُ اللهُ وَإِذَا قَدَّرَ ذَلِكَ لَمْ يَتَّخِذْ دِرَاسَةَ الْقُرْآنِ عَمَلَهُ بَلْ يَقْرَؤُهُ كَمَا يَقْرَأُ الْعَبْدُ كِتَابَ مَوْلَاهُ الَّذِي كَتَبَهُ إِلَيْهِ لِيَتَأَمَّلَهُ وَيَعْمَلَ بِمُقْتَضَاهُ 'কুরআন যার কাছে পৌঁছেছে, তার সাথে যেন স্বয়ং আল্লাহ কথা বলছেন। আল্লাহ যদি কারো ভাগ্যে এটা নির্ধারণ করেন, তিনি কুরআন অধ্যয়নকে স্রেফ আমল হিসাবে গ্রহণ করবেন না; বরং তিনি এমনভাবে কুরআন পাঠ করবেন– যেভাবে গোলাম তার মনিবের চিঠি পাঠ করে, যেই চিঠিটা মনিব তাকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছে যেন সে এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর চাহিদা অনুযায়ী আমল করে'।[৩]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إذا أردتَ الانتفاعَ بالقرآن فاجمعْ قلبك عند تلاوته وسماعه، وألْقِ سمعَك، واحضُرْ حُضورَ من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه؛ فإنه خطابٌ منه لك على لسان رسوله، 'যদি তুমি কুরআনের মাধ্যমে উপকৃত হ'তে চাও, তবে কুরআন তেলাওয়াতের প্রাক্কালে ও শ্রবণের সময় তোমার হৃদয়কে নিবিষ্ট কর। কান পেতে থাক। যে সত্তা এই কুরআনের মাধ্যমে কথা বলেছেন তার সামনে সম্বোধিত ব্যক্তির মতো

২. *সুনানু সাঈদ ইবনে মানছুর হা/৫০, ১/২১১, সনদ যঈফ।*
৩. *গাযালী, ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন ১/২৮৫; তাফসীরে ছা'আলাবী (আল-জাওয়াহিরুল হাস্সান ফী তাফসীরিল কুরআন) ২/৪৫২।*

উপস্থিত থাক। কেননা তিনি রাসূলের যবানে এর মাধ্যমে তোমাকেই সম্বোধন করেছেন'।[৪] সালম আল-খাওয়ায (রহঃ) নিজেকে সম্বোধন করে বলেন, يَا نَفْسُ، اقْرَئِي القُرْآنَ كَأَنَّكِ سَمِعْتِيْهِ مِنَ اللهِ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ، فَجَاءتِ الحَلَاوَةُ، 'হে আত্মা! কুরআন এমনভাবে পাঠ কর, যেন তুমি আল্লাহ্র কাছ থেকেই তা শ্রবণ করছ। তবেই তেলাওয়াতের স্বাদ পাওয়া যাবে'।[৫]

বান্দা যখন এই অনুভূতিতে তেলাওয়াত করবে যে, আমি আমার সৃষ্টিকর্তার কালাম আমার যবান দিয়ে পাঠ করছি, তাঁর কথামালা আমি আমার কণ্ঠে উচ্চারণ করছি। এই অনুভূতি তার হৃদয়ে যদি মযবূত হয়, তবে তার মনে হবে আল্লাহ যেন তাকে উদ্দেশ্য করেই কুরআন নাযিল করেছেন। ফলে তার তেলাওয়াতের সৌন্দর্য কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ، الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ، حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللهَ 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কণ্ঠের তেলাওয়াতকারী সেই ব্যক্তি, যার তেলাওয়াত শুনে তোমাদের মনে হবে যে, সে আল্লাহ ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত (হয়ে তেলাওয়াত করছে)'।[৬] ইসহাক্ব ইবনে ইবরাহীম (আঃ) বলেন, كَانَتْ قِرَاءَتُهُ [الفُضَيْلِ] حَزِيْنَةً، شَهِيَّةً، بَطِيئَةً، مُتَرَسِّلَةً، كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ إِنْسَانًا، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ، يُرَدِّدُ فِيْهَا، 'ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) দুঃখভরা কণ্ঠে, প্রবল অনুরাগ নিয়ে এবং ধীরে ধীরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। মনে হ'ত যেন তিনি কোন মানুষকে সম্বোধন করে কিছু বলছেন। যখন জান্নাতের আলোচেনা আসত, তখন সেই আয়াত বারবার তেলাওয়াত করতেন'।[৭]

আমরা কুরআন অনুধাবনে ব্যর্থ কেন?

কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ছিল সালাফে ছালেহীনের নিত্যদিনের আমল। তাদাব্বুর বা চিন্তা-ভাবনা ছাড়া তারা কুরআন তেলওয়াতের কথা কল্পনাই করতে পারতেন না। এজন্য যখনই তারা কুরআনের সামনে বসতেন, তাদের চেহারার রং পাল্টে যেত। শোনা যেত শুধু কান্নার আওয়াজ, কুরআনের বাণী কেড়ে নিত তাদের ঘুম। কিন্তু আমরা কেন সালাফদের মতো কুরআনের মাধ্যমে প্রভাবিত হ'তে পারি না? কেন কুরআনের আয়াত আমাদের অন্তরজগতে কোন প্রভাব ফেলে না? কেনইবা তাদাব্বুরে কুরআন থেকে আমরা নিত্যদিন গাফেল থাকি? অথচ মালিক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেছেন, أقسم لكم، لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه 'আমি তোমাদেরকে কসম করে বলতে পারি, যে বান্দা কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে, কুরআনের মাধ্যমে তার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হবেই'।[৮] কিন্তু আমাদের অন্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় না কেন? এর কারণ উল্লেখ করে শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, اعلم أنك كلما حجبت عن فهم كلام الله فإنما ذلك من معاصٍ تراكمت على قلبك، وإلا لو كان قلبك نقياً وصافياً لرأيت أن كلام الله تعالى أعظم الكلام، 'মনে রাখবেন! যদি আল্লাহ্র কালাম অনুধাবন করতে আপনার অসুবিধা হয়, তাহ'লে সেটা আপনার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত পাপের কারণেই হয়েছে। কারণ আপনার হৃদয়টা যদি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহ'লে দেখতে পাবেন আল্লাহ্র কালাম কতই না মহান'।[৯]

অতএব যিনি নিজের হৃদয়কে পাপের ময়লা থেকে পরিষ্কার রাখতে পারেন, তিনি যথাযথভাবে কুরআন অনুধাবন করতে পারেন, এর অমিয় স্বাদ আস্বাদন করতে পরেন। ফলে কুরআনের মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়ার জন্য তাকে অন্যের আবেগঘন কুরআন তেলাওয়াত শুনতে হয় না, ক্বারীর কান্না শুনে অন্তর নরম করা লাগে না; বরং হৃদয় নিজেই বিনম্র হয় কুরআনের বাণীতে।

কুরআন অনুধাবন করতে না পারার আরেকটি কারণ হ'ল নিয়মিত কুরআনের জন্য সময় বরাদ্দ না রাখা। আমরা অনেকেই কুরআন তেলাওয়াতে খুবই অনিয়মিত। আবার অনেকে তেলাওয়াত করলেও অনুধাবনের মানসিকতা নিয়ে তেলাওয়াত করি না। ফলে শুধু শব্দ তেলাওয়াত করা হয়, কিন্তু আয়াতের তাৎপর্য ও মর্মের গভীরে প্রবেশ করা হয় না। ফলশ্রুতিতে কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্কটা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। পাপ থেকে বিরত থাকার যথার্থ প্রচেষ্টা থাকে না। হাসান ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَرْدَعْهُ الْقُرْآنُ وَالْمَوْتُ، ثُمَّ تَنَاطَحَتِ الْجِبَالُ بَيْنَ يَدَيْهِ، لَمْ يَرْتَدِعْ، 'কুরআনের তেলাওয়াত ও মৃত্যুর স্মরণ যাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে পারে না, তার সামনে একটার সাথে আরেকটা পাহাড় ধাক্কা লাগলেও সে আর বিরত হবে না'।[১০] সুতরাং জীবনকে বরকতমণ্ডিত ও আখেরাতমুখী করার জন্য নিয়মিত কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। কুরআন অনুধাবনের নিমিত্তে একটা সময় নির্ধারণ করা কর্তব্য। মহান আল্লাহ আমাদের চিন্তা-ভাবনা করে কুরআন তেলাওয়াত করার এবং তদনুযায়ী আমল করে সার্বিক জীবন পরিচালনা করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ ১/৩।
৫. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/১৮০।
৬. ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৯, সনদ ছহীহ।
৭. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৪২৮।
৮. ইবনু রজব হাম্বলী, আয-যিল্লু ওয়াল ইনকিসার, পৃ.২৯৮।
৯. ওছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী, ৩১/২।
১০. খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ৮/৩১০।

সীমান্তে হত্যা : বন্ধ হবে কবে?

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

১লা সেপ্টেম্বর রোববার। সময় রাত ৯-টা। ভারতের ত্রিপুরায় থাকা ভাইকে দেখতে মা সঞ্জিতা রাণী দাসের সঙ্গে রওয়ানা হয় ১৪ বছরের কিশোরী স্বর্ণা দাস। মৌলভীবাজার যেলার কুলাউড়া উপযেলার লালারচক সীমান্ত দিয়ে স্থানীয় দুই দালালের সহযোগিতায় সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছিল তারা। কাঁটাতারের বেড়ার নিকটবর্তী হ'তেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী 'বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স' (বিএসএফ) গুলি চালায় তাদের উপর। এতে কিশোরী স্বর্ণা দাস (১৪) মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়। নিহত স্বর্ণা মৌলভীবাজার যেলার জুড়ী উপযেলার পশ্চিম জুড়ী ইউনিয়নের কালনীগড় গ্রামের বাসিন্দা পরেন্দ্র দাসের মেয়ে। সে স্থানীয় নিরোদ বিহারী উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

এর মাত্র সাত দিনের মাথায় ৮ই সেপ্টেম্বর দিবাগত গভীর রাতে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত যেলা ঠাকুরগাঁওয়ে। যেলার বালিয়াডাঙ্গী উপযেলার ধনতলা সীমান্ত এলাকার ৩৯৩ নম্বর মেইন পিলার এলাকা দিয়ে স্থানীয় দালালের সহযোগিতায় কয়েকজন সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টাকালে বিএসএফের ডিঙ্গাপাড়া ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে কিশোর জয়ন্ত (১৫) ঘটনাস্থলেই মারা যায়। বিএসএফ সদস্যরা তার লাশ নিয়ে যান। গুলিতে জয়ন্তের বাবা মহাদেব কুমার সিংহ ও স্থানীয় অপর ব্যক্তি দরবার আলীও আহত হন। তাছাড়া আগষ্ট'২৪ মাসে নিহত হয় ৩ জন ও আহত হয় ৩ জন।

চলতি (সেপ্টেম্বর'২৪) মাসের শুরুর দিকে মাত্র ৭ দিনের ব্যবধানে বিএসএফ কর্তৃক দুই বাংলাদেশী কিশোর-কিশোরীর এই নির্মম হত্যাকাণ্ড এক যুগ পূর্বে সংঘটিত আরেক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের শিকার কিশোরী ফেলানীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ২০১১ সালের ৭ই জানুয়ারী ভোরে কুয়াশাঢাকা আলো-আঁধারিতে মই দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া পার হওয়ার সময় ১৫ বছর বয়সী ফেলানী খাতুনকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করে বিএসএফ। ফেলানী কুড়িগ্রামের অনন্তপুর সীমান্ত দিয়ে তার পিতার সঙ্গে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরছিল। পিতা নূরুল ইসলাম কুড়িগ্রাম যেলার নাগেশ্বরী উপযেলার রামখানা ইউনিয়নের কলোনীটারী গ্রামের বাসিন্দা। থাকতেন আসামের বঙ্গাইগাঁও এলাকায়। সেখানে কাজ করতেন একটি ইট ভাটায়। ফেলানীও কাজ করত গৃহকর্মীর। বাংলাদেশে নিজ খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় ফেলানীর। সে উপলক্ষেই দেশে ফেরা। মইয়ের সামনে ছিল বাবা, পিছনে মেয়ে। এ সময় বিএসএফ টের পেয়ে গুলি ছুড়ে। এতে ফেলানীর বাবা বেঁচে গেলেও গুলিবিদ্ধ হয়ে কাঁটাতারে আটকে যায় কিশোরী ফেলানী। সে ছটফট করে পানি পানি বলে চিৎকার করতে থাকে। কিন্তু কেউ পানি নিয়ে এগিয়ে যায়নি। অবশেষে কাঁটাতারে ঝুলন্ত অবস্থায় নির্মমভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ফেলানী। প্রায় ৫ ঘণ্টা কাঁটাতারে ঝুলে থাকে তার লাশ। ভেঙ্গে যায় ফেলানীর স্বপ্ন। এ ঘটনায় তোলপাড় হয় সারা বিশ্বে। নিন্দার ঝড় ওঠে সর্বত্র। আদালতে মামলাও হয়। কিন্তু এখনো বিচার পায়নি ফেলানীর পরিবার।

শুধু কিশোরী ফেলানী, স্বর্ণা বা কিশোর জয়ন্ত নয়, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বাংলাদেশের মানুষকে সীমান্তে গুলি বা নির্যাতন করে হত্যা করছে প্রতিনিয়ত। পরস্পর বন্ধুত্বের (?) দাবীদার দুই দেশের সীমান্তে একটি দেশ কর্তৃক নিয়মিতভাবে অন্য দেশের নাগরিককে পাখির মত গুলি করে হত্যা করার ঘটনা বিশ্বে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এতে বুঝা যায়, মুখে বন্ধুত্বের বুলি আওড়ালেও অন্তরে কেবলই স্বার্থপরতা ও কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা। নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানই যার জাজ্বল্য উদাহরণ।-

বেসরকারী মানবাধিকার সংস্থা 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' (আসক)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত বিএসএফের গুলিতে ও নির্যাতনে অন্তত ৬০৭ জন বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে। অপর মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'-এর মতে এ সংখ্যা ৫৮২ এবং এ সময়ে আহত হয়েছেন ৭৬১ জন। 'অধিকার'-এর দেয়া তথ্যানুযায়ী ২০০০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ২০১২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১০৬৪ জন বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে বিএসএফ। অন্য একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সীমান্তে ৩১২ বার হামলা চালানো হয়েছে। এতে ১২৪ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৯৯৬ সালে ১৩০টি হামলায় ১৩ জন, ১৯৯৭ সালে ৩৯টি হামলায় ১১জন, ১৯৯৮ সালে ৫৬টি হামলায় ২৩ জন, ১৯৯৯ সালে ৪৩টি ঘটনায় ৩৩ জন ও ২০০০ সালে ৪২টি হামলায় ৩৯ জন নিহত হন। 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী একুশ শতকের প্রথম দশকে বিএসএফের গুলি ও নির্যাতনে প্রাণ হারিয়েছে সহস্রাধিক বাংলাদেশী। 'আসক'-এর তথ্যানুযায়ী ২০২৩ সালে নিহত হন ৩১ জন। ২০২১ ও ২০২২ সালে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮ ও ২৩ জন। অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে সীমান্ত হত্যা। যা চরম উদ্বেগের কারণ।

পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম স্থলসীমান্ত হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত। যা দৈর্ঘে ৪০৯৬ কিলোমিটার বা ২৫৪৬ মাইল। ভারতের পাঁচটি রাজ্যজুড়ে এ সীমারেখা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গ। বলা হয় বাংলাদেশ-ভারত দু'টি বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র। একে অপরের সহযোগী। কিন্তু বাস্তবতা ঠিক উল্টো। স্বাধীনতার ৫৩ বছরে ভারত শুধু নিয়েছে। ২৫ বছরের মুজিব-ইন্দিরা গোলামী চুক্তির কাগজে মেয়াদ শেষ হ'লেও গোলামী কোন অংশেই হ্রাস পায়নি। বরং বিগত সাড়ে ১৫ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। ভারতের বশংবদ আওয়ামী সরকার মন উজাড় করে ভারতকে সবকিছুই দিয়েছে। ট্রানজিট দিয়েছে, বন্দর, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ব্যবসাসহ নানা ধরনের সুবিধা দিয়েছে, একচেটিয়া বাজার দিয়েছে, চাকুরী দিয়েছে, মৈত্রি

বাস-ট্রেন চালু করে দাদাদের আসা-যাওয়া ব্যবসা-বাণিজ্য সব সহজ করে দিয়েছে। বিনিময়ে ভারত দিয়েছে পানি ও লাশ, বন্যা ও খরা। ৫৪টি নদীর উৎসমুখে বাঁধ দিয়ে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশকে ডুবিয়ে ও শুকিয়ে মারছে। আন্ত সীমান্ত নদীর ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করছে নিত্যদিন। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে একের পর এক বাংলাদেশী নাগরিককে নির্বিচারে হত্যা করছে।

প্রশ্ন হচ্ছে- কেন বিএসএফ নির্বিচারে গুলি চালায়? এ বিষয়ে বিএসএফের খোঁড়া যুক্তি হচ্ছে, বেআইনী অনুপ্রবেশ ও আন্তসীমান্ত সন্ত্রাস দমনে তারা কঠোর। তাদের দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে 'আত্মরক্ষার জন্য' বাধ্য হয়ে গুলি চালায়। অপর বক্তব্য হচ্ছে, সীমান্ত দিয়ে গরু চোরাচালান হয়। চোরাচালানীদের দমনে তারা এই কঠোর ব্যবস্থা নেয়।

বিএসএফের যুক্তিগুলি যে নিতান্তই খোঁড়া তা বলাই বাহুল্য। প্রথমতঃ ভারতের পেনাল কোড কিংবা আন্তর্জাতিক কোন আইনেই নিরস্ত্র নাগরিককে গুলি করে বা নির্যাতন করে মেরে ফেলার বিধান নেই। কেউ অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিতে চাইলে তাকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সীমান্তসন্ত্রাস দমনের কথা বলা হ'লেও বাস্তবে কোন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে দমন করতে গিয়ে এনকাউন্টারে কেউ মারা গেছে বা কোন সন্ত্রাসীকে গুলি করে মারা হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। বরং ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের গুলির খোরাক হয়েছে এদেশের হতদরিদ্র, দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষ।

তাদের দ্বিতীয় অজুহাত হচ্ছে 'আত্মরক্ষা'। কাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা? নিরস্ত্র কিশোরী ফেলানী, স্বর্ণা দাস ও কিশোর জয়ন্তের কাছ থেকে আত্মরক্ষা? নাকি ৫০ কেজি ওযনের চিনির বস্তা মাথায় নিয়ে পালাতে থাকা রবীউলের কাছ থেকে আত্মরক্ষা? গত ২৮ জানুয়ারী লালমণিরহাট যেলার পাটগ্রাম উপযেলার দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা সীমান্তে যাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ভারতীয় মানবাধিকার সংস্থা 'বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ' (মাসুম)-এর মার্চ ২০২৪-এর মাসিক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিএসএফ যখন রবীউলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়, তখন তার মাথায় ছিল একটি ৫০ কেজি ওযনের চিনির বস্তা। ৫০ কেজি ওযনের চিনির বস্তা মাথায় নিয়ে আর যা-ই হোক রবীউল যে বিএসএফের জন্য কোন হুমকি ছিল না, সেটা স্পষ্ট। কাঁটাতারে কাপড় আটকে যাওয়া নিরস্ত্র কিশোরী ফেলানী কিংবা মায়ের হাত ধরে সীমান্ত পাড়ি দিতে চাওয়া কিশোরী স্বর্ণা দাস এবং পিতার সাথে সীমান্ত পাড়ি দিতে চাওয়া কিশোর জয়ন্তও যে সশস্ত্র বিএসএফের জন্য হুমকি ছিল না তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

গরু চোরাচালানীদের হত্যা প্রসঙ্গে 'মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চে'র সচিব কিরীটী বলেন, 'এই সীমান্ত হত্যার পেছনে যে গল্প ফাঁদা হয়, তা-ও ঠিক না। তারা বলে, সীমান্ত দিয়ে গরু চোরাচালান হয়। চোরাচালানিদের হত্যা করা হয়। মনে হয় যেন সীমান্তে গরু জন্ম নেয় আর তা বাংলাদেশে পাচার করা হয়। বাস্তবে এই সব গরু আনা হয় ভারতের অভ্যন্তরে দুই-আড়াই হাযার কিলোমিটার দূরের হরিয়ানা, পাঞ্জাব থেকে। গরুগুলো হাঁটিয়ে, ট্রাক-ট্রেনে করে আনা হয়। তখন কেউ দেখে না! তারা আটকায় না। কারণ, তারা ভাগ পায়। এখানে আসল কথা হলো দুর্নীতি, ভাগ-বাঁটোয়ারার মাধ্যমে সব করা হয়। যখন ভাগ-বাঁটোয়ারায় মেলে না, তখন বিএসএফ হত্যা করে' *(বাংলাদেশকে চাপে রাখতে সীমান্ত হত্যা?, ২৯ ডিসেম্বর ২০২২, ডয়চে ভেলে)*। তিনি আরো বলেন, 'আগে বিএসএফ বলত আমাদের ওপর আক্রমণ করতে এলে আমরা আত্মরক্ষার্থে গুলি করেছি। লাশ ফেরত দিত। এখন আর তাও বলে না। গুলি করে হত্যার পর লাশ নদীতে ফেলে দেয়।'

এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, যত বন্ধুত্বের কথাই বলা হোক না কেন, সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় ভারতের আচরণ আগ্রাসী। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল, 'বন্ধু প্রতিবেশী' (?) বাংলাদেশের সীমান্তে আধিপত্যবাদী আচরণ করা ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী 'বৈরী প্রতিবেশী' চীন বা পাকিস্তানের সীমান্তে সে দেশের নাগরিকদের এভাবে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে না। সেখানে যুদ্ধাবস্থা থাকতে পারে, বিচ্ছিন্নভাবে গোলাগুলি ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও ঘটতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের মতো একতরফা ধারাবাহিক সীমান্ত হত্যা নেই। এতে এ প্রবাদই সত্য হচ্ছে- 'শক্তের ভক্ত নরমের যম'।

প্রশ্ন হচ্ছে ভারত এতটা বাগাড়ম্বর করে কেন পার পেয়ে যাচ্ছে? এর জবাবে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, বাংলাদেশের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতিই এর জন্য দায়ী। হত্যাকাণ্ডের পর একটি দায়সারা গোছের পতাকা বৈঠক ও লাশ ফেরত আনা ব্যতীত কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না আমাদের সরকারকে। হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কড়া ও স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া, প্রতিটি ঘটনার বিচার ও তদন্ত দাবি করা, ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এনে জবাব চাওয়া এবং প্রয়োজনে বারবার হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিষয়টিকে দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করার কোন চেষ্টাই বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে করা হয় না। এভাবে জবাবদিহির বাইরে থাকার কারণেই মূলত সীমান্ত হত্যা বন্ধ হচ্ছে না।

এক্ষণে সীমান্ত হত্যা বন্ধের জন্য বিষয়টি অনতিবিলম্ব আন্তর্জাতিক ফোরামে জোরালোভাবে উত্থাপন করতে হবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইনের মাধ্যমে সীমান্ত হত্যা বন্ধে বাংলাদেশ সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' (বিজিবি) কে সৎ আমানতদার হ'তে হবে। দেশের সীমান্ত পাহারায় তাদেরকে হ'তে হবে নিষ্ঠাবান। চোরাচালান বন্ধে হ'তে হবে কঠোর। বেঁচে থাকতে হবে যাবতীয় হারাম থেকে। দুর্নীতি থেকে নিজেদেরকে রাখতে হবে বহু দূরে। সীমান্তের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চুরি শিক্ষা না দিয়ে কর্মঠ হওয়ার পাঠ শিক্ষা দিতে হবে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জাতি এর বাস্তবায়নই কামনা করছে। আশার কথা ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এ বিষয়ে কঠোর বক্তব্য দিয়েছেন। অতএব বর্তমান নির্দলীয় সরকারের আপোষহীনতাই পারে সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে।

জামা'আত ও বায়'আত সম্পর্কিত সংশয়সমূহ পর্যালোচনা

-গবেষণা বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

(এপ্রিল ২০২৪-এর পর)

প্রশ্ন-৩ : জামা'আত নিয়ে অনেকের মধ্যে সংশয়ের কারণ কী?

উত্তর : জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার পিছনে একটা বড় কারণ হ'ল, সমালোচকের ব্যক্তিগত দুর্বলতা। যেমন- স্বভাবজাত অন্তর্মুখিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অসামাজিকতা, স্বেচ্ছাচারিতা, জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত থাকার ইচ্ছা, উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়া, উপযুক্ত সংগঠন না পাওয়া, পারিবারিক বাধা, দায়িত্বহীনতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, নিফাকী, ঈমানী দুর্বলতা প্রভৃতি। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা ঢাকতে সাংগঠনিক ব্যবস্থা বা জামা'আত নিয়ে সংশয়ের জাল বিস্তার করেন। এছাড়া আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও পশ্চিমা ভোগবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানকে অস্বীকার করে। এসব শয়তানী ধোঁকা বা প্রতারণার ফাঁদ ছাড়া আর কিছু নয়।

এছাড়া নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার অন্যতম কারণ। মুসলিম সমাজ থেকে ইসলামী খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে নতজানুতা ও গোলামীর মানসিকতা তাদেরকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছে যে, সমাজে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও হৃদয় থেকে উবে গেছে। ফলে নেতৃত্ব দেয়ার সক্ষমতা যেমন তারা হারিয়েছে, তেমনি কোন যোগ্য নেতৃত্বের অধীনে থাকার মত দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধও হারিয়েছে। অথচ নেতা ছাড়া কোন কাজই হয় না, কোন সমাজই চলতে পারে না। আর আনুগত্যহীন কোন নেতৃত্ব চলে না। সুতরাং ইসলামী সমাজ গড়তে হ'লে জামা'আতবদ্ধ জীবনের কোন বিকল্প নেই। দাওয়াতী ময়দানে সফলতা পাওয়া কিংবা কোন সভ্যতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সংঘবদ্ধ প্রয়াস ছাড়া কখনই সম্ভব নয়।

প্রশ্ন-৪ : সংগঠনগুলো কি সমাজে অনৈক্য সৃষ্টি করছে?

উত্তর : প্রায়শঃই সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলোর মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। তবে সে অনৈক্যের জন্য সংগঠন দায়ী নয়, বরং ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি দায়ী, যারা নিজেরা ব্যক্তিস্বার্থে দ্বন্দ্ব বা অনৈক্য সৃষ্টি করে। সংগঠন তো কেবল একটি প্রতিষ্ঠান এবং সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার অংশ মাত্র। প্রতিটি সংস্থা, মাদ্রাসা সবই মূলত এক একটি সংগঠন। এক্ষেত্রে দায়ী হবে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ, কোন সংস্থা, সংগঠন বা মাদ্রাসা নয়। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ-বিবাদের জন্য তারা নিজেরা দায়ী; এজন্য বিবাহ ব্যবস্থাকে দায়ী করা যায় না। আবার মসজিদ-মাদ্রাসার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জন্য কমিটি দায়ী, মসজিদ-মাদ্রাসা নয়। একই ভাবে আমরা দেখি সমাজে একজন আলেম অপর আলেমের প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণ করেন, তার অর্থ কি এই যে, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা নিষিদ্ধ করতে হবে! আলেম হওয়ার কেন্দ্রসমূহ তথা মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করতে হবে! কখনই নয়। কারণ এজন্য জ্ঞানার্জন দায়ী নয়, মাদ্রাসাও দায়ী নয়; দায়ী হ'ল হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তি নিজেই।[১]

প্রশ্ন-৫ : সংগঠন মানে কি সংকীর্ণতা নয়?

উত্তর : সংগঠন সংকীর্ণতা তৈরী করে না, বরং সংকীর্ণমনা ব্যক্তিরাই সংকীর্ণতা সৃষ্টির জন্য দায়ী। সেই ব্যক্তির সংকীর্ণতার দায় সংগঠনের উপর চাপিয়ে দিয়ে যারা সুযোগ খোঁজে, তারা নিছক সুবিধাবাদী কিংবা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে ব্যস্ত। কেননা এই ধরনের সংকীর্ণতা কেবল সংগঠনে কেন; ব্যক্তি, সংস্থা, মাদ্রাসা সব জায়গায় হ'তে পারে। অথচ অন্ধভাবে শুধু সংগঠনের মধ্যে দোষ খোঁজা এবং সংকীর্ণতার জন্য সংগঠনকে দায়ী করা নিছক ভাওতাবাজি এবং দূরভিসন্ধিমূলক। নতুবা নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, এক মাদ্রাসয সাথে অপর মাদ্রাসার অসুস্থ প্রতিযোগিতাকে তারা কিভাবে ব্যাখ্যা করেন? সেজন্য তারা কাকে দায়ী করবেন?

প্রশ্ন-৬ : জামা'আত বলতে কি রাষ্ট্রকে বুঝায় কিংবা জামা'আত কি কেবল রাষ্ট্রের সাথে খাছ?

উত্তর : না। কারণ রাষ্ট্র একটি ব্যাপকতর বিষয়, যা ক্ষমতার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। আর যদি জামা'আতবদ্ধ থাকার নির্দেশটি কেবল রাষ্ট্রের সাথে খাছ হ'ত, তবে নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরযে আইন হ'ত, যা কিনা ইসলামী নীতিবিরুদ্ধ।

যারা এই চিন্তাধারার অধিকারী তারা মনে করেন যে, খেলাফত ছাড়া নেতৃত্বই নেই। রাষ্ট্র ব্যতীত কোন সংগঠন বা জামা'আত গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ তারা ভাল করেই জানেন যেন, সবসময় সারা দুনিয়ায় সব স্থানে ইসলামী খেলাফত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিংবা সারাবিশ্বে একক খেলাফত থাকবে—এটা অসম্ভব ও অবাস্তব চিন্তা। কিন্তু সর্বাবস্থায় যে ইসলামী জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ থাকতে হবে- এটাই ইসলামের দাবী। ফলে বৃহত্তর জামা'আত হিসাবে রাষ্ট্র যেমন জামা'আত (জামা'আতে আম্মাহ), তেমনি বিশেষ জামা'আত হিসাবে ইসলামী সংগঠনও জামা'আত (জামা'আতে খাছ্ছাহ)। উভয় জামা'আতই সমান গুরুত্বের দাবীদার। পার্থক্য এটুকু যে, বৃহত্তর জামা'আত একটাই হয় এবং বিশেষ জামা'আত একাধিক হয়। বৃহত্তর জামা'আতের আনুগত্য সবার জন্য। বিশেষ জামা'আতের আনুগত্য বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য।[২]

আর জামা'আতকে রাষ্ট্রের সাথে খাছ করার একটি বিপদ হ'ল এই যে, তখন জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য

১. *দ্র. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, পৃ. ৩৬-৪৮।*
২. *ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, পৃ. ৯৭।*

রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য ফরয দায়িত্ব হয়ে যাবে, যেমনটি ইখওয়ানী ও খারেজীরা ধারণা করে। অথচ এই আক্বীদা সঠিক নয়।

প্রশ্ন-৭ : একটি রাষ্ট্রে প্রচলিত সাংগঠনিক জামা'আত গঠন করতে গেলে কি সেই রাষ্ট্রকে কাফির ঘোষণা করতে হবে?

উত্তর : এটা ভ্রান্ত চিন্তা। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিশেষ জামা'আত (জামা'আতে খাছ্ছাহ) রাষ্ট্রীয় জামা'আত (জামা'আতে আম্মাহ)-এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। রাষ্ট্রীয় জামা'আত (জামা'আতে আম্মাহ)-এর উপস্থিতিতেও বিশেষ জামা'আত (জামা'আতে খাছ্ছাহ) থাকতে পারে। তাছাড়া বর্তমানে যে কোন মুসলিম বা সেক্যুলার দেশে জামা'আত গঠন করা বা সংগঠন করা বৈধ। সুতরাং বিশেষ জামা'আত (জামা'আতে খাছ্ছাহ)-এর বৈধতার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে কাফির ঘোষণার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন-৮ : হদ কায়েম করতে না পারলে, জিহাদ ঘোষণা করতে না পারলে সেটা কি জামা'আত হয়?

উত্তর : অনেকে তাচ্ছিল্য করে বলে, যে ব্যভিচারীকে পাথর মারতে পারেন না এবং চোরের হাত কাটতে পারেন না, জিহাদের ঘোষণা দিতে পারেন না, তিনি আমীর বা ইমাম হন কিভাবে! এর উত্তর হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১৩ বছর মক্কায় ছিলেন। অবশেষে তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। তিনি সেদিনগুলোতে অনেক দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। অবস্থা অত্যন্ত নাযুক ছিল। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ যার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*। অবশেষে তিনিও জন্মভূমিকে বিদায় জানান *(ছাফ্ফাত ৩৭/৯৯)*। হযরত লূত (আঃ)-এর নিকটে যখন তাঁর বদমাশ সম্প্রদায় শয়তানী করার জন্য আসে, সে সময় তাঁর বাড়ীতে ফেরেশতারা মেহমান ছিলেন। লূত (আঃ) তখন আফসোস করে বলেন, لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ 'হায়! যদি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন শক্তি থাকত অথবা আমি যদি কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় পেতাম!' *(হূদ ১১/৮০)*। একইভাবে নূহ (আঃ)ও নিজের দুর্বলতা স্বীকার করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ 'অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে আহবান করল, হে প্রভু! আমি পরাজিত। অতএব তুমি ওদের থেকে প্রতিশোধ নাও' *(ক্বামার ৫৪/১০)*। উপরোক্ত ঘটনাসমূহ থেকে স্পষ্ট যে, অধিকাংশ নবীই শত্রুদের মুকাবিলায় দুর্বল ছিলেন। তারা ঈমানদারদেরকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে পাননি। তাহ'লে কি তাঁরা তখন মুমিনদের ইমাম বা নেতা ছিলেন না? তাদের দলভুক্ত ঈমানদাররা কি জামা'আতবদ্ধ ছিল না! মাক্কী জীবনে রাসূল (ছাঃ) কি আমীর ছিলেন না! ছাহাবীরা তখন জামা'আতহীন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল! আল-ইয়াযু বিল্লাহ। এভাবেই শয়তান মানুষকে ভ্রান্ত যুক্তি দিয়ে পথভ্রষ্ট করে!

প্রশ্ন-৯ : বর্তমানে কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা কি অপরিহার্য?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) খুব স্পষ্টভাবে এবং জোর তাকীদের সাথে মুসলিম উম্মাহকে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু জামা'আত বলতে যদি শুধু রাষ্ট্রই বুঝায়, তবে কি এই হুকুম কেবলমাত্র খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল? কেননা খুলাফায়ে রাশেদীনের পর প্রকৃত ইসলামী খিলাফত বিদায় গ্রহণ করেছে এবং ১৯২৪ সাল থেকে নামমাত্র খিলাফতের যা বাকী ছিল, তাও পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। আর সেই সাথে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রায় সবগুলোই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তাহ'লে এই পরিস্থিতিতে সমাজে দাওয়াত ও জিহাদের গুরুদায়িত্ব কিভাবে পালিত হবে? তেমনিভাবে অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম বাসিন্দারা কিভাবে ইসলামী জীবন যাপন করবে? এমতাবস্থায় একাকী দাওয়াত ও জিহাদের দায়িত্ব পালন করা কি সম্ভব? আদৌ নয়। এজন্য যে কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি অনুধাবন করবেন যে, জামা'আতবদ্ধ জীবন ছাড়া বিকল্প কোন পন্থায় প্রকৃত ইসলামী জীবন যাপন সম্ভব নয়। আর জামা'আতবদ্ধ জীবন অর্থই হ'ল সেখানে নেতৃত্ব ও আনুগত্য থাকা। কেননা আনুগত্য ব্যতীত কোন ইমারত বা জামা'আত গঠিত হ'তে পারে না। যেকোন সংগঠনেই নেতাকে অনুসরণ ও তার নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়, কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও তার নিয়ম-নীতির অনুসরণ করতে হয়, অথচ ইসলামী জীবনযাপনে কারু আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে হবে না, এ কথা কি গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে? ওমর (রাঃ) এজন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয় না ইমারত ছাড়া এবং ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া।[৩]

সুতরাং একক নেতৃত্ব ও একক রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকার এই যুগে আমাদের জন্য সাংগঠনিকভাবে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনই বিকল্প ব্যবস্থা। এজন্য শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বিভিন্ন দেশের পৃথক পৃথক নেতৃত্ব ও তার আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি। তিনি তাঁর এক বক্তব্যে বলেন, إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد!!- نسأل الله العافية- ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟ 'অনেকে মনে করেন যে, বর্তমান যুগে মুসলমানদের কোন নেতা নেই, অতএব কারো কাছে বায়'আতও নেই। আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা চাই। জানি না তারা আসলে কী চায়। তারা কি চায় যে, কোন নেতৃত্ব না থেকে সমাজটা বিশৃংখলায় ভরে যাক! তারা কি চায় যে এটা বলা হোক, প্রত্যেক মানুষ হোক নিজেই নিজের নেতা!'

৩. *দারেমী হা/২৫১, সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তবে বক্তব্য ছহীহ হাদীছসমূহের অনুকূলে।*

অতঃপর তিনি বলেন, لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي، وصار له الكلمة العليا فيها، فهو إمام فيها 'দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের এই অবস্থা বিরাজমান যে, কোন এক স্থানে যদি কেউ কোনভাবে নেতৃত্বের অধিকারী হয় এবং তার কথা সমাজে কার্যকর হয়, তবে তিনিই সেই সমাজের নেতা হন'।[৪] তিনি এর সপক্ষে শায়খ বিন বাযের একটি উক্তি নকল করেছেন, إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن، فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى غير ذلك، فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحداً إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموماً؟!! هذا لا يمكن 'আজকের যুগে একক রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্ভব নয়, এটাই বাস্তবতা। তুমি দেখবে বিভিন্ন দেশে নির্বাচন হচ্ছে, ক্ষমতার লড়াই চলছে, সেখানে ঘুষের লেনদেন, ভোট ক্রয়-বিক্রয় চলছে। যেখানে একটি দেশের জনগণই এই বানোয়াট নির্বাচন ছাড়া তাদের নেতা নির্বাচন করতে পারছে না, সেখানে সমগ্র মুসলিমদের নেতা কিভাবে নির্বাচন করবে! এটা সম্ভব না।[৫]

প্রশ্ন-১০. বায়'আত কী? ইসলামী সমাজ জীবনে বায়'আতে গুরুত্ব কী?

উত্তর : বায়'আত অর্থ অঙ্গীকার। দুনিয়াবী সমাজ ব্যবস্থায় পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য শপথ ও অঙ্গীকার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলিম-অমুসলিম সব সমাজেই এটি রয়েছে। এমনকি মক্কার জাহেলী সমাজেও এটা চালু ছিল। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা এবং কার্যের ধরন অনুযায়ী অঙ্গীকারের ধরন ও ভাষা পরিবর্তিত হয়। ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেতৃত্ব ও আনুগত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ইসলামী জীবন ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নেতা ও কর্মীর মধ্যে আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করতে হয়। ইসলামী পরিভাষায় যাকে বায়'আত বলা হয়'।[৬]

ঐতিহাসিক ইবনে খালদূন বলেন, أَنَّ الْبَيْعَةَ هِيَ الْعَهْدُ عَلَى الطَّاعَةِ كَأَنَّ الْمُبَايِعَ يُعَاهِدُ أَمِيرَهُ عَلَى أَنَّهُ يُسَلِّمُ لَهُ النَّظَرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ وَأُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ لَا يُنَازِعُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُطِيْعُهُ فِيْمَا يُكَلِّفُهُ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ 'আনুগত্যের অঙ্গীকারকে বায়'আত বলা হয়। যেন বায়'আতকারী তার আমীর বা নেতৃত্বের সাথে এমনভাবে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে যে, তিনি তার ও মুসলিমদের বিষয়াদির প্রতি নযর রাখবেন। আর এ ব্যাপারে সে আমীর বা নেতার বিরুদ্ধাচরণ করবে না; বরং পসন্দে-অপসন্দে নেতার প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবে'।[৭]

সব প্রতিষ্ঠান, সমাজ, সংগঠনেই বিভিন্ন রূপে ও পদ্ধতিতে আনুগত্যের শপথ ও অঙ্গীকার রয়েছে। তবে ইসলামী সংগঠনে শপথ বা বায়'আতের লক্ষ্য হয় পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্র বিধানকে সাধ্যমত পালন করার চেষ্টা করা। জাহেলী আরবে আল্লাহ্র নামে শপথের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু সেখানে আল্লাহ্র বিধান মানার অঙ্গীকার ছিল না।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বত্র নেতৃত্ব ও আনুগত্য রয়েছে। যা ব্যতীত সবই অচল। সেই সাথে রয়েছে আনুগত্যের মৌখিক নিশ্চয়তার জন্য শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা। রয়েছে শপথ ভঙ্গ করলে শাস্তির ব্যবস্থা। তেমনি সুশৃংখলভাবে সংগঠন পরিচালনা ও সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালনের স্বার্থে রয়েছে নেতা বা আমীরের নিকট আল্লাহ্র নামে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণের ব্যবস্থা। যা সাধারণ অঙ্গীকারের ঊর্ধ্বে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত। তাই এর গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেশী।

প্রশ্ন-১১. বায়'আত কত ভাগে বিভক্ত?

উত্তর : পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বায়'আত শব্দটি শপথ, চুক্তি, আনুগত্যের প্রকাশ, ক্রয়-বিক্রয় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের বায়'আত গ্রহণ করেছেন। কখনও তা ছিল আনুগত্য অর্থে, কখনও শপথ বা চুক্তির অর্থে। সাধারণভাবে বায়'আতকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়, যা নিম্নরূপ[৮] :

১. ইসলামের উপর বায়'আত (البيعة على الإسلام) : যেমন জরীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এ মর্মে বায়'আত করেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (হক) মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল-এ বাণীর সাক্ষ্য দেয়া, ছালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, নেতার আদেশ শ্রবণ করা এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করা'।[৯]

---

৪. *ইবনুল উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতি' (রিয়াদ : দারু ইবনুল জাওযী, ১৪২২ হি.), পৃ. ৮/১০।*
৫. *তদেব।*
৬. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২০৪।*
৭. *ইবনু খালদূন, তারীখু ইবনে খালদূন (বৈরূত: দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ: ১৯৮৮ খ্রি), পৃ. ২৬১।*
৮. *মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তুয়াইজিরী, মাওসূআতিল ফিক্বহিল ইসলামী (রিয়াদ: বায়তুল আফকার আদ-দুয়ালিয়াহ, ১ম প্রকাশ: ২০০৯ খ্রি), পৃ. ৫/৩০৪-৬।*
৯. *বুখারী হা/২১৫৭; মুসলিম হা/৫৬।*

২. পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুরক্ষা প্রদানের বায়'আত (البيعة على النصرة والمَنَعة) : যেমন আনছার ছাহাবীগণ মিনায় আক্বাবার দ্বিতীয় বায়'আতে রাসূল (ছাঃ)-কে সহযোগিতা করা এবং সুরক্ষা দেয়ার ব্যাপারে বায়'আত করেছিলেন। সেই বায়'আতে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ، فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ '(যখন আমি ইয়াছরিবে আগমন করব) তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। সেসব অনিষ্ট থেকে তোমরা আমার সুরক্ষা দেবে, যা থেকে তোমরা তোমাদের নিজেদের, তোমাদের স্ত্রীদের এবং তোমাদের সন্তানদের রক্ষার ব্যবস্থা করে থাক। আর (এর বিনিময়ে) তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত'।[১০]

৩. জিহাদের বায়'আত (البيعة على الجهاد) : যেমন বায়'আতুর রিযওয়ান। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، 'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ জানতেন তাদের অন্তরে কী আছে, এজন্য তিনি তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আর পুরস্কার হিসাবে তাদেরকে দিলেন আসন্ন বিজয় এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা গ্রহণ করবেন। আর আল্লাহ হ'লেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(ফাতহ ৪৮/১৮-১৯)*।

৪. হিজরতের বায়'আত (البيعة على الهجرة) : যেমন মুজাশে' ইবনে মাসঊদ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি আমার ভাই আবু মা'বাদকে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! একে আপনি হিজরত করার উপর বায়'আত নিন। তিনি বললেন,قَدْ مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا 'যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিয়ে হিজরত শেষ হয়ে গেছে'। আমি বললাম, فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ؟ 'তাহ'লে কোন ব্যাপারে তার বায়'আত নিবেন? তিনি বললেন, عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ 'ইসলাম, জিহাদ ও কল্যাণকর কাজে'।[১১]

৫. আনুগত্যের বায়'আত (البيعة على السمع والطاعة): যেমন আক্বাবার তৃতীয় শপথ। উবাদাহ ইবনুছ ছমেত (রাঃ) বলেন, بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এ মর্মে বায়'আত করেছি যে, দুঃখে-সুখে, অনুরাগ-বিরাগে এবং আমাদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিলে সর্বাবস্থায় আমরা আপনার আনুগত্য করব। আর এ মর্মে বায়'আত করেছি যে, নেতার আনুগত্য করার ব্যাপারে আমরা পরস্পর দ্বন্দ্বে জড়াবো না, আমরা যেখানেই থাকি, হক কথা বলব এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার তোয়াক্কা করব না'। অপর বর্ণনায় এসেছে, إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ، 'কিন্তু যদি (আমীরের মধ্যে) স্পষ্ট কুফরী দেখ, আর সে বিষয়ে আল্লাহ্র তরফ থেকে তোমাদের নিকটে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান থাকে, তাহ'লে ভিন্ন কথা'।[১২]

প্রশ্ন-১২. সাংগঠনিক বায়'আত কোন প্রকারের বায়'আতের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : সাংগঠনিক বায়'আত সর্বশেষ আনুগত্যের বায়'আত (البيعة على السمع والطاعة) -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর আনুগত্যের বায়'আতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) সাধারণ বায়'আত (البيعة العامة) : এই বায়'আত সাধারণ যে কোন আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেটা জিহাদ, সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ, দাওয়াতী সংস্থা, সংগঠন যে কোন ক্ষেত্রে হ'তে পারে।[১৩] সাংগঠনিক বায়'আত এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এই বায়'আতের বৈশিষ্ট্য হ'ল- (১) নেতাকে হদ্দ কায়েমকারী শাসক হওয়া যরূরী নয়। ইবনুল 'আরাবী (রহঃ) বলেন, وَذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُقُوقِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالطَّالِبِ، فَأَمَّا الْحُدُودُ فَلاَ يَحْكُمُ فِيهَا إِلاَّ السُّلْطَانُ، 'আর এটি হ'ল মাল-সম্পদ ও অন্যান্য দাবী-দাওয়ার বিচার-ফায়ছালার ক্ষেত্রে। কিন্তু দণ্ডবিধি সমূহ বাস্তবায়নের অধিকার থাকবে কেবল শাসকের'।[১৪] (২) এই বায়'আত ঐচ্ছিক (إِخْتِيَارِى) অর্থাৎ যিনি বায়'আত করবেন কেবল তার জন্যই প্রযোজ্য, অন্যদের জন্য নয়। কারো জন্য বাধ্যতামূলকও নয়। (৩) এই বায়'আত নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ যে বিষয়ে গ্রহণ করা হবে, তার জন্যই প্রযোজ্য। (৪) এই বায়'আত একাধিক হয় তথা একই ব্যক্তি একাধিক বিষয়ে একাধিক জনের কাছে বায়'আত গ্রহণ করতে পারে। (৫) এই বায়'আত করার পর শারঈ কারণ ব্যতীত তাঁর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া কবীরা গুনাহ। কেননা আল্লাহ বলেন,– وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً 'আর তোমরা

১০. *আহমাদ, হা/১৪৬৫৩, ছহীহ।*
১১. *বুখারী হা/৪৩০৫; মুসলিম হা/১৮৬৩।*
১২. *বুখারী হা/৭০৫৬; মুসলিম হা/১৭০৯।*
১৩. *বদর বিন ইবরাহীম আর-রাখীছ, আল-বায়'আতু ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ২৬৬-৬৭।*
১৪. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা মায়েদাহ ৪১ আয়াত, ৬/১৭১ পৃ.।*

www.at-tahreek.com

অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৪)*। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী বলেন, يجب الوفاء بالعهود والعقود سواء كانت بين المسلمين أو بين المسلمين والكفار أو بين الأفراد والبيعة بجميع أنواعها داخلة في هذه العقود والعهود 'অঙ্গীকার ও চুক্তি পূরণ করা ওয়াজিব সেই চুক্তি মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে হোক বা মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে হোক অথবা ব্যক্তি পর্যায়ে পরস্পরের মধ্যে হোক। আর সর্বপ্রকার বায়'আত এসব চুক্তি ও অঙ্গীকারের আওতাভুক্ত।[১৫]

(২) বিশেষ বায়'আত (البيعة الخاصة) **:** এই বায়'আত হ'ল রাষ্ট্রীয় বায়'আত যা খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য প্রযোজ্য।[১৬] এই বায়'আতের বৈশিষ্ট্য হ'ল– (১) এই বায়'আত কেবল হদ্দ কায়েমকারী শাসক গ্রহণ করতে পারবেন। (২) এই বায়'আত রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক (إجْبَارِى), যতক্ষণ খলীফা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে ইসলামী বিধান মোতাবেক দেশ পরিচালনা করেন।[১৭] (৩) এই বায়'আত যিনি গ্রহণ করবেন তাকে কুরায়শী বংশোদ্ভূত হ'তে হবে। (৪) এই বায়'আত একাধিক হয় না। অর্থাৎ একজন খলীফা বা আমীর থাকতে অন্য কেউ আমীর হিসাবে বায়'আত গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا 'যখন দুইজন খলীফার বায়'আত করা হবে, তখন পরের জনকে হত্যা কর'।[১৮] (৫) এই বায়'আত করার পর কুফরী ব্যতীত শাসকের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি (শাসকের) আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে, সে ক্বিয়ামতের দিন দলীলবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, তার ঘাড়ে কোন বায়'আত নেই, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে'।[১৯] এ ব্যাপারে হাফেয ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী বলেন, وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وُجُوبُ طَاعَةِ الْإِمَامِ الَّذِي انْعَقَدَتْ لَهُ الْبَيْعَةُ وَالْمَنْعُ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَلَوْ جَارَ فِي حُكْمِهِ وَأَنَّهُ لَا يَنْخَلِعُ بِالْفِسْقِ، 'এ হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, শাসকের হাতে বায়'আত করা হয়েছে, তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। তিনি যুলম করলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কোন ফাসেকী কাজ করলেও তার আনুগত্য ছিন্ন করা চলবে না'।[২০]

প্রশ্ন-১৩. শাসক ব্যতীত কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করা কি সুন্নাহসম্মত?

উত্তর : হ্যাঁ। কেননা বায়'আত শুধু শাসক নয়, অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে শাসকের জন্য যে বায়'আত খাছ, তা হ'ল খিলাফতের বায়'আত। আর শাসক ব্যতীত অন্যের কাছে সাধারণ আনুগত্যের বায়'আত করা যায়, যা রাসূল (ছাঃ)-এর আমল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যেমন- সুনান নাসাঈর 'বায়'আত' (اَلْبَيْعَةُ) অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার বায়'আতের ১৭টি অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়েছে। যাতে মোট ৬০টি ছহীহ হাদীছ সংকলিত হয়েছে।[২১] যেমন–

(১) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ('আমীরের আদেশ শ্রবণ ও মান্য করার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (২) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ('আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পরে ঝগড়া করব না উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৩) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ ('সত্য কথা বলার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৪) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ ('ন্যায় কথা বলার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৫) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الأَثَرَةِ ('অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া হ'লে তাতে ধৈর্যধারণের উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৬) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ('প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সদুপদেশ দেওয়ার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৭) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لاَ يَفِرَّ ('যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৮) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْمَوْتِ ('আমৃত্যু দৃঢ় থাকার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৯) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْجِهَادِ ('জিহাদের উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)।

(১০) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْهِجْرَةِ ('হিজরত করার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১১) بَابُ الْبَيْعَةِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ('পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সকল বিষয়ে আনুগত্য করার

১৫. *মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তুয়াইজিরী, মাওসূআতিল ফিক্বহিল ইসলামী, পৃ. ৫/৩০৯-১০।*
১৬. *বদর বিন ইবরাহীম আর-রাখীছ, আল-বায়'আতু ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ২৭১।*
১৭. *ড. যুহায়ের উছমান আলী নূর, আল-বায়'আতু ফিস সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ, পৃ. ৩৮২।*
১৮. *মুসলিম হা/১৮৫৩; মিশকাত হা/৩৬৭৬ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।*
১৯. *মুসলিম হা/১৮৫১।*
২০. *ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ১৩/৭১-৭২।*
২১. *শায়েখ আলবানীর তাহকীক কৃত নাসাঈতে হা/৪১৪৯ হ'তে ৪২১১ পর্যন্ত ৪১৬০ ও ৪১৬৮ দু'টি যঈফ হাদীছ বাদে।*

www.at-tahreek.com

উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১২) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ ('মুশরিক হ'তে পৃথক থাকার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১৩) بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ ('মহিলাদের বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১৪) بَابُ بَيْعَةِ مَنْ بِهِ عَاهَةً ('ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তির বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১৫) بَابُ بَيْعَةِ الْغُلاَمِ ('বালকদের বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১৬) بَابُ بَيْعَةِ الْمَمَالِيكِ ('ক্রীতদাসদের বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১৭) بَابُ الْبَيْعَةِ فِيمَا يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ ('মানুষের সাধ্যের অধীন কাজে আনুগত্য করার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)।

উপরোক্ত অধ্যায়গুলোর শিরোনাম থেকেই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, বায়'আত বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শপথ, চুক্তি, অঙ্গীকার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি কেবল খেলাফত বা রাষ্ট্রের সাথে খাছ নয় অথবা কেবল শাসকের সাথেও সম্পৃক্ত নয়। এমনকি বায়'আত খেলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য সৃষ্ট বিশেষ কোন শারঈ পরিভাষাও নয়, বরং দুই পক্ষের মধ্যে কৃত যে কোন চুক্তি বা অঙ্গীকারের জন্য জাহেলী আরব থেকেই এর প্রচলন ছিল। যা আক্বাবার শপথ থেকেই প্রমাণিত। কেননা **প্রথমতঃ** সেখানে বায়'আতের জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নন, বরং নবমুসলিম আনছার ছাহাবীরাই হাত বাড়িয়েছিলেন। এতে স্পষ্ট হয় যে, রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বায়'আতের পদ্ধতি শিখিয়ে দেননি। যা প্রমাণ বহন করে যে, এটি আরবের পূর্ব আচরিত নিয়ম ছিল।

দ্বিতীয়তঃ তারা একথা চিন্তা করেননি যে, তারা কোন শাসকের কাছে বায়'আত নিচ্ছেন, বরং ব্যক্তি নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তারা সুরক্ষা দেয়ার কাজ আঞ্জাম দিতেই তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। এখানে একথা বলার সুযোগ নেই যে, রাসূল (ছাঃ) ভাবী রাষ্ট্রের অধিপতি হিসাবে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন বলে সেটা শাসকদের বায়'আতেরই সমতুল্য ছিল।

সুতরাং উক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বায়'আত যেমন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কখনও ব্যক্তিগত চুক্তি বা শপথের জন্য হ'তে পারে, তেমনি জামা'আতে 'আম্মাহ ও খাছছাহ উভয় জামা'আতের প্রতি আনুগত্যের প্রকাশার্থেও হ'তে পারে।[২২] কিন্তু এর পরিবর্তে বায়'আতকে শুধুমাত্র খেলাফত বা শাসকের জন্য এবং হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য বায়'আতসমূহকে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খাছ করা অতি উৎসাহী চিন্তাপ্রসূত অথবা পরবর্তী বিদ্বানদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ, যার কোন দলীল নেই। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, পূর্বসূরী বিদ্বানগণ কেউ এমন কথা বলেননি।[২৩] তবে নিঃসন্দেহে খিলাফতের বায়'আতই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ স্তরের মর্যাদাসম্পন্ন। হাদীছে মূলত উক্ত বায়'আত অবলম্বনেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[২৪] উল্লেখ্য যে, বায়'আতের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন বিধি-বিধান বাস্ত বায়নের সম্পর্ক নেই। এটা স্রেফ আনুগত্যের ঘোষণা মাত্র, যা শাসকের সাথে শাসিতের এবং নেতার সাথে কর্মীদের সম্পর্কের বন্ধন তৈরী করে।

প্রশ্ন-১৪. খিলাফত ব্যতীত হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য বায়'আত কি কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ নয়?

উত্তর : না। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিটি আমলই উম্মতের জন্য আদর্শ ও পালনীয়। যদি কোন আমল তার জন্য বিশেষভাবে খাছ হয়, তবে তার দলীল থাকতে হবে। ঢালাওভাবে কোন বিষয় তার জন্য খাছ করার সুযোগ নেই। নতুবা শরী'আতের বহু বিধান অকার্যকর হয়ে পড়বে।

ইবনুল আরাবী বলেন, وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به أُمتهُ، يعني: لأن الأصل عدم الخصوصية، 'রাসূল (ছাঃ) যে আমল করেছেন, তার উম্মাতও সেই আমল করবে। কেননা কোন বিষয়কে রাসূলের জন্য খাছ না করাই মূলনীতি'।[২৫] খাত্ত্বাবী বলেন, إذا فعل شيئاً من أفعال الشريعة كان علينا إتباعه والإيتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل، 'রাসূল (ছাঃ) যখন কোন শারঈ কাজ করেন, তখন আমাদের দায়িত্ব তাঁর যথাযথ অনুসরণ করা, খাছ করে দেয়ার বিষয়টি দলীল ছাড়া জানা যায় না'।[২৬] ইবনু কুদামাহ বলেন, وَلَنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَثْبُتْ مَا يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُ 'আমাদের জন্য কর্তব্য হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা যতক্ষণ তা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ প্রমাণিত না হয়'।[২৭] ইমাম নববী বলেন, لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع 'যদি এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য (বিধানসমূহ) খাছ করে দেয়ার রাস্তা খুলে দেয়া হয়, তাহ'লে শরী'আতের অনেক প্রকাশ্য বিধান অকার্যকর হয়ে পড়বে'।[২৮]

সুতরাং খিলাফতের বায়'আত ছাড়া অন্যক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) যে সকল বায়'আত করেছেন, তা অনুরূপ কারণ ও পরিস্থিতিতে অন্যদের জন্যও জায়েয হবে। কেননা বায়আতের অন্যান্য সকল ক্ষেত্র রাসূল (ছা.)-এর জন্য খাছ করা হয়েছে, এমন কিছু ছাহাবীগণ বা পূর্বসূরী কোন বিদ্বান থেকে বর্ণিত হয়নি। *(ক্রমশঃ)*

---

২২. *বদর বিন ইবরাহীম আর-রাখীছ, আল-বায়'আতু ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ২৬৯।*
২৩. *ঐ পৃ. ২।*
২৪. *ঐ পৃ. ২৭০।*
২৫. *ইবনুল আরাবী, আরেযাতুল আহওয়াযী, ৪/২৫৯-৬০।*
২৬. *উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩৭৫।*
২৭. *ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ২/৩৮২।*
২৮. *শিহাবুদ্দীন কাস্তালানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ (কায়রো : মাকতাবা তাওফিকীয়াহ,) ৩/৩৯৭।*

ঋতুবতী অবস্থায় মহিলাদের জন্য যেসব কাজ নিষিদ্ধ

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

আদম সন্তানের নারীদের প্রতিমাসে ঋতুবতী হওয়া, এটা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এটা তাঁর সৃষ্টিকৌশলের অন্যতম। এ সময় মহিলাদের কষ্ট হয়। যে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। ফলে এ অবস্থায় তাদের জন্য ইসলামের কিছু বিধান হারাম করা হয়েছে এবং কিছু শিথিল করা হয়েছে। নিম্নে সেসব উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ঋতুবতী মহিলার জন্য ছালাত-ছিয়াম নিষিদ্ধ :

ঋতুবতী মহিলাদের জন্য ছালাত-ছিয়াম আদায় করা নিষিদ্ধ। আর আদায় করলেও তা সিদ্ধ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ. قُلْنَ بَلَى 'মহিলা কি এমন নয় যে, ঋতুবতী হ'লে ছালাত পড়বে না, ছিয়াম রাখবে না'? তারা বলল, হ্যাঁ'।[১]

ঋতুবতী অবস্থায় যেসব ছিয়াম ছুটে যাবে, পবিত্রতা অর্জনের পর সেই ছিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে, তবে ছালাতের কাযা আদায় করতে হবে না। হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ،

মু'আযাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুবতীর ব্যাপারটা কি এরকম যে, সে ছাওম কাযা করবে অথচ ছালাত কাযা করবে না? তিনি বললেন, তুমি কি হারূরিয়্যা? আমি বললাম, আমি হারূরিয়্যা নই, বরং আমি (কেবল জানার জন্য) জিজ্ঞেস করছি। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আমাদের এরূপ হ'ত তখন আমাদেরকে কেবল ছাওম কাযা করার নির্দেশ দেয়া হ'ত, ছালাত কাযা করার নির্দেশ দেয়া হ'ত না।[২]

২. বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করা :

ঋতুবতী নারীর জন্য বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করা হারাম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ 'নিশ্চয়ই তওয়াফ হচ্ছে ছালাত'।[৩] বিদায় হজ্জের সময় তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى، 'হজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তি যা করে তুমিও তা করতে থাক। তবে পবিত্র কা'বা ঘর তওয়াফ ব্যতীত যতক্ষণ না তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে'।[৪]

৩. পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা :

ঋতুবতী নারী পবিত্র কুরআন মাজীদ ধরবে না। কারণ এ অবস্থায় তারা অপবিত্র থাকে। আল্লাহ বলেন, لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، 'পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করেনি' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইয়ামনবাসীর নিকট প্রেরিত পত্রে লিখেছিলেন, أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، 'পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না'।[৫] তবে মাছহাফ স্পর্শ না করে ঋতুবতী মহিলা কুরআন মুখস্থ তেলাওয়াত করতে পারে। ইবনে আব্বাস অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কুরআন পাঠ করাকে কোন দোষের কাজ মনে করতেন না। নবী করীম (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকির করতেন।[৬] অতএব স্পর্শ না করে জুনূবী অবস্থায় মুখস্থ কুরআন পড়তে পারবে। উল্লেখ্য যে, ঋতুবতী ও জুনূবী কুরআন পড়তে পারে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মুনকার ও বাতিল।[৭] আর ঋতুবতীর দো'আ, তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ইত্যাদি পাঠ করতে কোন অসুবিধা নেই।

৪. মসজিদে অবস্থান করা :

ঋতুবতী অবস্থায় মহিলারা অপবিত্র থাকে। এজন্য ঋতুবতীর জন্য মসজিদে অবস্থান করা নিষেধ। আল্লাহ বলেন, وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، 'আর নাপাক অবস্থায় ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না গোসল কর; তবে যদি তোমরা পথ চলা অবস্থায় থাক (সেটি স্বতন্ত্র কথা)' *(নিসা ৪/৪৩)*।

তবে মসজিদ থেকে কোন জিনিস নেয়ার দরকার থাকলে তা নিতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ، 'মসজিদ থেকে (আমার) চাদরটি এনে দাও। তিনি বললেন, আমি তো ঋতুবতী? তিনি জবাবে বললেন, তোমার হাতে তো হায়েয লেগে নেই'।[৮]

৫. ই'তিকাফ করা :

পুরুষ বা মহিলা কারো জন্যই জুম'আ মসজিদ ছাড়া বাড়ীতে ই'তিকাফ করা সিদ্ধ নয়।[৯] মহিলাদের জন্য মসজিদে পৃথক জায়গা থাকলে এবং যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে কোন জুম'আ মসজিদে গিয়ে ই'তিকাফ করতে পারবে। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ মসজিদে ই'তিকাফ করতেন।[১০] মসজিদে

১. *বুখারী হা/৩০৪, ১৯৫১; মিশকাত হা/১৯।*
২. *মুসলিম হা/৩৩৫; আবূদাউদ হা/২৬২; নাসাঈ হা/৩৮২।*
৩. *আহমাদ হা/১৫৪৬১, ১৬৬৬৩; ইরওয়া হা/১২১, সনদ ছহীহ।*
৪. *বুখারী হা/৩০৫; ও মুসলিম হা/১২১১।*
৫. *দারা-কুতনী হা/৪৩৯; মিশকাত হা/৪৬৫; ইরওয়া হা/১২২, সনদ ছহীহ।*
৬. *বুখারী 'ঋতু' অধ্যায়, 'ঋতুবতী নারী ত্বাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের যাবতীয় বিধান পালন করবে' অনুচ্ছেদ।*
৭. *তিরমিযী হা/১৩১; মিশকাত হা/৪৬১।*
৮. *মুসলিম হা/২৯৮; আবূদাউদ হা/২৬১; মিশকাত হা/৫৪৯।*
৯. *বাক্বারাহ ১৮৭; আবূদাউদ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/২১০৬, 'ই'তিকাফ' অনুচ্ছেদ।*
১০. *বুখারী হা/২০৪১, ২০৪৫; মিশকাত হা/২০৯৭।*

www.at-tahreek.com

অবস্থানের জন্য যেহেতু পবিত্রাবস্তা আবশ্যক, সেকারণ ঋতুবতী মহিলারা ঋতু অবস্থায় ই'তিকাফ করতে পারবে না।

৬. ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া :

ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে মিলন করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، 'আর লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে। তুমি বল, ওটা কষ্টদায়ক বস্তু। অতএব ঋতুকালে তোমরা স্ত্রীমিলন হ'তে বিরত থাক। তাদের নিকটবর্তী হয়ো না পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর যখন তারা ভালভাবে পবিত্র হবে, তখন তোমরা তাদের নিকটে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ– 'যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে কিংবা তার পায়ুপথে সঙ্গম করে অথবা গণকের কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল'।[১১] ঋতুস্রাব অবস্থায় যদি কেউ স্ত্রীমিলনে লিপ্ত হয় তবে তার ওপর এই পাপের কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। ঋতুকালে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে কাফফারা দিতে হবে।

নবী করীম (ছাঃ) এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, الَّذِيْ يَأْتِيْ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ– 'যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, সে যেন এক অথবা অর্ধ দীনার ছাদাক্বা করে'।[১২] উল্লেখ্য যে, ১ ভরি সমান ১১.৬৬ গ্রাম। হাদীছে বর্ণিত এক দীনার সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ। আর অর্ধ দীনার সমান ২.১২৫ গ্রাম স্বর্ণ।

৭. ঋতুবতী ও প্রসূতি মহিলাকে তালাক দেওয়া :

তালাক প্রদানের জন্য মহিলাকে হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র থাকতে হয়। কারণ উক্ত অবস্থায় তালাক দিলে তা পতিত হবে না। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، 'হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও' *(তালাক ৬৫/১)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ 'তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং নিজের কাছে রেখে দেয় যতক্ষণ না সে মহিলা পবিত্র হয়ে আবার ঋতুবতী হয় এবং আবার পবিত্র হয়। অতঃপর সে যদি ইচ্ছা করে, তাকে রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছা করে তবে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দেবে। আর এটাই তালাকের নিয়ম, যে নিয়মে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের তালাক দেয়ার বিধান দিয়েছেন'।[১৩]

উল্লেখ্য, নিফাস বা সন্তান প্রসবোত্তর রক্ত প্রাবাহিত অবস্থায়ও উপরোক্ত বিধান সমূহ প্রযোজ্য।

উপসংহার :

ইসলাম মানবতার জন্য এক কল্যাণকর বিধান। এটা পালন করা তাদের জন্য সহজ করা হয়েছে। আল্লাহ মানুষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিধান বিধিবদ্ধ করেছেন এবং অকল্যাণকর বিষয়াবলী নিষিদ্ধ করেছেন। যেন তা পালন করে বান্দা ইহকাল ও পরকালে উপকৃত হ'তে পারে। তাই আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর বিধানসমূহ পালন করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

১১. ইবনু মাজাহ হা/৬৩৯; তিরমিযী হা/১৩৫; মিশকাত হা/৫৫১, হাদীছ ছহীহ।
১২. আবূদাঊদ হা/২৬৪; মুসনাদে আহমাদ হা/২১২১, সনদ ছহীহ।
১৩. বুখারী হা/৫২৫১; মিশকাত হা/৩২৭৫।

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মোবাইল : ০১৭১১-১৬১২৮৩, ০১৭৭৬-৫৬৩৬৫৭
মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম এম.এম. (এম.এ), খুলনা
ব্যবস্থাপনায়
ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫০৮।
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহ বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
খুলনা অফিস : ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস, ১৪ হেলাতলা মসজিদ রোড, খুলনা।
ফোন নং ০৪১-৭২২২৩১, মোবাইল : ০১৭১১-২১৭২৮৮

আরবী ভাষা চর্চায় প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প

*-সারওয়ার মিছবাহ**

ভূমিকা : দিনে দিনে আমাদের সমাজে এক ভিন্ন ধরণের অজ্ঞতার প্রকোপ বাড়ছে। যেমন কোন বিষয়ে আমার অজ্ঞতা রয়েছে, অথচ আমি জানিই না যে, আমি সে বিষয়ে অজ্ঞ। এই অবস্থার সুন্দর একটি আরবী নাম আছে- জাহালা মুরাক্কাবা। দর্শনশাস্ত্রে কোন বস্তু সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকে 'ইলম' বলে। এক-তৃতীয়াংশ জ্ঞানকে বলে وَهْمٌ। অর্ধেক জ্ঞানকে বলে شَكٌّ। দুই-তৃতীয়াংশ জ্ঞানকে বলে ظَنٌّ। কিছুই না জানলে তাকে বলে 'জাহালাত'। ভুল জানাকে বলে 'জাহালাতে মুরাক্কাব'। আজ আমি এমনই একটি বিষয়ে বলতে চলেছি, যে বিষয়ে আমরা অজ্ঞতায় ডুবে থেকেও নিজেদের বেশ বিজ্ঞ ভাবি। সেটা হ'ল, আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

উপমহাদেশে দ্বীনী শিক্ষা এবং দুনিয়াবী শিক্ষা দীর্ঘদিন যাবৎ একই ধারায় চলে আসছে। সেকালে কখনো বাগদাদ, কখনো নীসাপুর, কখনো বোখারা, কখনো মদীনা ইলমের মারকায ছিল। সেসব কেন্দ্র থেকে যেমন কুরআন-হাদীছের ধারক তৈরি হয়েছে, তেমনই তৈরি হয়েছে বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক। তবে একসময় এই দ্বিমুখী শিক্ষা দুই ধারায় ভাগ হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠান ভিন্ন হয়ে যায়। ভিন্নতা শুধু লেখাপড়ায় নয়, ভিন্নতা আসে চেতনায়। তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা সবাই বাংলাদেশী হয়েও কেউ আরবের চেতনা লালন করি। কেউ আবার লালন করি বৃটিশদের রেখে যাওয়া পশ্চিমা চেতনা। এজন্যই আমাদের কোন বিদ্যালয়কে স্কুল বলা হয়, আবার কোনটাকে মাদ্রাসা বলা হয়। কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক আরবের পাঞ্জাবী টুপি পরেন। আবার কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক পরেন ইংরেজদের কোট-টাই।

দুনিয়াবী শিক্ষা থেকে বিভক্ত হয়ে আসা ইসলামী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে আজ আরবী চর্চার বেহাল দশা। বিষয়টা সহজভাবে বুঝতে একটু কল্পনা করুন, কোন মাদ্রাসার নোটিশ বোর্ডে একটি নোটিশ ঝুলানো হয়েছে। যার আগাগোড়া ইংরেজীতে লেখা...। বিষয়টা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, তাই না? এবার কল্পনা করুন, একটি নোটিশ ঝুলানো হয়েছে। যার আগাগোড়া আরবী...। এবার বিষয়টা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। নোটিশের সামনে উৎসুক ছাত্রদের ভিড় জমে গেছে। যেন তারা আজব কোন জিনিস দেখছে। তাই না? এটাকে কি কখনো বৈষম্য বলে মনে হয়েছে আপনার? নাকি কখনো ভাবার প্রয়োজনই মনে হয়নি? দেখুন! আমরা আমাদের বিদ্যালয়কে ইংরেজীতে স্কুল না বলে আরবীতে মাদ্রাসা বলি। সেখানে আমরা যে জ্ঞান চর্চা করি তা আরব থেকে এসেছে। সেখানে আমরা যে পোষাক অনুমোদন করি সেটাও আরব সভ্যতা থেকে এসেছে। আমরা যে চেতনা লালন করি সেটাও আরব থেকেই এসেছে। কারণ সকল পরিচয়ের পূর্বে আমরা মুসলমান। ঈমান ও ইসলাম ব্যতীত আমরা নিজেদের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি না। আমরা বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকি, যে ভাষাভাষীই হই, আমাদের নাড়ি পোঁতা আছে দূর আরবের হারামাইনে। সুতরাং একজন মুসলিম সর্বপ্রথম বিদেশী ভাষা হিসাবে আরবী শিখবে। এটাই আখেরাতমুখী চেতনার দাবী।

আজ যখন আরবী ও ইংরেজীকে সমন্বয় করে একটি উন্নত সিলেবাস প্রণয়নের চেষ্টা চলছে ঠিক তখনই আমরা একটি ভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কলম ধরেছি। আমাদের এমন কর্মকাণ্ডে আমাদেরকে পক্ষপাতী বা পক্ষবিদ্বেষী মনে করবেন না। আমরা মনে করি, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবী ভাষা 'মূল' ও ইংরেজী 'শাখা'। আমরা বিশ্বাস করি, মূল সর্বদা শাখা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। যখন মূল ও শাখা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে তখন স্রোতের বিরুদ্ধে কথা বলা আমাদের দায়িত্ব হয়ে যায়। আমাদের কথাগুলো শাখা বিরোধী মনে হয়। যেন আমরা শাখার বিরোধিতা করছি। তবে কখনই আমরা শাখা বিরোধী নই। আমরা কেবল মনে করি, যে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে সে নদী বরাদ্দের সিংহভাগ পানির হকদার! সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে ভাষা শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে কলম ধরলে আরবীকেই প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা আমাদের দেশে আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট : আমাদের তালিবুল ইলমরা যখন পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে তখন আমরা লক্ষ্য করি, তারা দিন-রাত পরিশ্রম করে নিজেদের দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। আমরা যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, পরীক্ষার প্রস্তুতি কিভাবে নিচ্ছ? তারা বলে ২/১টা বিষয়ে কোচিং করছি। আলাদাভাবে পড়াশোনা করছি। প্রতিদিন কিছু লেখালেখি করছি—এই আরকি। আপনাকে হয়ত বলে দিতে হবে না, তারা যে দুই/একটি বিষয়ে কোচিং করছে সেগুলো কোন কোন বিষয়। তারা এগুলোই আলাদাভাবে পড়াশোনা করছে। না বোঝা পড়াগুলো বুঝিয়ে নিতে বিভিন্ন শিক্ষকের দ্বারস্থ হচ্ছে। আপনি যদি তাদের বলেন, আরবী সাহিত্যের কি অবস্থা? তারা বলে, হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। নাহু? ইনশাআল্লাহ! ছরফ? ইনশাআল্লাহ! হাদীছ, তাফসীর সব 'ইনশাআল্লাহ'। আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, এগুলো বিষয়ে তাদের আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা এত বেশী কেন! অথচ তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করেন, বিসমিল্লাহ শব্দে মীমের উপর যের হ'ল কেন? ইসম শব্দের আলিফকে বাদ দেয়া হ'ল কেন? আলিফ যদি মূল হরফ না হয়, তবে ইসম শব্দের মূল হরফ কি কি? এধরনের আলিফের নাম কি? তখন তারা আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসবে। বলবে, শিক্ষক আমাদেরকে এসব পড়াননি। শিক্ষক কি পড়িয়েছেন? এই তো, বিসমিল্লাহ অর্থ 'আল্লাহর নামে শুরু করছি'। এতটুকুই।

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আমাদের মনে হয়, তাদের এই তাওয়াক্কুলের পেছনে আমরাই দায়ী। আমরাই তাদেরকে সকল পরীক্ষায় পার করে দিয়ে তাদের নিজেদের প্রতি সুধারণা তৈরিতে সাহায্য করেছি। একে একে আরবীর সবগুলো ভিত ধ্বংস করে ফেলেছি। তারা সেই প্রাথমিক স্তর থেকেই দেখে আসছে, আরবী বিষয়গুলো পরীক্ষার আগে একটু পড়ে নিলেই বেশ ভাল নম্বর পাওয়া যায়। তারা কখনোই নিজেদেরকে আরবীতে দুর্বল হিসাবে কল্পনা করেনি। কারণ আরবীর দুর্বলতা তাদের সামগ্রিক জীবনে কখনো কোন প্রভাব ফেলেনি। বরং যারা অন্যান্য ভাষার তুলনায় আরবীর প্রতি যত্নবান, তাদেরকে তারা বাস্তবতা সম্পর্কে অসচেতন মনে করছে।

আমাদের এই গাফিলতি মাদ্রাসাগুলোতে কি পরিমাণ ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করেছে সেটা কল্পনাতীত। মাধ্যমিক পার হওয়ার পরে ছাত্ররা বুঝতে পারছে, পরীক্ষায় ৯৯ পাওয়াই যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। কারণ, টেনেটুনে ৮০ পাওয়া ইংরেজীতে কিছুটা হ'লেও যোগ্যতা অর্জন হয়েছে। মোবাইলের মেসেজগুলো পড়া যাচ্ছে। ইংরেজী সাইনবোর্ড পড়ে বোঝা যাচ্ছে। মোটকথা, ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করে তাকে কেউ বোকা বানাতে পারবে না। তবে ৯৯ পাওয়া আরবী সাহিত্যে কোনই যোগ্যতা অর্জন হয়নি। এক হরফও হয়নি। এটা বোঝার পরে তারা আরবীকে পাশে রেখে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ইংরেজীকেই বেছে নিচ্ছে এবং যুক্তি দিচ্ছে, এই যুগে আরবী পড়ে কোন লাভ নেই। আরবী পড়ে সরকারী চাকুরি নেই। এই শ্লোগান মুখে এবং সরকারী চাকুরির স্বপ্ন বুকে নিয়ে তারা দাখিলের পরে মাদ্রাসা ছেড়ে বিভিন্ন কলেজে পাড়ি জমাচ্ছে। ফলাফল হ'ল মাদ্রাসাগুলো হারাচ্ছে তাদের মেধাবী শিক্ষার্থীদের। আমরা ভুগছি আলেমশূণ্যতায়। বছরের পর বছর পার হয়ে যাচ্ছে। আমরা আলেম তৈরির স্থানে সেই শূণ্যের কোটাতেই থেকে যাচ্ছি। এরপরেও আমরাই আবার বেছে বেছে মেধাবীদের পরামর্শ দিচ্ছি, মাদ্রাসায় পড়াশোনা বাড়তি হিসাবে রেখে কলেজ, ভার্সিটিতে নিয়মিত হও! ভবিষ্যতে তো কিছু করতে হবে! নিজের পাকা ধানে নিজেই মই দেয়ার এর চেয়ে সুন্দর উদাহরণ বোধ হয় আর নেই।

সারা বিশ্বে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। সেখানে আপনার ছেলে যদি কুরআন-হাদীছ নিয়ে গবেষণা করে তবে বিজ্ঞানের খুব একটা ক্ষতি হয়ে যাবে বলে মনে হয় না। ভার্সিটি, মেডিকেল ও পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের সিংহভাগ মেধাবীদের দখলে নিয়ে বসে আছে। অল্পকিছু মেধাবীদের আমরা মাদ্রাসা অঙ্গনে পাই। দিনশেষে তারাও যদি সাইন্সের দোহাই দিয়ে সেদিকেই চলে যায় তবে আমাদের দ্বীনী শিক্ষার ভবিষ্যৎ কি? দেখুন! শুধু লড়াই করাই জিহাদ নয়, দ্বীনী ইলমের এই ক্রান্তিলগ্নে নিজের সবচেয়ে মেধাবী ছেলেটিকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করা ও নিজের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রটিকে ইলমের খেদমতে প্রস্তুত করাও একটি জিহাদ। আজ অনেক আলেমও যার প্রয়োজন বোধ করছেন না। কারণ নিজের নাতিপুতিদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে ভাবতে দ্বীনী শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার কোন অবকাশই তারা পাচ্ছেন না।

আরবীকে আমরা কতটুকু আপন করতে পেরেছি?

আমি এক বইমেলায় মন্তব্যবহির দায়িত্বে ছিলাম। শিক্ষক, গবেষক, প্রভাষকগণ যারা বইমেলায় এসেছিলেন তাদের কাছে গিয়ে গিয়ে মন্তব্য নেয়াই ছিল আমার কাজ। সেখানে দেখেছিলাম, বাংলায় লেখা মন্তব্য খুবই কম আসছিল। যারা ইংরেজীতে ব-কলম তারাও 'ভেরি নাইস' লিখে স্বাক্ষর করছিলেন। এর বাইরেও দুয়েকজন পেয়েছিলাম যারা আরবীতে মন্তব্য লিখেছিলেন। তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছিলেন। মাদ্রাসার কোন শিক্ষককে আরবী মন্তব্য লিখতে দেখিনি। তখন আমার বয়স খুবই কম ছিল। নচেৎ মাদ্রাসার উস্তাদগণকে আরবী না লেখার কারণ জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার ঝুলি কিছুটা সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করতাম।

ইংরেজী পড়ুয়া অনেককেই দেখেছি, তারা বাজার সদাইয়ের তালিকা পর্যন্ত ইংরেজীতে করেন। মন্তব্য ইংরেজীতে লিখেন। স্বাক্ষর ইংরেজীতে করেন। তাদের লেখা মন্তব্য কে বুঝল, আর কে বুঝল না সেটা তাদের কাছে বিবেচনার বিষয় নয়। তারা নিজেদের জীবন বৃত্তান্ত ইংরেজীতেই তৈরি করেন। ইংরেজী যারা বোঝে না তাদের দিকে লক্ষ্য করে একটি বাংলা জীবন বৃত্তান্ত তৈরি রাখেন না। আমি তাদের প্রশংসা করি। কারণ তারা ইংরেজী শিখেছেন এবং তাকে আপন করতে পেরেছেন।

পক্ষান্তরে আরবী ভাষায় আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে অবনতির কারণ সম্পর্কে বললে শুরুতেই বলতে হবে, আরবীর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা বিপদে পড়লে একটা আরবী কিতাব খুলি। বিপদে পড়লে দু'লাইন আরবী লিখি। নিজ ইচ্ছায় ও আগ্রহে কখনোই আরবী চর্চা করি না। নিজে যেহেতু চর্চা করি না তাই নিজ ছাত্রদের আরবী চর্চায় উদ্বুদ্ধও করতে পারি না। ক্লাসে গিয়ে বুক ফুলিয়ে বলতে পারি না, 'আমি তোমাদের আরবী শিক্ষক। তোমাদের আরবী সম্পর্কে যত প্রশ্ন মনে জাগে তা আমাকে করতে পার। আমি জানলে উপস্থিত উত্তর দেব। না জানলে জেনে এসে উত্তর দেব। তোমরা আরবী চর্চায় অগ্রগামী হও। তোমাদের যত সমস্যা হয়, সব সমস্যার সমাধান আমি দেব ইনশাআল্লাহ। আমি সবকিছু জানি না। আমিও শিখছি। আমিও চর্চা করছি। এসো! আমরা নিজেদের সমস্যাগুলো নিজেরা সমাধানের চেষ্টা করি'। মাদ্রাসার শিক্ষক হিসাবে আপনি যদি এভাবে বলতে পারেন এবং ছাত্রদের জিজ্ঞাসার যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেন তবে আপনার মাধ্যমেই আরবী চর্চার একটি বিপ্লব সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা দিনে দিনে মাদ্রাসায় পড়া সত্ত্বেও আরবীতে অজ্ঞতার যে অতল গহব্বরে তলিয়ে যাচ্ছি তাতে অচিরেই আমাদের দ্বীন শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমটি জরাজীর্ণ হ'তে যাচ্ছে। এটা রোদ-ঝলমলে দিনের

মত স্পষ্ট। তাই খুব তাড়াতাড়ি মাদ্রাসাগুলোতে আরবী চর্চায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবী।

আরবী চর্চায় যে পদক্ষেপগুলো নিতে পারি : আজকের এই দুরবস্থা যেহেতু আমরাই তৈরি করেছি, তাই আমাদেরকেই এই অবস্থা পরিবর্তন করতে হবে। আমরাই তাদেরকে আবার বুঝাবো, তোমরা এই যোগ্যতা নিয়ে আরবীতে ৯৯ পাওয়ার উপযুক্ত নও। এটা তাদেরকে নিরাশ করার জন্য নয়, বরং সচেতন করার জন্য। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যেমন কালিমার তালকীন দেয়া হয়, তেমনই আমরা তাদেরকে আরবী শিক্ষার তালকীন দেব। তালকীন দেয়া মানে, আমরাই তাদের সামনে অধিক আরবী চর্চার মাধ্যমে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করব। নিজে চর্চা না করে শুধু শুকনা বয়ান দিয়ে আরবীর জোয়ার আসবে না। আমাদের আরবী চর্চার জোয়ারই তাদের শুষ্ক মন সিক্ত করবে। সেখানে আবারো আরবীর আবাদ হবে।

আমরা মনে করি, আরবীর সাথে সম্পৃক্ত পরিচয় একটি গৌরবময় পরিচয়। ছাত্রদের সামনে আমরা নিজেদের আরবীর সাথে সম্পৃক্ততা এবং আরবীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করব। মন্তব্য আরবীতে লিখব। ছোটখাটো প্রয়োজনীয় শব্দগুলো আরবীতে বলব। একজন আরবী শিক্ষক আরেকজন আরবী শিক্ষকের সাথে ছাত্রদের সামনে আরবীতে কথা বলবেন। এতে তাদের আরবীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে।

এই মিশনে খেয়াল রাখতে হবে, একচেটিয়া হ'তে গিয়ে আমাদের ভাষাগত স্বকীয়তা যেন নষ্ট না হয়। মোবাইলকে 'জাওয়াল' না বলে মোবাইলই বলুন। কী-বোর্ডকে 'লাওহাতুল মাফাতেহ' বলারও কোন প্রয়োজন নেই। ইংরেজীকে তার স্থানে রাখুন। বাংলাকেও বাংলার স্থানেই রাখুন। বাংলাকে আলাদাভাবে চর্চা করুন। শুধু আরবী কিতাব বুকে জড়িয়ে রেখে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলাম বিরোধী অপশক্তির রহম ও করমে ছেড়ে দেয়াও চরম অন্যায়।

স্বকীয়তা বজায় রাখার একটি ছোট্ট উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, একজন আরবী শিক্ষক যদি তার ক্লাসে বলেন, তোমাদেরকে আরবী রিডিং, রাইটিং ও স্পিকিং-এ পারদর্শী হ'তে হবে। তবে তার ভাষা সুন্দর হ'ল না। কারণ রিডিং, রাইটিং ইংরেজীতে হয়। আরবীতে ক্বিরাআত, কিতাবাত এবং মুকালামা হয়। ইংরেজীতে যদি এক্সপার্ট হয়। বাংলাতে হয় পারদর্শী। আরবীতে হয় মাহের। ভাষাভেদে তাকে শব্দ চয়ন করতে হবে। একজন মাদ্রাসার ছাত্র যদি পোষাক ও ড্রেস চিনে, তাহ'লে তার লেবাস চিনলে সমস্যা কি? সে যদি আরবী সাইনবোর্ড পড়তে পারে, একটি আরবী পত্রিকার ভাষা বুঝতে পারে, ছালাতে দাঁড়িয়ে ইমাম ছাহেবের তিলাওয়াতের অর্থ বুঝতে পারে তবে কার কি ক্ষতি হ'ল?

ছাত্রদের যে দরখাস্তগুলো শিক্ষক এবং মাদ্রাসাপ্রধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে সে দরখাস্তগুলো আরবীতে হ'তেই পারে। যেগুলো দরখাস্ত হিসাব বিভাগ বা ভিন্ন টেবিলে যাবে সেগুলো বাংলায় হ'লে সমস্যা নেই। ছোটখাটো দরকারে ক্লাস থেকে বাইরে যাওয়ার ছুটি নিতে আরবী বলা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। বিভিন্ন মেয়াদী আরবী মুকালামায় পুরস্কার ঘোষণা করা যেতে পারে। যেমন বলা হ'ল, আগামী এক সপ্তাহ যারা পূর্ণ আরবীতে কথা বলবে তাদের মাঝে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। এক সপ্তাহ পরে যদি দশজন ছাত্র পাওয়া যায় তবে তাদের সবার সাথে আরবী মুকালামা করে তাদের দাবীর সত্যতা যাচাই করতে হবে এবং তাদের ফাছাহাত বিবেচনা করে পুরস্কৃত করা হবে। যদি ইচ্ছা থাকে তবে অনেক কিছুই সম্ভব। আমার এক শিক্ষক বলতেন, 'করলে কাজ শরবত, না করলে পাহাড়-পর্বত'।

আমরা মনে করি, বাংলাভাষী হয়ে, বাংলাদেশে থেকেও যদি ইংরেজীকে আপন করা সম্ভব হয়, তবে মুসলিম হিসাবে বাঁচার জন্য দুয়েক হরফ আরবী শেখাই যায়। শুধু কুরআন-হাদীছ বোঝার স্বার্থে যদি বিভিন্ন জনপদ নিজেদের মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে আরবী চর্চার মাধ্যমে আরবীকে তাদের নিজেদের ভাষা বানিয়ে নিতে পারে, তবে দু'লাইন আরবী শেখা আমাদের জন্য খুবই কষ্টের হবে বলে আমরা মনে করি না। সুতরাং কে বুঝবে না, কে হাসবে, কে কি বলবে... এতগুলো বিবেচনার পাহাড় মাথায় নিয়ে আরবী চর্চা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

শেষ কথা : শেষকথায় আমরা আবারো শুরুর কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আমরা ইংরেজী বিদ্বেষী নই। জীবনে চলার জন্য ইংরেজীর প্রয়োজন আছে। আমরা ইংরেজীকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তবে একজন মুসলিম হিসাবে, একজন মাদ্রাসা ছাত্র হিসাবে তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করি আরবীকে। আমি আমার পূর্ণ লেখায় কাউকে আঘাত করতে চাইনি। আমি প্রিয় তালিবুল ইলমদের আরবীতে উৎসাহ দিতে গিয়ে, শিক্ষকগণকে নিজের অন্তর-দহনের কথা শোনাতে গিয়ে যদি বাড়তি কিছু বলে থাকি, তবে তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

আমরা মনে করি, একজন মাদ্রাসা ছাত্রকে ইসলামের স্বার্থেই বৈশ্বিক হ'তে হবে। সারাবিশ্বকে সামনে রেখে তাকে এগুতে হবে। তাকে ভাষাগতভাবে আরবী, বাংলা, ইংরেজীতে পারদর্শী হ'তে হবে। একই সাথে তাকে 'জিও পলিটিক্স' বুঝতে হবে, 'ইকোনোমিক্স' বুঝতে হবে, 'সাম্রাজ্যবাদ' বুঝতে হবে, 'পশ্চিমা দর্শন ও সংস্কৃতি' চিনতে হবে। 'জীবনদর্শন' বুঝতে হবে। 'বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব' বুঝতে হবে। ফেমিনিজম, কমিউনিজম, ডেমোক্রেসি বুঝতে হবে। আমি যদি বলি, তারা এগুলোর কোনটাই বোঝে না। আর এই কথাতে যদি আঘাত করা হয়, তবে সেই আঘাতই ভাল। কোনকিছু প্রতিষ্ঠা করার মত শক্তি ও সামর্থ্য কোনটাই হয়ত আমার নেই। তবুও তালিবুল ইলমদের মাঝে আরবী চর্চা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমার মন চায় বড্ড বেপরোয়া এবং কঠিন বিবেচনাহীন হ'তে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক*।

কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যাবে না

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

আমরা কোন মুসলমানকে সে যত সৎকর্মই করুক না কেন তাকে যেমন জান্নাতী বলে ঘোষণা দিতে পারি না। অনুরূপভাবে কোন মুসলমান যত মন্দ কাজই করুক না কেন তাকে জাহান্নামী বলেও ঘোষণা দিতে পারি না। কারণ কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী সাব্যস্ত করা একমাত্র আল্লাহ্রই কর্তৃত্বাধীন। কাউকে জাহান্নামী সাব্যস্ত করার শাস্তি কতটা ভয়াবহ হ'তে পারে নিম্নোক্ত হাদীছটি তার বাস্তব উদাহরণ।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু'জন ব্যক্তি ছিল। তাদের একজন পাপ কাজ করত এবং অন্যজন সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকত। যখনই ইবাদতরত ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে দেখত, তখনই তাকে খারাপ কাজ পরিহার করতে বলত। একদিন সে তাকে পাপ কাজে লিপ্ত দেখে বলল, তুমি এমন কাজ থেকে বিরত থাক। পাপী ব্যক্তি বলল, আমাকে আমার রবের উপর ছেড়ে দাও! তোমাকে কি আমার উপর পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে? সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না, অথবা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।

অতঃপর দু'জনকেই মৃত্যু দিয়ে আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত করা হ'ল। আল্লাহ ইবাদতগুযার ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আমার সম্পর্কে জানতে? অথবা তুমি কি আমার হাতে যা আছে তার উপর ক্ষমতাবান ছিলে? আর পাপীকে বললেন, তুমি চলে যাও এবং আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ কর। আর অপর ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি বললেন, তোমরা একে জাহান্নামে নিয়ে যাও। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন! সে (ইবাদতগুযার ব্যক্তি) এমন উক্তি করেছে, যার ফলে তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়েই বরবাদ হয়ে গেছে' *(আবূদাঊদ হা/৪৯০১; ছহীহুল জামে' হা/৪৪৫৫; সনদ ছহীহ)*।

শিক্ষা :

(১) অত্র হাদীছের মাধ্যমে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক কল্যাণকামিতার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

(২) মহান আল্লাহ মানবজাতিকে নানাবিধ মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ বেশী ইবাদতগুযার, কেউ কম ইবাদতকারী। কেউ অল্প পাপী, কেউ বেশী পাপী।

(৩) পাপিষ্ট ব্যক্তির উপর নছীহত অনেক ভারী হয়ে থাকে। এজন্য পাপী লোকটি উপদেশ দাতাকে বলেছিল, তোমাকে কি আমার উপর পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে?

(৪) যদি নছীহতকারী নিশ্চিত হন যে, তার উপদেশ অন্যকে একগুঁয়েমির দিকে পরিচালিত করবে, তবে সেই ক্ষেত্রে নছীহত প্রদান না করাই বাঞ্ছনীয়।

(৫) দাঈকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, তার দাওয়াত সবাই কবুল করবে না। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করবেন, কেবল তার হৃদয়েই দাঈর দাওয়াত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

(৬) দাঈকে অবশ্যই ধৈর্যশীল ও সনহশীল হ'তে হবে। রাগ নিয়ন্ত্রকারী হ'তে হবে। সে যেন কারো কথায় রাগ করে হাদীছে বর্ণিত ইবাদতগুযার ব্যক্তির ন্যায় বলে না ফেলেন, 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না'।

(৭) কাউকে সরাসরি জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যাবে না। কেননা কে জান্নাতে যাবে, আর কে জাহান্নামে যাবে, আল্লাহ কাকে ক্ষমা করবেন এবং কাকে ক্ষমা করবেন না– সেটা কেবল আল্লাহই জানেন।

(৮) ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক ঝগড়-বিবাদকারীকে একত্রিত করা হবে এবং পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করা হবে। যেমন হাদীছে বলা হয়েছে, *অতঃপর দু'জনকেই মৃত্যু দিয়ে আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত করা হ'ল।*

(৯) আল্লাহ্ই কেবল অদৃশ্যের খবর রাখেন। তিনিই 'আলিমুল গায়েব। সুতরাং ইলমুল গায়েবের দাবী করা সীমালংঘন ও কুফরী। এজন্য আল্লাহ সেই ইবাদতগুযার বান্দাকে বলেছেন, *তুমি কি আমার হাতে যা আছে তার উপর ক্ষমতাবান ছিলে?* আল্লাহ বলেন, 'আর গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউই তা জানে না। স্থলভাগে ও সমুদ্রভাগে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। গাছের একটি পাতা ঝরলেও সেটা তিনি জানেন। মাটিতে লুক্কায়িত এমন কোন শস্যদানা নেই বা সেখানে পতিত এমন কোন সরস বা শুষ্ক ফল নেই, যা (আল্লাহ্র) সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই' *(আন'আম ৬/৫৯)*।

(১) আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল। তিনি অনেক বড় পাপীকেও ক্ষমা করে জান্নাত প্রদান করতে পারেন। আবার তিনি শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। ফলে ইবাদতগুযারকেও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করতে পারেন।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল *(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

খাওয়ার পর মাত্র ১০ মিনিট হাঁটলেই যে সুফল পাবেন

খাবার খাওয়ার পর অনেকেরই আলসেমি পায়। বিশেষ করে রাতে খাদ্যগ্রহণ শেষে অনেকেই শুয়ে পড়েন। কিন্তু খাওয়ার পর খানিকটা হাঁটাহাঁটি করা ভালো অভ্যাস। কাজটা কষ্টকর মনে হ'লেও এর উপকারিতাগুলো জানা থাকলে দারুণ অভ্যাসটি গড়ে তুলতে উৎসাহ পাবেন। যদি তিনবেলা খাবার খাওয়ার পর আপনি ১০ মিনিট হাঁটেন, তাহ'লে রোজ আধা ঘণ্টা হাঁটার সুফল মিলবে।

খাওয়ার পরপরই শোবেন না : খাওয়াদাওয়া মানেই ক্যালরি গ্রহণ। খাওয়া সেরেই যদি শুয়ে পড়েন, তাহ'লে শরীরের বিপাকহার কমে যাবে। তার মানে পর্যাপ্ত ক্যালরি খরচ হবে না। তাছাড়া হজমপ্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হ'তে পারে। তাই খাওয়ার পর শোবেন না। বরং বিপাকহার বাড়াতে খাওয়ার পর হাঁটুন। এভাবে হাঁটার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে আপনার পক্ষে ওযন কমানোও সহজ হবে।

শুরুটা হোক 'শুরু' থেকেই : খাবার খাওয়া শুরুর আগেই সংকল্প করুন, খাওয়ার পর অবশ্যই হাঁটবেন। খেতে বসেও খেয়াল রাখুন, যাতে একেবারে ভরপেট খাওয়া না হয়ে যায়। কারণ ভরপেট খাবার খেলে আপনি হাঁটতেও অস্বস্তি অনুভব করবেন। তবে খাওয়ার পর হাঁটার অভ্যাস না থাকলে আপনাকে ধীরে ধীরে অভ্যাসটা গড়ে তুলতে হবে। শুরুতেই ১০ মিনিট হাঁটতে অসুবিধা মনে করলে আরও কম সময় হাঁটুন। ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে নিন।

খাওয়ার পর যেভাবে হাঁটবেন : খাওয়ার পর আপনি খুব দ্রুত হাঁটতে পারবেন না। একটু ধীর বা মাঝারি গতিতে হাঁটুন। বারান্দায়, করিডোরে কিংবা ঘরেও হাঁটতে পারেন খাওয়ার পর। পরিবারের অন্যদের সঙ্গে নিয়েও হাঁটতে পারেন এই সময়। সুঅভ্যাস গড়ে তুলুন সবার মধ্যেই।

আরও যত উপকার : খাওয়ার পর হাঁটলে খাবার হজম হয় ঠিকঠাক। রক্তচাপ ও রক্তের সুগার থাকে নিয়ন্ত্রণে। রক্তে খারাপ চর্বির পরিমাণও কমে যায়। হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমে, তাছাড়া এভাবে হাঁটলে আপনার ঘুমও ভালো হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, খাওয়ার পর হাঁটলে কারও কারও বদহজম হ'তে পারে। তাঁদের খাওয়ার পর অন্তত ১০ থেকে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে এরপর হাঁটতে হবে। আর এই হাঁটার গতিও রাখতে হবে ধীর। খাওয়ার পরিমাণটা যাতে বেশী না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখা আবশ্যক।

ফাস্টফুড কেন খাবেন না

বার্গার, স্যান্ডউইচ, পেস্ট্রি, কেক, বিস্কুট, শিঙ্গাড়া, সমুচাসহ মুখরোচক সব খাবার ফাস্টফুড নামে পরিচিত। চটজলদি খিদে মেটালেও এসব খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই তথ্য সবার জানা। তবে মুখরোচক ফাস্টফুড ঠিক কতটুকু ক্ষতিকর এই তথ্য অনেক সময় আমাদের মাথায় থাকে না। ওযন বাড়ার সমস্যা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, পেটের সমস্যাসহ নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরির প্রধান কারণ ফাস্টফুড ও কোমল পানীয়তে আসক্তি। পাশ্চাত্যের বহু দেশে মুটিয়ে যাওয়া বা ওবিসিটি রোগ এখন মহামারি আকারে রূপ নিয়েছে। আর এর জন্য ফাস্টফুডকে দায়ী করছেন পুষ্টিবিদরা।

ফাস্টফুডে থাকা চর্বি রক্তে কোলেস্টেরল বাড়িয়ে দিয়ে ধমনিতে ব্লক সৃষ্টি করে। পাশাপাশি উচ্চমাত্রার লবণ, টেস্টিং সল্ট বা মনো সোডিয়াম গ্লুটামেট ও কৃত্রিম রং থাকায় ফাস্টফুড উচ্চ রক্তচাপ এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি তৈরি করে। সমান ঝুঁকি থাকে ডুবো তেলে ভাজা ফাস্টফুডেও।

এতে ফাইবার বা আঁশ থাকে না বলে শরীরে ক্ষতিকর মুক্তকণিকা বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে শাকসবজি বা ফুল জাতীয় আঁশযুক্ত খাবারে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীর থেকে মুক্তকণিকা দূর করে।

ফাস্টফুডের আরও একটি বিপদ হ'ল, এ থেকে নানা ধরনের পেটের রোগ হওয়ার ঝুঁকি থাকে। অধিকাংশ ফাস্টফুডে ক্ষতিকর রং ও প্রিজারভেটিভ থাকে।

আসুন, দেখে নেওয়া যাক ফাস্টফুডের সঙ্গে কী ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক জমা হচ্ছে আমাদের শরীরে।

১. টারট্রাজিন : হলুদ রঙের এই রাসায়নিক থাকে কোল্ড ড্রিংকস, কেক, বিস্কুট, পুডিং, সস ও গোশতের খাবারে। এর প্রভাবে শিশুদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। শ্বাসকষ্ট হ'তে পারে। যাঁরা নিয়মিত অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খান তাঁদের মাথা ঘোরা, মাথা ধরা ও অ্যালার্জির সমস্যা হ'তে পারে।

২. সানসেট ইয়েলো : বহুল ব্যবহৃত হলুদ রঙের এই প্রিজারভেটিভ চকলেট, অরেঞ্জ ড্রিংকস, স্যুপ ও বিস্কুটে ব্যবহার করা হয়। এর প্রভাবে শিশুদের অস্থিরতা, শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানি দেখা দেয়।

৩. ইনডিগো কারমিন : নীল রঙের এই রাসায়নিক নানা রকম গোশতের খাবারে ব্যবহার হয়। এর প্রভাবে শ্বাসকষ্ট ও অ্যালার্জি দেখা দেয়।

৪. কার্বন ব্ল্যাক : কালো রঙের এই রাসায়নিক জুস, জ্যাম, জেলি, বাদামি সসে ব্যবহার করা হয়। এর প্রভাবে অ্যালার্জি হ'তে পারে।

৫. বেনজোয়িক অ্যাসিড : টিনের ফল, আচার, টিনের মাছ প্রভৃতি সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয়। এর প্রভাবে হাঁপানি, অ্যালার্জি এবং ক্যান্সার হ'তে পারে।

এসব রাসায়নিক যকৃতেরও ক্ষতি করে। ক্যান্সার সৃষ্টির কারণও এসব উপাদান।

তাই ফাস্টফুড না খেয়ে রান্না খাবার যেমন ভাত, রুটি, ডাল, তরকারি, মাছ, বাদাম, শাকসবজি খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। পাশাপাশি টক দই, সালাদ ও ফল খেতে হবে। ৪০ বছর বয়স পার হ'লে ডিম, গোশত, মাখন, ঘি, মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দিন।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

লাশের মিছিল

-আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, দিনাজপুর।

আর কত লাশ পড়লে বল, শান্ত হবে আঁখি,
ছাত্র ওরা যুবক তরুণ নয়তো তারা পাখি।
আর কত লাশ বাবার কাঁধে বইতে হবে বল,
আর কত রাত পার হ'লে ফের কাটবে নিকশ কালো।
আর কত লাশ মহাসড়কে থাকবে নিথর পড়ে,
চোখ আর কত কাঁদবে বল পড়বে পানি গড়ে।
বেলকনিতে মরবে ক'জন সকাল-বিকাল-সাঁঝে
মুক্ত আকাশ দেখতে মানা শিশু কি তা বুঝে?
গণহত্যা, গণকবর, গণকাফন-দাফন
সকল 'গণ' এর জন্য দায়ী গণতন্ত্রের শাসন।

নব-আহ্বান

-সারওয়ার মিছবাহ
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী
আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নতুন দিনের কর্মী মোরা নতুন পথে পা বাড়াই,
সব পুরাতন পিছে ফেলে একসাথে চল সামনে যাই।
আয় না মোরা সাজাই ধরা নতুন করে শ্যাম-গ্রহে,
আয় না মোরা নতুন করে নামি নতুন বিদ্রোহে।
যত পঁচা রীতি-নীতি সব ছুঁড়ে ফেল নর্দমায়,
নব–নবীনের এই মিছিলে এক সাথে চল সামনে যাই।
অযত্নে আর অবহেলায় পেরিয়ে গেছে অনেক কাল,
আঁধার ঘেরা কুটিরে ফের নতুন করে জ্বাল মশাল,
নতুন করে বোনরে ফসল অনাবাদি এই ধরায়,
বিশ্ব গড়ার আন্দোলনে এক সাথে চল সামনে যাই।
আজকে তাদের ধ্বংস হবে ভাগ্যে তাদের নেই কো মাফ,
ন্যায়-সততা খুইয়ে ধরায় আনলো যারা বে-ইনছাফ।
শাবল নিয়ে চল এগিয়ে অত্যাচারীর শিশখানায়,
যুলুমবাজের খুঁড়তে কবর একসাথে চল সামনে যাই।
ধরায় যত মোদের ভূমি আনবো মোরা একদাগে,
জেল-হাজত আর রণভূমি বদলে দেব ফুলবাগে।
সব মুসলিম এক কাতারে দাড়াঁক আমরা এটাই চাই,
জগৎ গড়ার মাশওয়ারাতে একসাথে চল সামনে যাই।

যুবাদের ইতিহাস

-মুহাম্মাদ রুবেল হোসাইন
হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, মেহেরপুর।

সুপ্ত ছিল যে দীর্ঘকাল
হঠাৎ উঠেছে জ্বলি,
সেও ফুটেছে ফুল হয়ে
যে ছিল এতকাল কলি।
পদাঘাতে সে ছিন্ন করেছে
অনিয়মের শত শৃঙ্খল,
ভেঙ্গেছে যত স্বেচ্ছাচারিতা
মিথ্যাকে করে পদতল।
ওরা তো যুবক, ওরাই তরুণ
ওরা নতুন ভবিষ্যৎ,
অগ্রগামী সফলকামী ওরা
অন্ধকারে আলোর পথ।
যুগে যুগে ওরা ফিরে এসেছে
বিবিধ বীরের বেশে,
জ্বলজ্বল করে কীর্তি তাদের
দুনিয়ার ইতিহাসে।

খুলে দাও মনের বাঁধন

-মুহাম্মাদ গিয়াছ, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা।

হে আল্লাহ! তাওফীক দাও করি ধৈর্যধারণ,
অনুগত হই তব, দাও মোরে সুখের মরণ।
ফিরিয়ে নিওনা আমা থেকে কভু তব মুখ,
ক্ষমা কর দয়া কর দূর কর সব দুখ।
হে প্রভু! তব সিজদায় হই অবনত,
হস্ত-পদ ও ললাটদেশ করি তব পদানত।
যতদিন বাঁচিয়ে রাখ ঠিক রাখ ঈমান,
ঈমানের সাথে মৃত্যু দিয়ে কর ভাগ্যবান।
সঠিক পথ বলে দাও যেন করি অনুসরণ,
তোমার অনুগ্রহে করি যেন সৌভাগ্য অর্জন।
ইখলাছের উপর যেন করি জীবন-যাপন
নেক আমলের সাথে যেন থাকি সারাক্ষণ।
তোমার দিশায় যেন কাটে জীবনের ঘোর
কামনা এটাই প্রভু এই দো'আ মোর।

অহংকার পতনের মূল

-জিহাদুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মানুষ তুমি বড়াই করো
টাকা বাড়ী-গাড়ীর।
সময় হ'লে যেতে হবে
তোমার আসল বাড়ী।
মানুষ তুমি মহড়া দেখাও
রাজ্য-জমিদারীর।
সবকিছুই তো রয়ে যাবে
যাবে তুমি ফিরি।
কত রাজা আসছে-গেছে
দুই দিনের এই দুনিয়া
টিকেনি কারো রাজ্য, জমিদারী
অহংকারের লাগিয়া।
কত টাকা কত সৈন্য
ছিল নমরূদের দরবারে।
ক্ষুদ্র মশা মারল তাকে
পাড়ি দিল ওপারে।
ফেরাঊনের তো কম ছিল না
অহংকারী ভাব
সমুদ্রে ডুবিয়ে মারল
তার জমানো পাপ।

স্বদেশ

বন্যায় ৭৪ জনের প্রাণহানি, সাড়ে ৯ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, ৬ হাযার কি.মি. সড়ক সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত

গত আগস্টে ফেনীসহ দেশের পূর্বাঞ্চলের ১১টি যেলায় আকস্মিক বন্যায় মোট ১৪ হাযার ২৬৯ কোটি ৬৮ লাখ ৩৩ হাযার টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে এবং এতে প্রাণ হারিয়েছেন ৭৪ জন ও আহত হয়েছে ৬৮ জন। এই বন্যায় কৃষি, বাসস্থান, রাস্তাঘাট ও সামগ্রিক অবকাঠামোর ক্ষতির ওপর ভিত্তি করে আর্থিক ক্ষতির হিসাব তৈরি করা হয়েছে। বন্যায় সরকারি হিসাবে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মোট ৯ লাখ ৪২ হাযার ৮২১ জন। ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল ৪৫ লাখ ৫৬ হাযার ১১১ জন।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর বন্যার এক মাস পর মোট প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির হিসাব তুলে ধরে এসব তথ্য জানান অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম।

উজানের ঢল ও অতি ভারী বর্ষার কারণে গত ২০শে আগস্ট থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। দ্রুত তা ছড়িয়ে যায় ফেনী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, লক্ষ্মীপুর ও কক্সবাজারে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হয়েছে জানিয়ে উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বলেন, ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এজন্য গঠন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি। যেলা ও উপযেলা কমিটিও গঠিত হবে। কমিটির সদস্যরা পুরো পুনর্বাসন কর্মসূচি তদারকি করবেন।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, ২ হাযার ২৩৩ কিলোমিটার পাকা সড়ক সম্পূর্ণ এবং ৩ হাযার ৯৮৪ কিলোমিটার সড়ক আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ১ হাযার ১৫২ কিলোমিটার কাঁচা সড়ক সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে।

সুনামগঞ্জে চিকসা গ্রামে সামাজিক অনুষ্ঠানে উচ্চস্বরে গান-বাজনা নিষিদ্ধ ঘোষণা

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপযেলার এক গ্রামে বিয়ে-জন্মদিন বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে গান-বাজনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রামে কেউ গান-বাজনা করলে তাকে বিচারের আওতায় আনা হবে। গত ১৭ই আগস্ট রাতে উপযেলা সদরের চিকসা গ্রামের মানুষ মাতব্বরদের নিয়ে এ নিয়ম চালু করে। জানা যায়, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে উচ্চ শব্দে গান-বাজনার কারণে রোগী, বৃদ্ধ ও শিশুদের সমস্যা হয়। তাছাড়া ইসলাম ধর্মে গান-বাজনা নিষিদ্ধ।

এই বিষয়ে গ্রামের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বলেন, গ্রামের মুসলিম ভাইয়েরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুনেছি। উচ্চ শব্দে গান-বাজনা হার্টের রোগী ও বৃদ্ধদের কষ্ট দেয়। আমাদের কোন সমস্যা নেই। চিকসা গ্রামের ইউপি সদস্য শফিকুল হক বলেন, আমাদের গ্রামটি সদর ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় গ্রাম। গ্রামে হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্মের লোক বসবাস করেন। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ মুসলিম। কেউ যদি না মানে, তাহ'লে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর এই গ্রামে বসবাসকারী হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভাইদের জন্য এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আলী জানান, উচ্চ শব্দে গান-বাজনায় শব্দ দুষণ হয়। সেকারণ এতে আইনগতভাবেও বাধ্যবাধকতা আছে। চিকসা গ্রামের মাতব্বররা একটি সুন্দর উদ্যোগ নিয়েছেন।

বিআইজিডি জরিপ : দেশ ঠিক পথে যাচ্ছে মনে করেন ৭১% মানুষ

দেশ ঠিক পথে যাচ্ছে বলে মনে করেন দেশের ৭১ শতাংশ মানুষ। আর ৮১ শতাংশ মানুষ চান সংস্কার কার্যক্রম শেষ করতে যত দিন প্রয়োজন ততদিন ক্ষমতায় থাকুক অন্তর্বর্তী সরকার। আর শতকরা ১৩ ভাগ মানুষ মনে করেন অতিদ্রুত নির্বাচন দিয়ে সরকারের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

'পালস সার্ভে ২০২৪ : জনগণের মতামত, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশা' শীর্ষক এক জনমত জরিপে এ চিত্র উঠে এসেছে। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিআইজিডি জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। বিআইজিডির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মির্জা এম হাসান জরিপের ফলাফল তুলে ধরেন। গত ২২শে আগস্ট থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে এ জরিপ পরিচালনা করা হয়।

জরিপে গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মতামত নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অংশ নেন নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সামিনা লুৎফা, জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখপাত্র সামান্তা শারমিন প্রমুখ।

ভোলায় আরও সাড়ে ৬ লাখ কোটি টাকা মূল্যের গ্যাসের সন্ধান

দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় দ্বীপযেলা ভোলায় আরো সাড়ে ছয় লাখ কোটি টাকার উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের সন্ধান মিলেছে। এর পরিমাণ প্রায় ৫.১০৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ)। তথ্য বলছে, এই গ্যাসে পুরো বাংলাদেশের গ্যাসের চাহিদা মেটাতে পারবে আরো অন্তত পাঁচ বছর।

ভোলার শাহবাজপুর ও ইলিশায় ২.৪২৩ টিসিএফ এবং চর ফ্যাশনে ২.৬৮৬ টিসিএফ মওজূদ গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এক গবেষণা প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। বাংলাদেশ এখন বিদেশ থেকে উচ্চমূল্যে এলএনজি আমদানি করে গ্যাসের চাহিদা পূরণ করছে।

পেট্রোবাংলা ও বাপেক্সের সঙ্গে যৌথ চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কোম্পানি গ্যাজপ্রম চার বছর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে এই মওজূদ গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে ভোলায় পাঁচটি কূপ দিয়ে দৈনিক ৮০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। আর এই কূপগুলো থেকে গ্যাস উত্তোলন প্রকল্প সঠিক সময়ে বাস্তবায়িত হ'লে দৈনিক ৯২০ মিলিয়ন ঘনফুট উত্তোলন করা যাবে। এতে একদিকে দেশের গ্যাস সংকট দূর হবে, অন্যদিকে উচ্চমূল্যের এলএনজি আমদানির নির্ভরতাও কমবে। এই গ্যাস দিয়ে ছয় হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের জুন মাসে গবেষণা প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়ে গবেষক দলসহ সংশ্লিষ্টরা এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করে জাতিকে জানাতে চাইলে তৎকালীন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী খবরটি চেপে যাওয়ার নির্দেশনা দেন। তার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ মূল্যে দেশের বাইরে থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করা এবং এলএনজি আমদানিকারক ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে সুবিধা দেয়া।

এ বিষয়ে গ্যাজপ্রমের একজন গবেষক বলেন, প্রতিমন্ত্রী খবরটি

প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। আমরা এখন অন্তর্বর্তী সরকারের জ্বালানি উপদেষ্টার কাছে আমাদের প্রাপ্ত ফলাফলের প্রেজেনটেশন উপস্থাপন করতে চাচ্ছি।

বিদেশ

ভয়াবহ বন্যার কবলে এশিয়া ও ইউরোপ

ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন সহ এশিয়া ও ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ। সম্প্রতি চীনের অর্থনৈতিক হাব সাংহাইতে আঘাত হেনেছে টাইফুন বেবিনকা। ৭৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ১৫১ কিলোমিটার গতিবেগসম্পন্ন এই ঝড়ের প্রভাবে সাংহাই জুড়ে চরম অচলাবস্থা বিরাজ করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চার দেশে আঘাত হেনেছে টাইফুন ইয়াগি। যার প্রভাবে সৃষ্ট প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিধসে মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, লাওস ও থাইল্যান্ডে প্রাণহানি পাঁচ শতাধিক ছাড়িয়েছে। লাখ লাখ বাড়িঘর ও বেশ কিছু বাঁধ ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘরছাড়া হয়েছে কয়েক লাখ মানুষ। নিখোঁজ রয়েছে অনেকে।

অন্যদিকে, ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ। তিন দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার কবলে ইউরোপের দেশ পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি ও চেক প্রজাতন্ত্র। নাজুক অবস্থায় রয়েছে অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও স্লোভাকিয়া। সব দেশেই জারী রয়েছে বন্যা সতর্কতা। বন্যা মোকাবিলায় সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দেশগুলোর সরকার। মানুষের দুর্ভোগ পৌঁছেছে চরমে।

এদিকে মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলে শুক্রবার মৌসুমি ঝড় ইলিয়ানা আঘাত হানার প্রভাবে শুরু হওয়া বৃষ্টিতে বন্যা ও ভূমিধস দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে ১০ জনের বেশি মানুষের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। নিখোঁজ রয়েছে অনেকে। চলছে উদ্ধার তৎপরতা।

চেক রিপাবলিকের অনেক শহর-গ্রাম বন্যার পানিতে ডুবে গেছে। শহরের প্রায় প্রতিটি রাস্তা এখন ৬ ফুট পানির নীচে। মোবাইল ও টেলিযোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে চলতি বছর অতীতের সব রেকর্ড ভেঙেছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। কলকাতায় টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়েছে জনজীবন। পশ্চিমবঙ্গের কাছাকাছি অবস্থান করায় বৈরি আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানকার উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাসের পাশাপাশি বন্যা সতর্কতা জারী করা হয়েছে।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়েছে এশিয়ার আরেক দেশ পাকিস্তান। ভারি বৃষ্টি, ভূমিধস আর বন্যায় শুধু খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এক্ষণে এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ কি কেবল আবহাওয়া পরিবর্তন! সে বিষয়ে এখনো ঐক্যমতে আসতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। তবে একটা বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত যে বৈশ্বিক উষ্ণতা যত বাড়ছে, ঘূর্ণিঝড় তত বেশী শক্তিশালী হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা আরও অধিক উষ্ণ হওয়া এর প্রাথমিক কারণ হ'তে পারে। গত চার দশকে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

নিঃসঙ্গতায় ডুবছে জাপান : ছয় মাসে একাকী মারা গেছে প্রায় ৪০ হাযার মানুষ!

নিঃসঙ্গতার ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে জাপানে। পরিস্থিতি এতটাই চরমে পৌঁছেছে যে, মৃত্যুর সময়ও কাউকে পাশে পাচ্ছে না দেশটির বহু সংখ্যক নাগরিক! জানা গেছে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশটিতে প্রায় ৪০ হাযার মানুষ নিজ বাড়িতে একাকী মারা গেছেন। এর মধ্যে প্রায় চার হাযার মানুষকে মৃত্যুর এক মাসের অধিক সময় পর উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ১৩০টি মরদেহ পাওয়া গেছে মৃত্যুর অন্তত এক বছর পর। জাপান পুলিশের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন অ্যান্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি রিসার্চ এক গবেষণা প্রতিবেদনে জানায়, ২০৫০ সালের মধ্যে দেশটির প্রতি পাঁচটি পরিবারের মধ্যে একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে একা একা জীবন কাটাতে হ'তে পারে। জাপানী তরুণ-তরুণীদের দেরিতে বিয়ে করার প্রবণতা বা অনেকের সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

এদিকে প্রবীণদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ায় জনসংখ্যা সংকটের মুখে পড়েছে জাপান। সেখানে চিকিৎসা ও কল্যাণ ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। বিপরীতে কমছে শ্রমশক্তি। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশী প্রবীণ জনসংখ্যা পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপানে।

[আল্লাহর দেওয়া স্বভাবগত বিধানের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপই এর একমাত্র কারণ। অতএব বিয়ের বয়সসীমা বাতিল করে যৌপনে পদার্পণকারী তরুণ-তরুণীদের দ্রুত বিবাহ দেয়া যরূরী। (স.স.)]

মুসলিম জাহান

নারীদের পর্দা ও পুরুষদের দাঁড়ি রাখা বাধ্যতামূলক করল আফগানিস্তান

নারীদের বোরকা পরে মুখ ঢেকে পর্দা করা ও পুরুষদের দাঁড়ি রাখার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা রেখে আইন জারী করেছে আফগানিস্তান।

সেই সাথে আরও কিছু নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে দেশটির সরকার। যার মধ্যে অন্যতম হ'ল সবাইকে ছালাত ও ছিয়াম পালন করতে হবে। নারীরা গাড়ি চালাতে পারবেন না, কেউ গান শুনতে পারবেন না। মাহরাম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া কোন গাড়ি চালক নারীকে পরিবহন করতে পারবেন না এবং মিডিয়াগুলোকে শরী'আহ আইন মেনে চলতে হবে। এছাড়া পুরুষরা দাড়ি শেভ করতে পারবেন না। গত বুধবার ৩৫ ধারার এই আইনটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করা হয়।

আফগানিস্তানের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২২ সালে দেওয়া সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার নির্দেশনা এবং শরী'আহ আইন অনুযায়ী নতুন এ আইনটি করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করবে নীতি ও নৈতিকতা মন্ত্রণালয়।

কেউ আইন ভঙ্গ করলে প্রথমে তাকে পরামর্শ দেওয়া হবে। পরবর্তীতে সতর্ক করা হবে এবং মৌখিক নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হবে। এতেও কাজ না হ'লে অপরাধীর সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করা, তিন থেকে চারদিন কারাদণ্ড এবং প্রয়োজনীয় শাস্তি দেওয়া হবে। এসব শাস্তির মাধ্যমেও যদি কেউ সংশোধন না হয়, তাহ'লে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তাদের আদালতে পাঠানো হবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বিশ্বের প্রথম রোবোটিক 'হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট' সম্পন্ন হ'ল সঊদী আরবে

ওয়ার্ল্ডে প্রথমবারের মতো রোবোটিক 'হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট' করা হ'ল মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সঊদী আরবে। সম্প্রতি দেশটির কিং ফায়ছাল স্পেশালিস্ট হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে হৃদরোগে আক্রান্ত

১৬ বছরের এক কিশোরের শরীরে এই প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।

আল-আরাবিয়াহর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশটির কার্ডিয়াক সার্জন ডা. ফেরাস খলীল আড়াই ঘণ্টার ঐ অস্ত্রোপচারটির নেতৃত্ব দিয়েছেন। রোগীর বুকে কোন ধরনের ছিদ্র না করেই ঐ হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই এই অস্ত্রোপচার নিয়ে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করা হয়েছে।

রোবোটিক হার্ট সার্জারিতে ন্যূনতম কাটা-ছেঁড়ার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ওপেন-হার্ট সার্জারির তুলনায় রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সম্ভাব্য জটিলতাগুলোও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

গত বছর একই হাসপাতালে নন-অ্যালকোহলিক লিভার সিরোসিস (এনএএসএইচ) এবং হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমায় (এইচসিসি) ভুগছেন এমন একজন ৬৬ বছর বয়সী সঊদী নাগরিকের ওপর বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ রোবোটিক লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

সিঙ্গাপুরে চিংড়ি চাষে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার!

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে সিঙ্গাপুরে চিংড়ি চাষ করছে ভার্টিক্যাল ওশান্স নামের এক কোম্পানি। উৎপাদিত চিংড়ির স্বাদ প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎপাদিত চিংড়ির চেয়ে ভালো বলে কোম্পানিটি দাবী করছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষের চেয়ে এইআই-এর সাহায্যে ট্যাঙ্কে চাষে অর্ধেক সময়ে চিংড়ি বড় হয়। দু'বছর আগে চালু এআই দিয়ে চিংড়ি চাষের পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরু করেছিল ভার্টিক্যাল ওশান্স। সেই চিংড়ির বাজারজাত শুরু হয়েছে। এআই নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার সিস্টেম সারাক্ষণ পুরো পদ্ধতির উপর নযর রাখে ও পরিস্থিতি উন্নয়নের চেষ্টা করে। পানিতে থাকা ক্যামেরা চিংড়ির বেড়ে ওঠার দিকে নযর রাখে।

এই পদ্ধতিতে এত তথ্য সংগ্রহ হয় যে সেগুলো থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর একমাত্র ভরসা এআই সিস্টেম। চিংড়ি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে কি-না, এআই তা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত কোন সমস্যা হয়নি। কোম্পানির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জন ডিনার প্রায় ১০ বছর চিংড়ি খাতে কাজ করার পর তার মনে হয়েছে প্রতিযোগিতামূলক দাম ও পরিবেশের কথা ভেবে নতুন চাষপদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। ডিনারের দল ইতিমধ্যে এআই চাষপদ্ধতিতে মুরগি বা গরু পালনের পরিকল্পনা করছে। তারা বলছেন, চাষবাসে নতুন পদ্ধতির যুগ শুরু হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে কৃষক হচ্ছে কম্পিউটার।

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২৪
বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনে এগিয়ে আসুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

১২ ও ১৩ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতি ও শুক্রবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২৪-এর উদ্বোধনী ভাষণে সম্মেলনের সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। সূরা নিসার ৫৯-৬১ আয়াত উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব এবং সেই সাথে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলে একটি রাষ্ট্র বাস্তবে রূপ লাভ করে। আমরা এখন আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে বাস করছি। যা দলীয় শাসনব্যবস্থা। এটি কখনো সুশাসন উপহার দিতে পারে না।

তিনি বলেন, যুলুম করাটাই এখন রাষ্ট্র দর্শনে পরিণত হয়েছে। অথচ নবীগণের রাষ্ট্র দর্শন ছিল তাওহীদ ও তাক্বওয়ার দর্শন। এতে সার্বভৌমত্বের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। পরামর্শের ভিত্তিতে এতে আমীর নির্বাচিত হবেন। জনগণ হবে আমীরের আনুগত্যকারী যতক্ষণ তিনি আল্লাহ্র আনুগত্যকারী থাকেন। এটাই হ'ল খেলাফত রাষ্ট্র দর্শন। যার অধীনে রাষ্ট্র প্রধান সহ সকল মানুষের অধিকার সমান। সেই বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। অতঃপর তিনি সবাইকে ধৈর্যের সাথে দু'দিনব্যাপী কর্মী সম্মেলনে সুশৃংখলভাবে অবস্থানের আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ্র নামে কর্মী সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, ১ম দিন বৃহস্পতিবার সকাল ৯-টায় সম্মেলন শুরু হয়। ১ম অধিবেশনের পরিচালক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইনের পরিচালনায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর হিফয বিভাগের পরিচালক হাফেয লুৎফর রহমানের অর্থ সহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। অতঃপর আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর) জাগরণী পরিবেশন করে। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন কর্মী সম্মেলনের আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

উদ্বোধনী ভাষণের পর বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক বক্তব্য শুরু হয়। প্রথমে (১) 'কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। এরপর (২) 'সমাজ সংস্কারে আলেম সমাজের ভূমিকা' বিষয়ে খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম বক্তব্য পেশ করেন। তারপর (৩) 'সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী' বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর ৬ জন আলোচকের মাধ্যমে পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যথা- (ক) 'তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র মাধ্যম সমূহ বিষয়ে পর্যালোচনা করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (খ) 'তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র নীতি ১-৫' বিষয়ে জয়পুরহাট যেলা সভাপতি ডা. আমীরুল ইসলাম, (গ) 'তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র নীতি ৬-১০' বিষয়ে রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান, (ঘ) 'তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র নীতি ১১-১৫' বিষয়ে কুমিল্লা যেলার সাধারণ সম্পাদক জামীলুর রহমান, (ঙ) 'তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহ্র বৈশিষ্ট্য সমূহ' বিষয়ে জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী এবং (চ) 'তারবিয়াহ্র প্রকারভেদ ও বাধা সমূহ' বিষয়ে চট্টগ্রাম যেলার সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীর পর্যালোচনা করেন। একই সময়ে মারকাযের মহিলা শাখার মসজিদে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কর্মীদের নিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পরিচিতির উপর পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অতঃপর বাদ আছর (৪) 'আল-'আওন-এর বার্ষিক রিপোর্ট ও গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (মারকায), (৫) 'কর্মীদের ইখলাছ অর্জনের গুরুত্ব ও মর্যাদা' বিষয়ে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, (৬) 'আন্দোলন-এর অঙ্গ সংগঠনসমূহের কার্যক্রম' বিষয়ে কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া)।

অতঃপর যেলা সংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিতে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য হ'তে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন (৭) কিশোরগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক এস.এম নূরুল ইসলাম, (৮) চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মিনহাজুর রহমান, (৯) ঠাকুরগাঁও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান, (১০) ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, (১১) লালমণিরহাট যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম, (১২) ময়মনসিংহ-দক্ষিণ যেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ফযলুল হক, (১৩) কুমিল্লা যেলার যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুস সাত্তার, (১৪) পাবনা যেলার প্রচার সম্পাদক আফতাবুদ্দীন, (১৫) বগুড়া যেলার কর্মী আবুবকর ছিদ্দীক, (১৬) নওগাঁ যেলার কর্মী মামূনুর রশীদ প্রমুখ।

বাদ মাগরিব (১৭) 'সমাজ সংস্কারে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), (১৮) 'সমাজ সংস্কারে তরুণ ও যুবকদের করণীয়' বিষয়ে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, (১৯) 'রাষ্ট্র সংস্কারে আমাদের প্রস্তাবনা' বিষয়ে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, (২০) আদর্শ শিশু-কিশোর গঠনে সোনামণি সংগঠনের ভূমিকা বিষয়ে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম। বাদ এশা (২১) 'মাল ও মর্যাদার লোভ : সংগঠনের অগ্রগতিতে দু'টি বড় অন্তরায়' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ।

২য় দিন শুক্রবার বাদ ফজর মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে 'মৃত্যুকে স্মরণ' বিষয়ে দরসে কুরআন পেশ করেন কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। একই সময়ে পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে 'তাক্বওয়া' বিষয়ে দরস পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

দরসের পর সামান্য বিরতি শেষে মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ মূল প্যাণ্ডেলে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য শুরু হয়। (১) 'সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকের গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), (২) 'কর্মীদের আমানতদারিতা' বিষয়ে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), (৩) 'সাম্প্রতিক বন্যাত্রাণে সংগঠনের ভূমিকা' বিষয়ে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার

সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা), (৪) 'আন্দোলন'-এর 'অনলাইন কার্যক্রম পরিচিতি' বিষয়ে 'আত-তাহরীক টিভি'র ম্যানেজার আবুল বাশার (দিনাজপুর)।

নাশতার বিরতির পর (৫) 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামকে অগ্রসর করতে আমাদের করণীয়' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান (ফেনী), (৬) 'ইহতিসাব রাখার গুরুত্ব ও সংগঠনের অগ্রগতিতে কর্মীদের নিয়মিত এয়ানত' বিষয়ে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (মারকায), (৭) 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিছু অপপ্রচার ও তার জবাব বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মারকায) বক্তব্য রাখেন। (৮) অতঃপর বিগত ২০২৩-২৪ সেশনের বার্ষিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। (৯) সবশেষে 'সমাজ সংস্কারে হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশনার ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। অতঃপর আমীরে জামা'আত 'যুবসংঘে'র শুরুর দিকের কিছু প্রেক্ষাপট তুলে ধরে ২০২৪-২০২৬ সেশনের জন্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের নাম ঘোষণা করেন এবং জুম'আর পূর্বেই তাদের সহ উপস্থিত সকলের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন : সম্মেলনের ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৯-টা থেকে ১১-টা পর্যন্ত মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উদ্বোধনী বক্তব্যের পর সভাপতির নির্দেশক্রমে ২০২৩-২০২৪ সেশনে কেন্দ্রের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অডিটকৃত হিসাব পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া)। এরপর সংগঠনের ২০২৪-২৫ সেশনের কেন্দ্রীয় বাজেট ও পরিকল্পনা অবহিত করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অতঃপর সংগঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-সদর যেলার উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ সহ অন্যান্যগণ। সবশেষে কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

সম্মেলনের অন্যান্য রিপোর্ট : দু'দিন ব্যাপী কর্মী সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয লুৎফর রহমান (মারকায), হাফেয ওবায়দুল্লাহ (মারকায), হাফেয মুখলেছুর রহমান (বগুড়া), মাওলানা জামীলুর রহমান (কুমিল্লা) ও হাফেয আব্দুল্লাহ নাহিয়ান (ছাত্র, মারকায)। জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), রাক্বীবুল ইসলাম ও ইয়াকূব হোসাইন (মেহেরপুর), হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (কুষ্টিয়া) প্রমুখ।

সম্মেলনের ৭টি অধিবেশনের পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, (২) সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, (৩) শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ ও (৪) মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, (৫) ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়াদূদ এবং (৬) ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।

সম্মেলনে ৬৬টি সাংগঠনিক যেলার ১২৪০ জন বাছাইকৃত কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনেক উপদেষ্টা যোগদান করেন। সম্মেলনের ২য় দিন সকালে ১ জন কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য এবং ৩৮ জন সাধারণ পরিষদ সদস্য মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকট আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

জুম'আর খুৎবা : জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইক্বামতে দ্বীনের ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। সূরা শূরা ১৩ আয়াত উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সকল নবীকে পাঠিয়েছেন ইক্বামতে দ্বীন তথা দ্বীন কায়েমের জন্য। ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে তাওহীদ। অর্থাৎ সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু কোন কোন মুফাসসির ইক্বামতে দ্বীনের অর্থ শুধু রাষ্ট্র ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন, যা মারাত্মক ভুল। অতঃপর তিনি সবাইকে অহি-র বিধান আঁকড়ে ধরে আপোষহীন গতিতে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সবশেষে তিনি কর্মী সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন

১২ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাজশাহী : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অফিস কক্ষে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে আমীরে জামা'আতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ডঃ আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পৃথক পৃথক মতামতের ভিত্তিতে 'যুবসংঘ'-এর ২০২৪-২০২৬ সেশনের সভাপতি হিসাবে দ্বিতীয়বার মনোনীত হন মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। পরদিন জুম'আর পূর্বের 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে মজলিসে শূরার পরামর্শ মতে বর্তমান সেশন থেকে যুবসংঘের সদস্যদের বয়স সীমা ৩২ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ বছর করার কথা ঘোষণা দেন। অতঃপর 'যুবসংঘ'-এর নিম্নোক্ত নব মনোনীত পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা করেন।-

২০২৪-২০২৬ সেশনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের তালিকা

পদবী	নাম	সাংগঠনিক মান	শিক্ষাগত যোগ্যতা
সভাপতি	মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী)	কে.কা. সদস্য	লিসান্স, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়
সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ আবুল কালাম (জয়পুরহাট)	কে.কা. সদস্য	কামিল
সাধারণ সম্পাদক	ফায়ছাল মাহমূদ (সাতক্ষীরা)	কে.কা. সদস্য	দাওরায়ে হাদীছ, কামিল
সাংগঠনিক সম্পাদক	আহমাদুল্লাহ	কে.কা. সদস্য	এম.এ
অর্থ সম্পাদক	আসাদুল্লাহ আল-গালিব (রাজশাহী)	কে.কা. সদস্য	দাওরায়ে হাদীছ, এম.এ
প্রচার সম্পাদক	মুহাম্মাদ আব্দুন নূর (দিনাজপুর)	কে.কা. সদস্য	এম.এ
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ (রাজশাহী)	কে.কা. সদস্য	এম.এ
ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক	হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ	কে.কা. সদস্য	এম.এ

তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন (দিনাজপুর)	কর্মী	এম.এ
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	রাক্বীবুল ইসলাম	কে.কা. সদস্য	এম.এ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	সাজেদুর রহমান	কে.কা. সদস্য	বি.এ ১ম বর্ষ
দফতর সম্পাদক	হাফীযুর রহমান	কর্মী	বি.এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা

বানভাসী মানুষের পাশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'

২০২৪ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও চট্টগ্রামসহ ১১টি যেলা তলিয়ে যায়। লাগাতার প্রবল বর্ষণ ও পার্শ্ববর্তী উজানের দেশ ভারত কর্তৃক সমস্ত বাঁধ খুলে দেওয়ায় প্রবল বেগে ধেয়ে আসা পানিতে সৃষ্টি হয় এই বন্যা। আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে লাখ লাখ মানুষ। পানির তোড়ে ভেসে যায় হাঁস-মুরগী, গবাদীপশু ও পুকুরের মাছ। তলিয়ে যায় ফসলের মাঠ। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী অংশে সড়কের উপরে বন্যার পানির তীব্র স্রোত থাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে কয়েকদিন। স্থানীয়দের ভাষ্য মতে বিগত কয়েক যুগেও অত্রাঞ্চলের মানুষ এরূপ বন্যা দেখেনি। সর্বশেষ গত ১৭ সেপ্টেম্বরের সরকারী হিসাব মতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৪ হাযার ২৬৯ কোটি ৬৮ লাখ ৩৩ হাযার ৫২২ টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত যেলা ১১টি। মোট আশ্রয় গ্রহণকারী ৪৫ লাখ ৫৬ হাযার ১১১ জন। ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যা ৯ লাখ ৪২ হাযার ৮২১ জন। মৃত্যুবরণ করেছে ৭৪ জন এবং আহত হয়েছে ৬৮ জন।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার অঙ্গ সংগঠন সমূহ প্রতিবারের ন্যায় এবারও বানভাসী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। ২০শে আগস্ট বন্যা শুরুর দু'দিন পরেই মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিল থেকে তাৎক্ষণিক কিছু সহযোগিতা সহ 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদকে কেন্দ্র থেকে কুমিল্লা ও ফেনীর উদ্দেশ্যে পাঠান। তারা কুমিল্লায় পৌঁছে ২৩শে আগস্ট শুক্রবার বাদ আছর ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের নিকটবর্তী আলেখারচর বিশ্বরোড সংলগ্ন হাসান জামে মসজিদ ও ইসলামিক কমপ্লেক্সে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা দায়িত্বশীলদের সাথে এক যরূরী বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহকে (কুমিল্লা) আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'উদ্ধার ও ত্রাণ কমিটি' গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির নেতৃত্বে বন্যাকবলিত এলাকাগুলোতে টানা দুই সপ্তাহব্যাপী একইসাথে উদ্ধার ও ত্রাণ বিতরণ কাজ পরিচালনা করা হয়। শুরুতেই যখন ফেনী শহর তলিয়ে যায়, তখন 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডাঃ শওকত হাসানের নেতৃত্বে যেলা 'যুবসংঘ' ও 'পেশাজীবী ফোরামে'র সদস্যগণ ফেনীতে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে গোমতী নদীর বাঁধ ভেঙ্গে গেলে কুমিল্লার বুড়িচং উপযেলা প্লাবিত হয়। ফলে সেখানকার স্থানীয় 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সময়ে সর্বমোট ৬৭০ জন নারী-পুরুষকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার কাজে ট্রাক্টর, নৌকা, স্পীডবোট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

অতঃপর ২৩শে আগস্ট থেকে বন্যাকবলিত এলাকাগুলোতে শুকনা খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি, গুড়, বিস্কুট, বাচ্চাদের দুধ, বিস্কুট, পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, কয়েল, মোমবাতি, লাইটার, ওরস্যালাইন, নাপা ট্যাবলেট ইত্যাদির প্যাকেট বিতরণ শুরু হয়। যা একটানা ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত চলে। এরপর পানি কিছুটা কমে গেলে ২৯ আগস্ট থেকে ভারী খাবার যেমন চাউল-ডাল, লবণ-তেল, আলু-পেঁয়াজ, হলুদ-মরিচ, পানি ইত্যাদির প্যাকেট বিতরণ শুরু হয়। ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় এইভাবে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত থাকে। সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ বিতরণ ও দুর্গম এলাকায় গিয়ে প্রকৃত হকদারদের ঘরে ঘরে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এ বছর একটি প্রধান সমন্বয় কেন্দ্র এবং এর অধীনে আরো ১৩টি শাখা-কেন্দ্র করা হয়। কুমিল্লা যেলার আলেখারচর মূল কেন্দ্র থেকে প্যাকেট করে শাখা-কেন্দ্র সমূহের মাধ্যমে বিতরণ কাজ সম্পাদন করা হয়। সাব-কেন্দ্রগুলো হচ্ছে- (১) ফেনী (২) নোয়াখালী (৩) লক্ষ্মীপুর (৪) বুড়িচং (৫) ব্রাহ্মণপাড়া (৬) লাকসাম (৭) মনোহরগঞ্জ (৮) চৌদ্দগ্রাম (৯) লালমাই (১০) কুমিল্লা-সদর দক্ষিণ (১১) বরুড়া (১২) মুরাদনগর ও (১৩) দেবিদ্বার। এছাড়া চট্টগ্রামে প্যাকেট হয়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয শেখ সা'দীর নেতৃত্বে যেলার বন্যাকবলিত মীরসরাই ও ফটিকছড়িতে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় ৭০১৬ পরিবারের মধ্যে শুকনা খাবার এবং ৪৭৪৫ পরিবারের মধ্যে ভারী খাবার বিতরণ করা হয়। এছাড়া 'আন্দোলন'-এর সুশৃংখল বিতরণ ব্যবস্থা দেখে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থাও 'আন্দোলন'-এর মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ করে। ত্রাণ বিতরণ কাজে স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন মূল কেন্দ্রে ২৫০ জন সহ সর্বমোট ৫৪০ জন।

ত্রাণ বিরতণ কার্যে বিভিন্ন দিনে কেন্দ্র থেকে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, মজলিসে শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ ও তরীকুয্যামান, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীর প্রমুখ।

এছাড়া ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ ত্রাণ কাজে সরাসরি যোগদান করেন। ত্রাণ বিতরণে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে সার্বিক তদারকী করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সেক্রেটারী জনাব তাসলীম সরকার।

ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প : ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার বুড়িচং, কুমিল্লা : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বুড়িচং উপযেলাধীন আরাগ-আনন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র উদ্যোগে বন্যা কবলিত মানুষের চিকিৎসার জন্য ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। পেশাজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসানের নেতৃত্বে উক্ত ক্যাম্পে চিকিৎসা প্রদান করেন পেশাজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত, কক্সবাজার যেলা সভাপতি ডা. আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আবু নাঈম মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, কুমিল্লা যেলা 'আল-'আওনে'র সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ শাহেদ প্রমুখ। দু'টি চিকিৎসা বুথের মাধ্যমে মোট ৬৭৬ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

খুলনায় ত্রাণ বিতরণ : গত ৩১শে আগস্ট শনিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী মাওলানা আলতাফ হোসাইনের নেতৃত্বে এবং সাতক্ষীরা যেলা সংগঠনের সার্বিক সহযোগিতায় নতুন করে বন্যাকবলিত খুলনা যেলার পাইকগাছা ও দাকোপ উপযেলার বিভিন্ন গ্রামে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সাতক্ষীরা থেকে ট্রাক যোগে খুলনা, সেখান থেকে দু'টি লঞ্চ যোগে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ পৌঁছে দেয়া হয়। 'যুবসংঘে'র ৫১ জন স্বেচ্ছাসেবক এ কাজে অংশগ্রহণ করেন। সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

৩রা আগস্ট শনিবার আনন্দনগর, নওগাঁ : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের আনন্দনগরস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

মাদ্রাসা পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা

২৩শে আগস্ট শুক্রবার সাঘাটা, গাইবান্ধা : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সাঘাটা উপযেলাধীন শিমুলবাড়ী আল-মা'হাদ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা পরিদর্শন শেষে মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মশীউর রহমান। উল্লেখ্য যে, অত্র প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবৎ কুচক্রীদের মাধ্যমে বেদখল ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতে এবং 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল ও এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় তা দখলমুক্ত হয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

ভালুকা, ময়মনসিংহ ১৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ভালুকা উপযেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের সর্বাধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইংল্যাণ্ডভিত্তিক হেইলিবারী স্কুলে এক দাওয়াতী প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৃটিশ শিক্ষাবিদ সাইমন ওগ্রাডি'র সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর চেয়ারম্যান ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ আলোচক ছিলেন ইউনাইটেড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক ও 'আন্দোলন'-এর ঢাকা-দক্ষিণ যেলা উপদেষ্টা জনাব জুনায়েদ মুনীর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ঢাকা-দক্ষিণ যেলা উপদেষ্টা জনাব তাসলীম সরকার, 'যুবসংঘ'-এর কর্মী ও দাঈ নাজমুস সা'আদাত, হেইলিবারী স্কুলের এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মুহাম্মাদ মা'ছুম উদ্দীন, এ্যাকাডেমিক ডিরেক্টর ড. সন্দীপ অনন্ত নারায়ণ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ছাড়াও কর্মকর্তা ও শিক্ষকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের পর প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অতিথিদেরকে পুরো প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখান। প্রতিষ্ঠানের আতিথেয়তা, সার্বিক কার্যক্রম, চমৎকার শিক্ষা পরিবেশ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি দেখে অতিথিগণ অত্যন্ত চমৎকৃত হন।

আঞ্চলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ

১০ ও ১১ই জুলাই বুধ ও বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জ : গত ১০ ও ১১ই জুলাই 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর উদ্যোগে যেলার পূর্বাচলস্থ মারকাযুয সুন্নাহ আস-সালাফীতে ২দিন ব্যাপী ঢাকা জোনের 'আঞ্চলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সকাল ৯-টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে দ্বিতীয় দিন যোহর ছালাতের পূর্ব পর্যন্ত চলে। প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন দারুলহাদীছ একাডেমী, নারায়ণগঞ্জের প্রধান শিক্ষক ও 'শিক্ষা বোর্ড'-এর ঢাকা জোনের আঞ্চলিক কো-অর্ডিনেটর হুমায়ূন কবীর।

অতঃপর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর সচিব ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সিনিয়র শিক্ষক জনাব শামসুল আলম (বিষয় : আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও রসূলপুর ওছমান মোল্লা ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক মাওলানা জালালুদ্দীন (বিষয় : প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা), 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও মারকাযুয সুন্নাহ আস-সালাফীর প্রধান শিক্ষক ড. ইহসান ইলাহী যহীর (বিষয় : শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবক সম্পর্ক), দারুলহাদীছ একাডেমী, নারায়ণগঞ্জের প্রধান শিক্ষক ও ঢাকা জোনের আঞ্চলিক কো-অর্ডিনেটর হুমায়ূন কবীর (বিষয় : শিশুদের পাঠদান পদ্ধতি), ঢাকা ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেলের অতিরিক্ত পরিচালক জুনায়েদ মুনীর (বিষয় : শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগীকরণ), গাযীপুর ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ শামসুযযোহা চঞ্চল (বিষয় : উপকরণের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা), গাযীপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও মারকাযুল উলূম লিছ ছালিহাত-এর প্রধান শিক্ষক মাওলানা খায়রুল ইসলাম (গাযীপুর) (বিষয় : আবাসিক ব্যবস্থাপনা) প্রমুখ।

মারকায সংবাদ

মারকায পরিদর্শনে ধর্ম উপদেষ্টা

৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী পরিদর্শনে আসেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন। এ উপলক্ষে মারকায ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদ সমূহে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রগঠন সম্ভব। উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তোমাদেরকে এমন স্বপ্ন দেখতে হবে, যে স্বপ্ন ঘুমোতে দেয় না। যা বাস্তবায়নের জন্য

দিনরাত সাধনা করতে হবে। দেশ ও বিদেশ থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে এ দেশের নেতৃত্বে একদিন তোমাদেরকেই আসতে হবে। দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তোমাদেরকেই পালন করতে হবে। শিরক-বিদ'আত মুক্ত এবং কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, আমি যে এ দায়িত্বে আসব তা আমি কখনো জানতাম না। এটা আমি চেয়ে নেইনি। তাই মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ। তিনি সমাজ সংস্কারে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বহুমুখী কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতের প্রতি তাঁর মহব্বত ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর বক্তব্যে ধর্ম উপদেষ্টাকে মারকায পরিদর্শনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে ২০১৮ সালের ১২ ও ১৮ই নভেম্বর দু'বার তিনি মারকায পরিদর্শনে আসেন। আমীরে জামা'আত জনগণের প্রত্যাশা মাফিক সুশাসন ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। এ সময় সংগঠনের পক্ষ থেকে মাননীয় উপদেষ্টার নিকটে নিম্নোক্ত দাবী সমূহ পেশ করা হয়-

(১) সরকারীভাবে সকল ঘরানার বিশেষজ্ঞ ইসলামী বিদ্বানদের সমন্বয়ে একটি 'সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ' বা 'বিশেষজ্ঞ প্যানেল' গঠন করা (অন্যূন ১০ সদস্য বিশিষ্ট) এবং এই পরিষদে আহলেহাদীছ আলেমদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা। যারা সরকারকে ধর্মীয় ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ দিবেন। (২) ইসলামিক ফাউণ্ডেশনকে কার্যকর করা এবং সেখানে যোগ্য আলেমদের নিযুক্ত করা। (৩) ইসলামী এনজিওগুলোর কার্যক্রমে যাবতীয় বাধা দূর করা। কুয়েতী দাতা সংস্থা RIHS (Rivival of Islamic heritage society)-এর উপর থেকে অন্যায়ভাবে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা এবং তাদেরকে পুনরায় এনজিও হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া। (৪) বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ও বিভিন্ন মডেল মসজিদে খুৎবা ও ইমামতি প্রদানের জন্য আহলেহাদীছদের সুযোগ রাখা। (৫) মসজিদ, মাদ্রাসা ও প্রতিষ্ঠানের জমিদাতা ব্যক্তি/সংগঠনের ইচ্ছা অনুযায়ী সেখানে সরকারী প্রশাসক নিয়োগ করা অথবা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের উপরে দায়িত্ব অর্পণ করা। (৬) হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার খরচ কমানো এবং প্রয়োজনে পানি জাহাযের ব্যবস্থা করা। সরকারী হজ্জ ব্যবস্থাপনা দলে আহলেহাদীছ গাইড অন্তর্ভুক্ত করা। (৭) শিক্ষার সর্বস্তরে সীরাত, ইসলামী শিক্ষা ও কুরআন শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা। (৮) চরমপন্থা ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (৯) সংবিধান সংস্কার করা এবং সংবিধানে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো বাদ দেয়া। (১০) ইসলামী খেলাফত ও শূরা ব্যবস্থার আলোকে নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা। (১১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্থানে শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, সেনাকুঞ্জে শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তন বন্ধ করা ও সেখানে গিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিয়ম বাতিল করা। নির্মিত সকল মূর্তি-প্রতিকৃতি-ভাস্কর্য, শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধ ভেঙ্গে ফেলা। (১২) পাকিস্তানের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করা এবং বাংলাদেশে আটকে পড়া বিহারীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অথবা তাদেরকে নাগরিকত্ব দেয়া। অনুরূপভাবে পাকিস্তানে আটকে পড়া বাংলাদেশীদেরকে দেশে ফিরে আসা অথবা সেখানে নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা। (১৩) কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা। ধর্ম প্রচারের মুখোশে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের এবং খৃষ্টান ও বাহাঈদের জমি ক্রয় ও কেন্দ্র স্থাপন নিষিদ্ধ করা। শী'আদের তাযিয়া মিছিল তাদের কেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং এইসব অমুসলিম প্রতিষ্ঠানে সুন্নী মুসলিম শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিষিদ্ধ করা।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মারকাযের শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবকসহ রাজশাহী যেলা প্রশাসন ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম।

দাখিল পরীক্ষায় মারকাযের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি লাভ

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২৪ সালে দাখিল পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর ৮ জন 'ট্যালেন্টপুলে' এবং ৫ জন 'সাধারণ গ্রেড' সহ মোট ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পেয়েছে।

ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভকারী : আব্দুল্লাহ বিন মাকবূল (রাজশাহী), মুহাম্মাদ রেযওয়ান ছিদ্দীক ছিয়াম (দিনাজপুর), এ.এস.এম রাফাত হাসান (রাজশাহী), রওনাক জাহান (দিনাজপুর)।

সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভকারী : আ'রাফ মাহমূদ (ঝিনাইদহ), মুহাম্মাদ মুকাররম ইসলাম রিফাত (নওগাঁ), মুহাম্মাদ তাহমীদ হোসাইন (সাতক্ষীরা), আইনুন নাহার মারিয়া (সিরাজগঞ্জ), মুসাম্মাৎ ফোবিয়া আখতার ফারজানা (গাইবান্ধা)।

উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞান বিভাগ থেকে **ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভকারীরা** হচ্ছে- মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান (সাতক্ষীরা), আব্দুল মজীদ (রাজশাহী), ফাতেমা ছিদ্দীকা (রাজশাহী) ও সাদিয়াতুল ইসলাম (রাজশাহী)।

বন্যার্তদের সহযোগিতায় নওদাপাড়া মারকায

২০২৪ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর বালক ও বালিকা শাখার শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ তাদের একদিনের বেতন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিলে জমা করেন। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীরাও সাধ্যমত সহযোগিতা করে। মারকায এলাকা 'যুবসংঘ' শহরের আম-চত্বর, নওদাপাড়া বাজার, শালবাগান, ভদ্রা, বিনোদপুর, কাজলা, তালাইমারি, নিউমার্কেট, রাণীবাজার, সোনাদিঘীর মোড়, আলুপট্টি, সাহেব বাজার, সি.এন্ড বি. মোড়, কাশিয়াডাঙ্গা, সিটিবাইপাস, বহরমপুর, খড়খড়ি বাজার, বায়া, নওহাটাবাজারসহ মোট ৫২টি এলাকায় দলবদ্ধভাবে ত্রাণ সংগ্রহ করে।

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

এখানে **মধু** (লিচু ফুল, সরিষা ফুল, বরই ফুল, মিশ্র ফুল, কালোজিরা, সুন্দরবনের বিখ্যাত খলিশা ফুল), মধুময় বাদাম, দানাদার ঘি, উন্নত মানের খেজুর, কালোজিরা তেল, সরিষার তেল, মৌসুমী খেজুরের গুড় পাওয়া যায়। **বি. দ্র. ইসলামী বই পাওয়া যায়।**

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun

১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

রাজশাহী	: **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র**, নওদাপাড়া, ০১৭৭০-৮০০৯০০; ওয়াহীদিয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার ০১৭৩৭-১৫২০৩৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, হেতেম খাঁ ছোট মসজিদ ০১৭৫১-৪৫৪৫৭৯ হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, তাহেরপুর ০১৭৩৮-৬৭৩৮৭০।
ঢাকা	: **প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স**, বাংলা বাজার ০১৭৮৪-০১২৯৬৪; **দারুল আবরার লাইব্রেরী**, বাংলাবাজার, ০১৭৮৪-০১২৯৬৪ আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক ০১৭১৮-৭৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পাবলিকেশন্স, কাঁটাবন ০১৯১৯-৯৬২৯১৯; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, জিরানী, সাভার ০১৬০৮-০৮৮১২৮।
ময়মনসিংহ	: আবুল কালাম ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫। **মুন্সিগঞ্জ :** সুজন মাহমুদ, মাওয়া ০১৯২৬-১৬২৩০১। **মানিকগঞ্জ :** ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলাম ০১৭৭২-৮৬৭৮৯৮। **নরসিংদী** : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২।
কুমিল্লা	: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।
কুষ্টিয়া	: শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭।
খুলনা	: আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১; মাসঊদুর রহমান ০১৯১৮-৯১৬৮৮১; সালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮।
গাযীপুর	: বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০; খাইরুল ইসলাম, আমান টেক্স, বৈরাগীর চালা, গাযীপুর ০১৭২৯-৫৯৫১৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বোর্ড বাজার ০১৭৫৪-৩৯৪১৯১। **গোপালগঞ্জ :** খন্দকার অহীদুল ইসলাম, ব্যাংকপাড়া ০১৭২৫-৩৮৪১৭৫।
গাইবান্ধা	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন, গোবিন্দগঞ্জ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯; ডাঃ মোঃ হারূণুর রশীদ, আত-ত্বাকওয়া লাইব্রেরী, ০১৭২০-৫১১১৬৫; মোঃ আব্দুল আউয়াল, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাঘাটা ০১৭২৫-৬৩৮৬০৮।
চট্টগ্রাম	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা ০১৭১৫-৮৮০৮৬৬।
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭। রূহুল আমীন, আল-ইখলাছ স্টোর, বিশ্বরোড মোড়, হোসেন পাম্পের পাশে ০১৭৮৭-০৯০৭৪৭।
চুয়াডাঙ্গা	: সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা ০১৯১৮-২১৬৫৮৫।
জামালপুর	: আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।
জয়পুরহাট	: হালাল সলিউশন, জয়পুরহাট সদর ০১৯৮০-৬৪৬০৬০; আল-আমীন, বটতলী বাজার, ক্ষেতলাল ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।
ঝিনাইদহ	: আসাদুল্লাহ, কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১; আল-আমীন টুপি ঘর, অগ্রণী ব্যাংকের নীচে, আহলেহাদীছ মসজিদের উত্তর পাশে, ডাকবাংলা বাজার ০১৯৩৯-৭৩৫৫১৮।
ঠাকুরগাঁও	: আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; যিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।
দিনাজপুর	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুছাদ্দিক বিল্লাহ, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর ০১৭২৩-৮৮৯৯১১; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন ০১৭৪০-৫৬২৭২১; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম ০১৭৫০-২৯০০৫৯; আল-আমীন লাইব্রেরী, খোলাহাটী ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার ও বই বিক্রয় কেন্দ্র, লালবাগ, সদর দিনাজপুর ০১৭৭৪-০২৪৯২৬; বাংলাহিলি হিলফুল ফুযুল মাদ্রাসা, হাকিমপুর ০১৯৮১-১২৮১২৪।
নওগাঁ	: আফযাল হোসাইন ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। আব্দুল আযীয, রহমানিয়া লাইব্রেরী, আনন্দনগর আহলেহাদীছ মসজিদ সংলগ্ন ০১৭৭২-৮৫৫৭৮৬।
নীলফামারী	: আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।
পাবনা	: রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী ০১৭১৪-২৩১৩৬২; শীরীন বিশ্বাস ০১৯১৫-৭৫২৭১১; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১; হাসান আলী, আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদ, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা ০১৭১৮-১২০৩১৫।
পটুয়াখালী	: ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, নতুন বাসষ্ট্যাণ্ডের দক্ষিণে ০১৭৫৮-৯৩৯৪৩৭।
পঞ্চগড়	: আব্দুল ওয়াজেদ, ঝিলিমিলি কসমেটিক্স, ফুলতলা বাজার ০১৭১৩-৬৮৭৫৮০।
ফরিদপুর	: দেলোয়ার হোসাইন কোর্ট কম্পাউন্ড ০১৭১৩-৫৯৮৪৭৬। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।
বগুড়া	: শাহীন লাইব্রেরী ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; শরীফুল ইসলাম, সেনানিবাস ০১৪০৪-৫৩৫৫৯১; মদীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।
মেহেরপুর	: জোনাকী লাইব্রেরী ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।
যশোর	: মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা ০১৯৭২-৩২৪৭৮২।
রংপুর	: রেযাউল করীম, **দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী**, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, মতিউর রহমান, পীরগঞ্জ, ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮; আর রহমান লাইব্রেরী শঠিবাড়ী ০১৮১০-০১০৮৭৮।
লালমণিরহাট	: শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।
সিরাজগঞ্জ	: সত্যের আলো লাইব্রেরী, জামতৈল পূর্ব বাজার, কামারখন্দ ০১৭১৬-৯৬৯৭৯৬।
সিলেট	: ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫; শহীদুল ইসলাম, আত-তাকওয়া মসজিদ ০১৭৬১-৯৮২৫৯৭।
সাতক্ষীরা	: হাবীবুর রহমান ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া ০১৭৪৮-৯১০৮২৫। **বাগেরহাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১) : কোন পাপাচারী ব্যক্তি সুন্দর স্বপ্ন দেখতে পারে কি?

-আল-আমীন, ভুগরইল, রাজশাহী।

উত্তর : পাপাচারী ব্যক্তিরাও সুন্দর ও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। যেমন ইউসুফ (আঃ)-এর দুই সাথীর সত্য স্বপ্ন এবং মিসরের বাদশার সত্য ও সতর্কতামূলক স্বপ্ন। তবে ফাসিক ব্যক্তির সুন্দর স্বপ্ন তার হেদায়াতের কারণ হ'তে পারে বা তার জন্য সতর্ক বার্তা হ'তে পারে। তবে ফাসিক ব্যক্তির সুন্দর স্বপ্ন নবুঅতের অংশ বা অহী নয়। যেমনটি মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন নবুঅতের অংশ বা মুমিনদের জন্য সুসংবাদ হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সুসংবাদ বহনকারী বিষয়াদি ব্যতীত নবুঅতের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সুসংবাদ বহনকারী বিষয়াদি কি? তিনি বললেন, ভাল স্বপ্ন *(বুখারী হা/৬৯৯০; মিশকাত হা/৪৬০৬)*। তিনি আরো বলেন, 'মুমিনের স্বপ্ন নবুঅতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ' *(বুখারী হা/৬৯৮৮; মিশকাত হা/৪৬২২)*।

প্রশ্ন (২/২) : জুম'আর ছালাতের পরে সাতবার সূরা ফাতিহা, সূরা নাস ও ফালাক্ব পাঠের বিধান ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি?

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। যার কিছু জাল, কিছু যঈফ এবং মুরসাল *(যঈফাহ হা/৪১২৯)*। সুতরাং এটা আমলযোগ্য নয়। তবে সাধারণভাবে জুম'আর ছালাতের পরে অন্যান্য ছালাতের ন্যায় একবার করে সূরা নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছপাঠ করতে পারে *(তিরমিযী হা/৩৫৭৫; আবূদাঊদ হা/৫০৮২)*।

প্রশ্ন (৩/৩) : ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) কি তার পরিবারকে মিষ্টি জাতীয় খাবার খেতে নিষেধ করেছিলেন?

-ছাদিক মাহমূদ, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে কিছু বর্ণনা মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে। এগুলোর সঠিক কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। তবে হিমছের গভর্ণর ওক্ববা বিন ফারক্বাদ তাঁর নিকটে সিলাল (سلال) নামক উন্নতমানের মিষ্টান্ন হাদিয়া পেশ করলে তিনি তাকে বলেন, হে ওক্ববা! সকল মুসলমান কি এরূপ মিষ্টান্ন পেয়েছে? ওক্ববা বললেন, না। এটি কেবল আমীরদের জন্য বানানো হয়। তখন খলীফা বললেন, 'এটি ওঠাও। এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই'। অন্য বর্ণনায় আছে গভর্ণরেরা তাঁর নিকট হালুয়া হাদিয়া পাঠালে তিনি জিজ্ঞেস করেন, সবাই কি এই ধরনের খাবার খাওয়ার সুযোগ পেয়েছে? বলা হ'ল সবাই পায়নি। তখন তিনি উক্ত খাবার ফিরিয়ে দিয়েছেন' মর্মে ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় *(মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩২৯১৭; দারাকুৎনী হা/৪৬৮৭)*।

প্রশ্ন (৪/৪) : মৃত্যুর সময় তওবা করলে তা কোন উপকারে আসবে কি?

-আহনাফ, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাওয়ার পর তওবা করলে কোন উপকারে আসবে না। তবে তার পূর্ব পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। যেমন তিনি বলেন, আল্লাহ তো কেবল তওবা কবুল করেন ঐসব ব্যক্তিদের, যারা মন্দ কর্ম করে অজ্ঞতাবশে। অতঃপর দ্রুত তওবা করে। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। আর ঐসব লোকদের তওবা কবুল হবে না, যারা মন্দকর্ম করতেই থাকে, যতক্ষণ না তাদের কারু মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং বলে, আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা কবুল হবে না ঐসব লোকের, যারা মৃত্যুবরণ করে কাফের অবস্থায়' *(নিসা ৪/১২-১৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দার তওবা ততক্ষণ কবুল করবেন, যতক্ষণ না তার প্রাণ কণ্ঠাগত হয় *(তিরমিযী হা/৩৫৩৭; মিশকাত হা/২৩৪৩, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৫/৫) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি স্বামী-স্ত্রীকে এক সাথে ফরয গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন?

-ইসমাঈল হোসাইন, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বামী-স্ত্রীকে এক সাথে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ স্ত্রীর সাথে একই পাত্র থেকে পানি তুলে গোসল করেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি ও নবী করীম (ছাঃ) একই পাত্রের পানি নিয়ে নাপাকীর গোসল করতাম *(বুখারী হা/২৫০; মিশকাত হা/৫৪৬)*। উম্মে সালামা ও মায়মূনা (রাঃ)-এর ব্যাপারেও বর্ণিত আছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে একই পাত্র থেকে পানি তুলে ফরয গোসল করেছেন *(বুখারী হা/২৫৩, ৩২২)*।

প্রশ্ন (৬/৬) : কোন শিশু যদি অন্য শিশুকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে তাহ'লে তার পিতা উক্ত শিশুকে শাস্তি দিতে পারবে কি?

-আরমান, চৌরাস্তা, গাযীপুর।

উত্তর : এক শিশু আরেক শিশুকে মারলে বা কোন কিছু দ্বারা আঘাত করলে আহত শিশুর পিতা মেরে প্রতিশোধ নিতে পারবে না। বরং আঘাতকারী শিশুর অভিভাবকের মাধ্যমে তাকে শাসন করতে হবে বা আদব শিক্ষা দিতে হবে *(ইবনু ফারহুন, তাবছিরাতুল হুক্কাম ২/২৪২,২৫৭; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১৩/১৩)*। তবে প্রাপ্তবয়স্ক কোন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কাউকে শাস্তিযোগ্যভাবে মারলে বা আঘাত করলে তাকে প্রশাসনের আশ্রয় নিয়ে বিচারের আওতায় আনতে হবে। যাতে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট না হয়। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একটি বালককে গোপনে হত্যা করা হয়। তখন ওমর (রাঃ) বললেন,

যদি গোটা ছান'আবাসী এতে অংশ নিত তাহ'লে আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। মুগীরাহ বিন হাকীম (রহঃ) তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন, চারজন লোক একটি বালককে হত্যা করেছিল। তখন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) উপরোক্ত কথা বলেছিলেন। আবুবকর ও ইবনু যুবায়ের, আলী ও সুওয়াইদ ইবনু মুক্বার্‌রিন (রাঃ) থাপ্পড়ের বিষয়ে ক্বিছাছের নির্দেশ দেন। ওমর (রাঃ) ছড়ি দিয়ে মারার ব্যাপারে ক্বিছাছের নির্দেশ দেন। আর আলী (রাঃ) তিনটি বেত্রাঘাতের জন্য ক্বিছাছের নির্দেশ দেন এবং কাযী শুরাইহ (রহঃ) একটি বেত্রাঘাত ও নখের আঁচড়ের জন্য ক্বিছাছ বলবৎ করেন *(বুখারী হা/৬৮৯৬)*।

প্রশ্ন (৭/৭) : ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে রাসূলের মিম্বারে খুৎবা দিতে দেখে হুসাইন (রাঃ) বলেন, 'আপনি আমার পিতার (নানার) মিম্বার থেকে নেমে যান' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সত্যতা জানতে চাই।

-মুখলেছুর রহমান, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত ঘটনা সত্য। শিশু অবস্থায় তিনি উক্ত কথাটি বলেছিলেন। হুসাইন বিন আলী (রাঃ) বলেন, আমি একদিন ওমরের কাছে আসলাম, যখন তিনি মিম্বারে খুৎবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, আপনি আমার পিতার মিম্বার থেকে নেমে যান এবং আপনার পিতার মিম্বারে যান। তিনি বললেন, আমার পিতার যে কোন মিম্বার ছিল না। তিনি আমাকে তার সামনে বসালেন। আমার হাতে তখন একটা নুড়ি পাথর ছিল যেটাকে আমি উলট-পালট করছিলাম। তিনি খুৎবা থেকে নেমে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে বললেন, হে বৎস, তোমাকে এটা কে শিখিয়েছে? আমি বললাম, কেউ আমাকে শেখায়নি। তিনি বললেন, 'হে বৎস, অবশ্যই তুমি আমাদের কাছে আসবে *(ইবনু শাবাহ, তারীখুল মাদীনা ৩/৭৯৯; দারাকুৎনী, ফাযায়েলুছ ছাহাবা হা/৪; ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ২/৫৪৯, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৮/৮) : জনৈক আলেম বলেন, শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর প্রথম যিনি (শিশুর) পিতাকে সংবাদ দিবেন বা প্রথম বাচ্চা এনে (পিতার) কোলে তুলে দিবেন তাকে উপহার দেওয়া উচিত। দলীল হিসাবে তিনি আবু লাহাবের আঙ্গুলের ইশারায় দাসী আযাদ করার ঘটনাকে উল্লেখ করেন। তার উক্ত দলীল ও মাসআলা কি সঠিক?

-আব্দুল মালেক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : আবু লাহাব কর্তৃক তার দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করার বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। কারণ হিসাবে মৃত ছোট ভাই আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র সন্তান হওয়ার আনন্দের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আবু লাহাবের কোন কর্মকাণ্ড শরী'আতের দলীল নয় এবং সে মুসলমানও ছিল না। বরং সে ইসলামের বড় শত্রু ছিল *(বুখারী হা/৫১০১, ৫৩৭২)*। অতএব উক্ত আলেমের বক্তব্য সঠিক নয়।

প্রশ্ন (৯/৯) : জমি ক্রয়ের কিছুদিন পর খারিজ করতে গিয়ে জানতে পারি যে, জমির একটা অংশ বিক্রেতার ভাইয়ের। বিক্রেতার ঐ ভাই মারা গেছেন বলে তারা বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চান। আবার কখনো বলেন তারা তো জমি দাবী করছে না। আপনার ভোগ করতে সমস্যা কোথায়? এক্ষণে উক্ত জমি ভোগ করা জায়েয হবে কি? আমাদের জন্য ঐ মৃত ভাইয়ের পরিবারকে বিষয়টা জানানো প্রয়োজন কি?

-মাহফূয, টাঙ্গাইল।

উত্তর : জমি বিক্রেতা ও মৃতের পরিবারের সাথে বসে এর সমাধান করতে হবে। কারণ জেনে-শুনে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনে-শুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*। অতএব দলীলকৃত সম্পদ অন্যের জানার পরে কোনভাবেই তা গোপন রেখে ভোগ করা যাবে না। মৃতের পরিবারের সাথে আলোচনা করে সমাধান করে নিতে হবে।

প্রশ্ন (১০/১০) : বাঁশের বাঁশি বাজানো বা শোনা শরী'আত সম্মত কি?

-গোলাম রব্বানী, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : যেকোন বাঁশি বাজানো এবং শোনা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দু'টি বস্তু দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত। আনন্দের সময় বাঁশি বাজানো এবং বিপদের সময় বিলাপ করা *(বাযযার, ছহীহুত তারগীব হা/৩৫২৭; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৪০১৭)*। তিনি আরো বলেন, আমি দু'টি নির্বোধসূলভ ও পাপাচারমূলক চিৎকার নিষেধ করেছি। আনন্দের সময় খেল-তামাশা, শয়তানের বাঁশি বাজানো ও বিপদের সময় চিৎকার করা, মুখমণ্ডলে আঘাত করা এবং জামার সম্মুখভাগ ছিঁড়ে ফেলা, আর শয়তানের মত (চিৎকার করে) কান্নাকাটি করা' *(হাকেম হা/৬৮২৫; তিরমিযী হা/১০০৫; ছহীহুল জামে' হা/৫১৯৪)*। অতএব যেকোন বাঁশি বাজানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (১১/১১) : আমি নৌবাহিনীর একজন কর্মচারী। শুধুমাত্র ব্যাচেলর নৌসেনাদের খাওয়ার জন্য ক্যাফেটেরিয়ায় প্রচুর খাবার থাকে। প্রতিদিন রাতে সকলে খাওয়ার পর সেদিনের অতিরিক্ত খাবার ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া হয়। ঐ অতিরিক্ত খাবার থেকে ফেলে দেয়ার পূর্ব মুহূর্তে কিছু খাবার নিয়ে যদি আমি খাই সেটা আমার জন্য জায়েয হবে কি?

-ছাদিকুল ইসলাম, খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে উক্ত খাবার গ্রহণে কোন বাধা নেই। তাছাড়া চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায় এমন খাবার অনুমতি ছাড়া খাওয়াতেও দোষ নেই। তবে অতিরিক্ত খাদ্য বহন করে বাড়িতে বা বাসায় নিয়ে যাওয়া যাবে না *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব)*। আল্লাহ বলেন, রোগীর জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের পরস্পরের জন্য দোষ নেই যে তোমরা আহার করবে তোমাদের নিজ গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভাইদের গৃহে অথবা তোমাদের বোনদের গৃহে অথবা তোমাদের চাচাদের গৃহে অথবা

তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে যার চাবি-সমূহের মালিকানা তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর বা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই *(নূর ২৪/৬১)*। অতএব খাবারের অপচয় রোধ করতে কিংবা ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার গ্রহণে কোন দোষ নেই। তবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া ভাল।

প্রশ্ন (১২/১২) : মুসলিম, অমুসলিম বা ফাসেক শাসকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করা জায়েয কি? বিশেষত গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে রাষ্ট্রপ্রধানের সমালোচনা করা বিধিসম্মত। সেখানে করণীয় কি?

-নযরুল ইসলাম, সিলেট।

উত্তর : সাধারণভাবে প্রকাশ্যে শাসকদের সমালোচনা করা ইসলামের নীতি নয় *(বুখারী হা/৭০৫২, ৫৩)*। কেননা এতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী হয়। তবে বর্তমান গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে রাষ্ট্রপ্রধানের সমালোচনা অনুমোদিত। সেজন্য জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপ্রধানের মন্দ দিকগুলো প্রকাশ্যে আলোচনা বা সমালোচনা করা যেতে পারে। রাসূল (ছা.) বলেন, 'সর্বোত্তম জিহাদ হ'ল অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সঠিক কথা বলা' *(আবূদাঊদ হা/৪৩৪৪, তিরমিযী হা/২১৭৪)*।

তবে সমালোচনার ক্ষেত্রেও কিছু মূলনীতি মনে রাখা কর্তব্য। যেমন- (১) নিয়ত বিশুদ্ধ থাকা : অর্থাৎ সমালোচনা হবে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার জন্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একজন মুমিন তাঁর ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ। সে তার কোন ধরনের ভুল দেখলে সংশোধন করে দেয়' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৩৭; ছহীহাহ হা/৯২৬)*। (২) কল্যাণকামী হওয়া : সমালোচনা হ'তে হবে মানুষের প্রতি নছীহত হিসাবে। বিরাগ বা বিদ্বেষবশত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দ্বীন হ'ল নছীহত *(মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৪৯৬৬)*। (৩) নম্র ভাষা ব্যবহার করা : সমালোচিত ব্যক্তির ব্যাপারে শালীন ভাষা ব্যবহার করতে হবে। ফেরাঊনের ব্যাপারে আল্লাহ মূসা ও হারূণ (আঃ)-কে বলেছিলন, 'অতঃপর তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বল। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(ত্বোয়াহা, ২০/৪৪)*। (৪) উত্তমভাবে বলা : আল্লাহ বলেন, 'মানুষের সাথে উত্তম কথা বলবে' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। (৫) অর্থহীন তর্ক এড়িয়ে যাওয়া : অর্থহীন তর্ক ও সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন, 'আর যদি তারা তোমার সাথে ঝগড়া করে, তবে বলে দাও যে, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত। যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ, সে বিষয়ে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দিবেন' *(হজ্জ ২২/৬৮-৬৯)*। (৬) সম্ভব হ'লে পরিচয় গোপন করা : সমালোচিত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় গোপন রেখে তাঁর ভুলগুলো আলোচনা করা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে যখন তাঁর কোন ছাহাবীর ব্যাপারে কোন অভিযোগ আসত, তখন তিনি বলতেন না যে, অমুকের কি হ'ল? বরং তিনি বলতেন, মানুষের কি হ'ল যে তারা এমন কাজ করে! *(নাসাঈ হা/৩২১৭; আবুদাউদ হা/৪৭৮৮; ছহীহাহ হা/২০৬৪)*। (৭) গোপনে সংশোধনের চেষ্টা করা : একান্তে ও গোপনে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা ইসলামের শিষ্টাচার। তবে যখন মুসলমান ও সমাজের বৃহত্তর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তখন প্রকাশ্যে সমালোচনা করা যাবে। ফুযাইল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, 'মুমিন (মুমিনের দোষ) গোপন করে এবং তাকে উপদেশ দেয়। পাপিষ্ঠ তা প্রকাশ করে এবং লজ্জিত করে *(ইবনু রজব, জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ১/৮২)*। (৮) মূর্খদের প্রতিপক্ষ না বানানো : বিপরীত পক্ষের লোক অজ্ঞ বা মূর্খ হ'লে বিশেষ কারণ ছাড়া সমালোচনা পরিহার করা উচিৎ *(ফুরক্বান ২৫/৬৩; বিস্তারিত দ্র. রায়েদ আমীর আব্দুল্লাহ রাশেদ, আন-নাকদু বাইনাল বিনা ওয়াল হাদম পৃ. ৪৯)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : দাড়ি রাখা নিষেধ এরূপ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা জায়েয হবে কি?

-আবিদুয্যামান, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

উত্তর : দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কোন অবস্থাতে দাড়ি কাটা যাবে না। এক্ষণে কোন প্রতিষ্ঠান যদি দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ করে তাহ'লে ইসলামের বিধান অমান্য করে সে প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা যাবে না। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলতেন, 'দাড়ি মুণ্ডন করা অঙ্গহানি করার শামিল। আর রাসূল (ছাঃ) অঙ্গহানি করতে নিষেধ করেছেন *(ইবনু আসাকির, তারীখে দিমাশক ১৯/৫৩৩; আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২১১ পৃ.)*।

ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম' *(আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩০২)*। সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের ফৎওয়া বোর্ড 'ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা' দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন' *(ফৎওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৫২, ৫/১৫৮)*।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : ব্যাপক বন্যার সময় লাশ দাফন করার জন্য মাটি পাওয়া না গেলে লাশ পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে কি?

-মাহদী হাসান রেযা, হালসা, নাটোর।

উত্তর : প্রথমত : যেকোন মাধ্যমে লাশ স্থলভাগে নিয়ে যাবে এবং সেখানে দাফন করার চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে বরফ ব্যবহার করে লাশ অক্ষত রেখে স্থলভাগে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে এবং কবরস্থ করার ব্যবস্থা করবে। **দ্বিতীয়ত :** যদি স্থলভাগে নিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ না থাকে বা লাশ পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে যথারীতি গোসল, কাফন, ও জানাযা শেষে বন্যার প্রবহমান পানিতে ভাসিয়ে দিবে, যাতে পরিবেশ নষ্ট না হয় *(শরহু মুখতাছারু খলীল ২/১৪৬; মারদাভী, আল-ইনছাফ ২/৫০৫)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫) : হানাফী মসজিদে যোহর ও আছরের ছালাত দেরী করে পড়া হয়। এক্ষণে এ মসজিদে হানাফীদের আযানের পূর্বে কয়েকজন মিলে সঠিক সময়ে নিয়মিতভাবে জামা'আত করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : নির্ধারিত ইমামের পিছনে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করাই কর্তব্য *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/১৫৪)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যেন কোন ব্যক্তির নেতৃত্বস্থলে ইমামতি না করে এবং গৃহে তার বিশেষ আসনে তার বিনা অনুমতিতে না বসে *(তিরমিযী হা/২৭৭২; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৮১)*। তবে কর্তৃপক্ষ বা ইমামের অনুমতি সাপেক্ষে আউয়াল ওয়াক্তের ছওয়াব পেতে কিংবা বিশেষ প্রয়োজনে ওয়াক্ত হওয়ার পর মসজিদে মূল জামা'আতের পূর্বে জামা'আতে ছালাত আদায় করা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ কোথাও চলে গেলে এবং ফিরে আসতে দেরী হ'লে ও ওয়াক্ত চলে যাওয়ার ভয়ে আব্দুর রহমান বিন আউফ রাসূল (ছাঃ)-এর ইমামতির স্থানে নিজে ইমামতি করেন *(মুসলিম হা/২৭৪; আবুদাঊদ হা/১৪৯)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : আমি সঊদী আরবে কোম্পানীর মাল ক্রয়ের কাজ করি। বিল পরিশোধের পর কোন কোন দোকান থেকে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে বলে এটা আপনার জন্য হাদিয়া। এটা আমার জন্য জায়েয হবে কি?

-আলী হায়দার, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

উত্তর : এটি জায়েয হবে না। বরং ঘুষ হিসাবে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি আমরা তার রুযীর ব্যবস্থা করে থাকি' *(আবূদাঊদ হা/৩৫৮৮; মিশকত হা/৩৭৪৮; ছহীহুল জামে' হা/৬০২৩)*। তবে নিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার নিযুক্ত ব্যক্তিদের খুশী হয়ে কিছু দিলে তারা তা গ্রহণ করতে পারে *(বুখারী হা/২৬১৯; মিশকাত হা/৩৭৪৫)*। কারণ উক্ত হাদিয়া কোম্পানির সুবাদেই দেয়া হয়। ইবনু লুৎবিয়া যাকাতের মাল সংগ্রহ করতে গিয়ে কিছু হাদিয়া পেলে সে দুই সম্পদকে আলাদা করে এবং বলে এগুলো যাকাতের মাল এবং এগুলো আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভীষণ রেগে যান এবং বলেন যে, যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ ও মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হয় কি-না? *(বুখারী হা/৬৯৭৯; মুসলিম হা/১৮৩২)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : আমি আল্লাহ্র নিকটে একটা বিষয়ে বারবার দো'আ করছি। কিন্তু দীর্ঘদিন হয়ে গেল তা কবুল হচ্ছে না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ধৈর্য ধারণ করতে হবে, দো'আ করা অব্যাহত রাখবে এবং দো'আ কবূল না হওয়ার কারণগুলো বর্জন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট কোন দো'আ করলে তার দো'আ কবুল হয়। হয়তোবা সে দুনিয়াতেই তার ফল পেয়ে যায় অথবা তা তার আখিরাতের জমা রাখা হয় অথবা তার দো'আর সমপরিমাণ গুনাহ মাফ করা হয়, যতক্ষণ না সে পাপ কাজের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দো'আ করে অথবা দো'আ কবুলের জন্য তড়িঘড়ি করে। ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাড়াতাড়ি করে কিভাবে? তিনি বলেন, সে বলে, আমি আমার আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেছিলাম, কিন্তু আমার দো'আ তিনি কবুল করেননি *(তিরমিযী হা/৩৬০৪; ছহীহুল জামে' হা/৫৭১৪)*। দো'আ কবুলের জন্য নিম্নের আমলগুলো করা কর্তব্য। ১. দো'আয় ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা প্রয়োজন *(আ'রাফ ৭/২৯)*। ২. অধিকহারে ইস্তিগফার পাঠ করা *(নূহ ৭১/১০-১২)*। ৩. বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। ৪. দো'আর শব্দগুলো একাধিকবার উল্লেখ করা *(আবুদাঊদ হা/১৫২৪)*। ৫. স্বচ্ছল ও ভালো থাকা অবস্থায় দো'আ করা *(আহমাদ হা/২৮০৪)*। ৬. আল্লাহ্র গুণবাচক নাম ব্যবহার করে দো'আ করা *(আ'রাফ ৭/১৮০)*। ৭. ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করে দো'আ করা *(মুসলিম হা/৫২৩)*। ৮. হালাল রিযিক গ্রহণ করা *(মুসলিম হা/১০১৫)*। এছাড়া শেষ রাতে দো'আ করা, হাতে তুলে দো'আ করা, দো'আর সময় কিবলামুখী হওয়া, পবিত্র অবস্থায় দো'আ করা, দো'আর পূর্বে আল্লাহ্র প্রশংসা এবং রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করা ইত্যাদি দো'আ কবুলের অন্যতম আদব।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : ওয়াহদাতুল উজূদ বলতে কি বুঝায়? ছূফীদের এ আক্বীদা গ্রহণযোগ্য কি? তাদের পিছনে ছালাত হবে কি?

-বাঁধন, রাজশাহী।
**[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : ইত্তেহাদ বা ওয়াহদাতুল উজূদ বলতে অদ্বৈতবাদী দর্শন বুঝায়, যা 'হুলূল'-এর পরবর্তী পরিণতি হিসাবে রূপ লাভ করে। এর অর্থ হ'ল আল্লাহ্র অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। অস্তিত্ব জগতে যা কিছু আমরা দেখছি, সবকিছু একক এলাহী সত্তার বহিঃপ্রকাশ। এই আক্বীদার অনুসারী ছূফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য করে না। এদের মতে মূসা (আঃ)-এর সময়ে যারা বাছুর পূজা করেছিল, তারা মূলত আল্লাহকে পূজা করেছিল। কারণ তাদের দৃষ্টিতে সবই আল্লাহ। আল্লাহ আরশে নন, বরং সর্বত্র ও সবকিছুতে বিরাজমান। অতএব মানুষের মধ্যে মুমিন ও মুশরিক বলে কোন পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি মূর্তিপূজা করে বা পাথর, গাছ, মানুষ, তারকা ইত্যাদি পূজা করে, সে মূলত আল্লাহকেই পূজা করে। সবকিছুর মধ্যে আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতির প্রকাশ রয়েছে। তাদের ধারণায় খৃষ্টানরা কাফের এজন্য যে, তারা কেবল ঈসা (আঃ)-কেই প্রভু বলেছে। যদি তারা সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ বলত, তাহ'লে তারা কাফের হ'ত না। বলা বাহুল্য এটাই হ'ল হিন্দুদের 'সর্বেশ্বরবাদ'। তৃতীয় শতাব্দী হিজরী থেকে চালু এই সব কুফরী আক্বীদার ছূফী সম্রাট হ'লেন সিরিয়ার মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী (মৃ. ৬৩৮ হি.)। বর্তমানে এই আক্বীদাই মা'রেফাতপন্থী ছূফীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এদের দর্শন হ'ল এই যে, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যকার সম্পর্ক এমন হ'তে হবে যেন উভয়ের অস্তিত্বের মধ্যে কোন ফারাক না থাকে'। বলা বাহুল্য 'ফানাফিল্লাহ'-র উক্ত আক্বীদা সম্পূর্ণরূপে কুফরী আক্বীদা। এই আক্বীদাই বর্তমানে চালু আছে।

সর্বোপরি ইসলামী আক্বীদার সাথে মা'রেফাতের নামে প্রচলিত ছূফীবাদী আক্বীদার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম ও

ছূফীদর্শন সরাসরি সংঘর্ষশীল। ছূফীবাদের ভিত্তি হ'ল আউলিয়াদের কাশ্ফ, স্বপ্ন, মুরশিদের ধ্যান ও ফয়েয ইত্যাদির উপরে। পক্ষান্তরে ইসলামের ভিত্তি হ'ল আল্লাহ্র প্রেরিত 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে। ছূফীদের আবিষ্কৃত তরীকা সমূহ তাদের কপোলকল্পিত। এর সাথে কুরআন, হাদীছ, ইজমায়ে ছাহাবা, ক্বিয়াসে ছহীহ কোন কিছুরই দূরতম সম্পর্ক নেই। ছূফীদের ইমারত খৃষ্টানদের বৈরাগ্যবাদ-এর উপরে দণ্ডায়মান। ইসলাম যাকে প্রথমেই দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে *(হাদীদ ২৭)*। *(দ্রঃ দরসে কুরআন, মা'রেফতে দ্বীন, আত-তাহরীক ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৯)*।

ছূফীদের মধ্যে যারা হুলূল ও ইত্তেহাদ তথা অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদা পোষণ করে এবং সেমতে আমল করে, যা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। এমন ইমামের পিছনে জেনে-শুনে ছালাত আদায় করা সিদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : স্বামী বা স্ত্রীর কেউ যদি পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে, তবে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক থাকবে কি? এরূপ ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর করণীয় কি?

-আব্দুস সালাম, চকশ্যামরামপুর, ময়মনসিংহ।

উত্তর : পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়া জঘন্য পাপ। তবে এটি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভঙ্গের কারণ নয়। স্বামী বা স্ত্রী যে-ই এমন পাপে জড়িয়ে পড়ুক, তাকে অবশ্যই অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করে তা থেকে ফিরে আসতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা যেনার নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' *(ইসরা ১৭/৩২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যেনা বৈবাহিক বন্ধনকে হারাম করে না' *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বায়হাক্বী, ইরওয়া ৬/২৮৭ পৃঃ, হা/১৮৮১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তারা পাপী। কিন্তু এ পাপ তার স্ত্রীকে তার জন্য হারাম করে না' *(বায়হাক্বী, ইরওয়া ৬/২৮৮ পৃঃ)*। আলী (রাঃ) বলেন, যেনা বৈধ বিবাহ বন্ধনকে হারাম করতে পারে না *(ইরওয়া ৬/২৮৮ পৃঃ, তা'লীক্ব বুখারী)*। উল্লেখ্য যে, এমন ক্ষেত্রে স্বামী একাধিক বিবাহ করতে চাইলে স্ত্রীর তাতে সম্মতি দেয়া উচিৎ *(বিস্তারিত নিসা ৪/৩-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২০/২০) : জনৈক আলেম বলেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নূর দ্বারাই চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বক্তব্য সঠিক কি?

-সাঈদুর রহমান, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : এ বক্তব্য ভিত্তিহীন। এ মর্মে যেসব বক্তব্য সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে, তা বিভ্রান্ত ছূফীদের কল্পিত বক্তব্য। কুরআন ও হাদীছে এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (২১/২১) : বিভিন্ন সম্মেলন ও ইজতেমায় দেখা যায় একদল লোক ইমামসহ উঁচু স্থানে (স্টেজে) ছালাত আদায় করে। আর মুছল্লীরা নীচে থেকে ইমামের অনুসরণ করে। অথচ এমন কাজ থেকে শরী'আতে নিষেধ করা হয়েছে বলে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সঠিক সমাধান কি?

-মুরসালীন, বড়দাদপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সাধারণভাবে ইমাম যদি একাকী অল্প উঁচুতে দাঁড়িয়ে ইমামতি করেন বা ইমামের সাথে একাধিক মুছল্লী থাকে তাহ'লে ইমামের উঁচু স্থানে বা স্টেজে অবস্থান করে ইমামতি করা দোষণীয় নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা মিম্বারের উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে ছাহাবীগণের ছালাতের জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন *(আবুদাউদ হা/১০৮০)*। সেজন্য বিদ্বানগণ মনে করেন, প্রয়োজনে ইমাম উঁচু স্থানে বা স্টেজে দাঁড়িয়ে ছালাতে ইমামতি করতে পারেন *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/২৯৫; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/১৫৪; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৪৩; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২৩/৯৫)*। উল্লেখ্য যে, দুই অবস্থায় ইমামের উঁচু স্থানে অবস্থান করে ইমামতি করা মাকরূহ। ১. যদি এর দ্বারা ইমামের অহংকার প্রকাশ পায়। ২. যদি ইমাম একাকী অনেক উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করে এবং মুছল্লীরা অনেক নীচে থেকে তার অনুকরণ করে।

প্রশ্ন (২২/২২) : সালমান ফারেসী (রাঃ) মৃত্যুকালীন যে সুগন্ধি ব্যবহার করেছিলেন (তাবারাণী কাবীর হা/৬০৪৩; ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা ৪/৬৯ পৃ.) তা থেকে বর্তমানে মৃতের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করার দলীল গ্রহণ করা যাবে কি?

-হাসীবুর রশীদ, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : যাবে। বিশেষ করে লাশ থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকলে মাইয়েতের কাফনে বা দেহে যে কোন সুগন্ধি ব্যবহার করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার মৃত কন্যার গোসলকালীন যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন 'তাকে তিনবার, পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে এর চেয়ে অধিক বড়ইপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও এবং শেষে কিছুটা কর্পূর (এক প্রকারের সুগন্ধি) দিয়ে দাও *(বুখারী হা/১২৫৩; মিশকাত হা/১৬৩৪)*। রাসূলুল্লাহ আরো বলেন, তোমরা যখন মাইয়েতকে সুগন্ধি মাখাবে তখন বেজোড় সংখ্যায় মাখাবে *(আহমাদ হা/১৪৫৮০; ছহীহুল জামে' হা/২৭৮)*। অতএব মাইয়েতকে যেকোন সুগন্ধি মাখানোতে কোন দোষ নেই। উল্লেখ্য যে, কোন কোন এলাকায় দেখা যায় মুছল্লীদের লক্ষ্য করে একাধিকবার গোলাপ পানি ছিটানো হয়, এটা ঠিক নয়। কারণ এতে কোন কোন মুছল্লীর ক্ষতি হ'তে পারে বা বিরক্তির কারণ হ'তে পারে।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : হাঁসের ডিম মুরগীর পেটের নীচে রেখে বাচ্চা ফুটানো যাবে কি?

-যিয়ারুল ইসলাম, বালিয়াডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যাবে। যেকোন বৈধ মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের জন্য উপকারী হালাল প্রাণী উৎপাদন করা জায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে যা আছে সবকিছু' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। অতএব বৈধ পন্থায় মানব কল্যাণে প্রাণী উৎপাদনে দোষ নেই।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : ফেরাঊন ও নমরূদের পতনের পর ৪০ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি ও বন্যা হয়েছিল। তারপর জমি উর্বর হয়েছিল। এই কথা কি সঠিক?

-মোরশেদ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এরূপ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে মূসা (আঃ)

তার দলবল নিয়ে যখন নদী অতিক্রম করে চলে যান। তারা আর মিসরে ফিরে আসেননি। বরং ফিলিস্তীনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন এবং রাস্তায় মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এরই মধ্যে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিনের জন্য বিশেষ ইবাদত পালন ও তাওরাত প্রদানের উদ্দেশ্যে মূসা (আঃ)-কে তূর পর্বতে আহ্বান করেন। তিনি সেখানে চল্লিশ দিন অবস্থান করে তাওরাত নিয়ে ফিরে আসেন। তিনি দেখতে পান তাঁর সম্প্রদায়ের কিছু লোক গো-বৎস পূজায় জড়িয়ে পড়েছে। মূসা (আঃ) সম্পর্কে ঘটনাবলী এভাবেই বর্ণিত হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/৫১; আ'রাফ ৭/১৩৮, ১৪২-১৪৫)*।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : হালাল পন্থায় উপার্জন করে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হওয়ায় যদি হারাম পন্থায় ইনকাম করে সেই ঋণ পরিশোধ করা হয় তাহ'লে তা বৈধ হবে কি?

-হাবীব, রাজশাহী।

উত্তর : হালাল পন্থায় উপার্জন করেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কারণ হারাম পন্থায় উপার্জন করা আরেক বড় হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মানবজাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জিব্রীল আমার হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত করেছেন যে, কোন আত্মাই তার ভাগ্যে নির্ধারিত সর্বশেষ আয়ু ও রুযী পূর্ণ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং রুযী সন্ধানে মধ্যবর্তী পন্থা (সুন্দর ও স্বাভাবিক বৈধ পথ) অবলম্বন কর। রুযী আসতে দেরী দেখে তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ্র অবাধ্য হয়ে তার সন্ধানে উদ্বুদ্ধ না হয়। যেহেতু (রুযী আল্লাহ্র হাতে আর) তা তাঁর অবাধ্য হয়ে অর্জন করা যায় না *(ইবনু মাজাহ হা/২১৪৪; ছহীহুল জামে' হা/২৮৬৬)*। আর ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা থাকলে বৈধ উপার্জনের মাধ্যমে সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে লোক পরিশোধের নিয়তে অপর লোকের মাল (ঋণরূপে) গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার ঋণ পরিশোধ করে দেন। আর যে লোক বিনষ্ট করার নিয়তে ঋণদাতার মাল গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন *(বুখারী হা/২৩৮৭; মিশকাত হা/২৯১০)*। তবে বিভিন্ন দাতা সংস্থা কিংবা ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে যাকাত বা অন্য কোন খাত থেকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য সহায়তা নেওয়া যাবে।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : স্বামী মারা যাওয়ার পর আমি সামাজিক ফেৎনা থেকে বাঁচার জন্য অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া একজনকে বিবাহ করি। কিছুদিন সংসার করার পর স্বামী বলছেন, আমাদের বিবাহ হয়নি। এক্ষণে আমি কি যেনার পাপে অপরাধী হিসাবে গণ্য হব?

-উমাইয়া, সিলেট।

উত্তর : উক্ত বিবাহ সঠিক নিয়মে হয়নি। কারণ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নারীদের বিবাহ বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অলী ব্যতীত বিবাহ নেই' *(তিরমিযী হা/১১০১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১৩০)*। তিনি বলেন 'কোন মহিলা যদি অলীর বিনা অনুমতিতে বিবাহ করে তাহ'লে তার ঐ বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(তিরমিযী হা/১১০২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১৩১)*। নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, 'কোন মহিলা কোন মহিলাকে বিবাহ দিতে পারবে না এবং কোন মহিলা নিজেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৮২; মিশকাত হা/৩১৩৭)*। এক্ষণে খালেছভাবে তওবা করতে হবে এবং শারঈ নিয়মে বর্তমান অভিভাবকের সম্মতিতে নতুনভাবে বিবাহ পড়িয়ে নিবে।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : মসজিদের ভিতরে বা বাহিরের দেয়ালে আরবী বা বাংলা ক্যালিগ্রাফি করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-জোবায়েদ জুয়েল, রৌমারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : মসজিদের প্রাচীরে কোন কিছু লেখা সমীচীন নয়। বিশেষ করে সামনে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কোন কিছু লেখা বা টাঙানো মোটেও ঠিক নয়। কারণ এতে মুছল্লীর মনোযোগ বিনষ্ট হ'তে পারে, যা ছালাতের আদবের খেলাফ। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মুছল্লী ছালাতের মধ্যে আল্লাহ্র সাথে গোপনে আলাপ করে' *(বুখারী হা/৫৩১; মিশকাত হা/৭৪৬)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, নিশ্চয়ই ছালাতের মধ্যে আল্লাহ্র দিকে নিবিষ্টতা থাকে' *(বুখারী হা/১১৯৯; মুসলিম হা/৫৩৮; মিশকাত হা/৯৭৯)*। তবে মুছল্লীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না এমন স্থানে মুছল্লীদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ বা প্রয়োজনীয় কথা লিখে টাঙানো যায় *(বিন বায, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৮/১৯৭; ছালেহ ফাওযান, আল-মুনতাক্বা ২/৭৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৯১)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : আমার স্বামী আমাকে কপালের উপরে এবং চোখের উপরের বাড়তি বা অবাঞ্ছিত লোম কাটার জন্য বলেন। এটা জায়েয হবে কি?

-কানীয ফাতেমা, শরীয়তপুর।

উত্তর : মুখের যে অবাঞ্ছিত লোমের কারণে নারীকে অসুন্দর দেখায় তা তুলে ফেলাতে কোন দোষ নেই। কারণ এগুলোর ব্যাপারে ইসলাম কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি। অবশ্য ভ্রূ কোনভাবেই তুলে ফেলা যাবে না। কারণ এ ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে *(মুসলিম হা/২১২৫; ছহীহুল জামে' হা/১৯৩৮২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৯৯)*।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : আমার বন্ধু নিয়মিত ছালাত আদায় করেন, মানুষের অনেক উপকার করেন এবং খুবই ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু তিনি নিয়মিত সিগারেটের সাথে গাজা মিশিয়ে সেবন করেন। এটা খেলে নাকি তার মধ্যে পাপবোধ কাজ করে। ফলে গুনাহ থেকে বাঁচা এবং নেকীর কাজ করা সহজ হয়। এ চিন্তাধারা সঠিক কি?

-আসাদুয্যামান বাবলু, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত চিন্তাধারা ভুল। কেননা নেশাদার দ্রব্য গ্রহণ করা হারাম এবং এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। আল্লাহ বলেন, 'হে মানবজাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন শ্রেণীর মানুষের উপর জান্নাত হারাম বলেছেন। তার একশ্রেণী যারা নেশাদ্রব্য পানকারী *(আহমাদ হা/৫১১৭; নাসাঈ, হা/২৫৬২; মিশকাত হা/৩৬৫৫)*। অতএব কোন খোঁড়া যুক্তি পেশ না করে যাবতীয়

www.at-tahreek.com

নেশাদার দ্রব্য বর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : 'ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট'। শায়েখ আলবানী হাদীছটি হাসান বললেও অনেক আহলেহাদীছ বিদ্বান হাদীছটিকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। এক্ষণে কোন তাহকীকটি সঠিক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে?

-যিয়াউল হক শাহীন, শান্তিবাগ, ঢাকা।

উত্তর : শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে মওকূফ হিসাবে হাসান বলেছেন। কারণ এ ব্যাপারে এক ডজনের অধিক ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে বর্ণনা এসেছে *(ইরওয়া হা/৫০০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। তবে এটি আলবানী (রহঃ)-এর ব্যক্তিগত গবেষণা। আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু বিদ্বান উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলোর সনদকে যঈফ বলেছেন এবং সরাসরি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতএব একাকী বা ইমামের পিছনে ছালাত আদায়কালে মুক্তাদী সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করবে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ২/২৪২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২৪৩-২৪৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৩৮৭)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : আমি প্রতিদিন ১ ঘন্টা মটরসাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাই। এসময় আমি দো'আ পাঠ করতে পারি কি?

-ওয়াসিম রেযা, রাজশাহী।

উত্তর : অন্যমনস্ক না হ'লে যিকর-আযকারে বাধা নেই। কেননা মুমিনের জিহ্বা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকরে সিক্ত থাকবে। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ কর *(আহযাব ৩৩/৪১)*। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইসলামী বিধান তো আমার ক্ষেত্রে অনেক বেশী। সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি কাজ বলে দিন, যেটাকে আমি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারি। তিনি বললেন, আল্লাহ্র যিকরে তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা সিক্ত থাকে *(তিরমিযী হা/৩৩৭৫; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৯১)*। অতএব যেকোন সময় বা যানবাহনে যেকোন যিকর বা দো'আ পাঠ করা যায়।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বৃক্ষ মেলায়, পার্কে, খেলনা ট্রেন বা চরকি ইত্যাদি স্থাপন করে ছেলে-মেয়ে উভয়কে তুলে ব্যবসা করি। আমার এ ব্যবসা হালাল হবে কি?

-আরীফুল ইসলাম, চাটমোহর, পাবনা।

উত্তর : উক্ত ব্যবসা হালাল। তবে উক্ত খেলনা গায়ের মাহরাম ছেলে-মেয়েদের জন্য অবৈধভাবে আনন্দের উপকরণ যেন না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। কারণ পাপের কাজে সহায়তা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী' *(মায়েদাহ ৫/০২)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : আমার খামারের লেয়ার মুরগীর বিষ্ঠা বা মল দিয়ে মাছের জন্য খাদ্য তৈরি করি। এটা ব্যবহার করা যাবে কি?

-ইশতিয়াক, পাবনা।

উত্তর : হারাম ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু দ্বারা হালাল প্রাণীর খাদ্য তৈরি করা সমীচীন নয়। তবে হালাল প্রাণীর বিষ্ঠা মৌলিক ভাবে নাপাক না হওয়ায় এগুলো দ্বারা বিশেষ প্রক্রিয়ায় অন্য প্রাণী বা মাছের খাদ্য বানানোতে দোষ নেই *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৮/১২২)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : ছালাতে দাঁড়িয়ে একটি সিজদা হয়েছে নাকি দু'টি সিজদা হয়েছে এরূপ সন্দেহ হ'লে করণীয় কি? আর সালাম ফেরানোর পর এরূপ মনে হলে করণীয় কি?

-মিনহাজ পারভেয, রাজশাহী।

উত্তর : একটি বিষয়ের উপর দৃঢ় হ'তে হবে। যদি মনে হয় একটি সিজদা হয়েছে তাহ'লে তৎক্ষণাৎ আরেকটি সিজদা দিবে এবং শেষ বৈঠকে সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবে। আর যদি মনে হয় দু'টি সিজদাই হয়েছে তাহ'লে তার উপর ভরসা রেখে ছালাত সম্পন্ন করবে। এমতাবস্থায় সহো সিজদা না দিলেও চলবে। উল্লেখ্য, ছালাত শেষ করার পর যদি মনে হয় কোন এক রাক'আতে একটি মাত্র সিজদা হয়েছে তাহ'লে আরেক রাক'আত ছালাত আদায় করে সহো সিজদা দিয়ে সালামের মাধ্যমে ছালাত সমাপ্ত করবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৩০; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/৩৮৪)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : দোকানে নারী ক্রেতা আসলে চোখের হেফাযত করার ক্ষেত্রে করণীয় কি? বিশেষত কথা বলতে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একাধিকবার চোখাচোখি হয়ে যায়। এতে গুনাহ হবে কি?

*-*ইমন হোসাইন, টঙ্গী, গাযীপুর।*

**[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাধ্যমত দৃষ্টিপাত এড়িয়ে কথা বলবে। আর দৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ কামনামুক্ত রাখবে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে' *(নূর ২৪/৩০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'চোখের যেনা হ'ল (বেগানা) নারীর প্রতি (কামনাপূর্ণ) দৃষ্টিপাত করা' *(বুখারী হা/৬২৪৩; মুসলিম হা/২৬৫৭; মিশকাত হা/৮৬)*। রাসূল (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেন, 'হে আলী! তুমি দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য মাফ। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়' *(আবুদাঊদ হা/২১৪৯; মিশকাত হা/৩১১০)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : দোকানের জুস, চিপস সহ নানা খাবার পাওয়া যায়, যা মুখরোচক হ'লেও শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এগুলো বিক্রি করা জায়েয হবে কি?

-লুৎফাতুল ইসলাম, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

উত্তর : এগুলো সাধারণ খাদ্য। আর সাধারণ খাদ্য বিক্রয় করা দোষণীয় নয়। তবে শরীরের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হ'লে উক্ত পণ্য বিক্রয় করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ অপরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : একটি কলেজের কেন্দ্রীয় মসজিদের দেয়ালে লিখে রেখেছে যে, যোহরের মূল জামা'আতের আগে কোন প্রকার একক জামা'আত করা নিষেধ। কিন্তু যোহরের জামা'আত অনেক দেরী করে আদায় করা হয়, এমতাবস্থায় করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : এভাবে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা সঠিক নয়। কেননা ওয়াক্ত হয়ে গেলে বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদের মূল জামা'আতের পূর্বে ছালাত আদায় করায় বাধা নেই। যেমন ছালাতের সময় হয়ে যাওয়ার পরে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুপস্থিতিতে আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) জামা'আতে ইমামতি করেছেন *(মুসলিম হা/২৭৪; আবুদাউদ হা/১৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : গত ছয় মাস আগে পারিবারিকভাবে একমত হয়ে বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠান, টাকা-পয়সা খরচ ইত্যাদি ভেবে উভয় পরিবার বিবাহ আরো ৬ মাস পিছিয়ে দিচ্ছে। এদিকে আমরা উভয়ে খুবই কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছি। মাঝে মাঝে কথাও হয়ে যাচ্ছে। উভয় পরিবার দ্বীনদার না হওয়ায় বুঝানোও সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষণে উভয়ের অভিভাবক যেহেতু একমত তাই আমরা গোপনে বিবাহ করতে পারব কি?

-ওয়াকীল আব্দুল্লাহ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

উত্তর : গোপনে বিবাহ করা যাবে না। বরং বিষয়টি অভিভাবকদের যথাযথভাবে জানাবে ও বুঝাবে। এমতাবস্থায় অভিভাবকদের কর্তব্য হচ্ছে দ্রুত বৈধভাবে বিবাহের ব্যবস্থা করা। কারণ যে বিবাহ অধিক সহজ হয় সে বিবাহে বরকত বেশী হয় *(আহমাদ হা/২৪৫২২, ২৪৬৫১; ইরওয়া হা/১৯২৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। এক্ষণে অভিভাবকেরা যদি কোনভাবেই সম্মতি না দেয় তাহ'লে মেয়ের পরবর্তী স্তরের অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/১৫-১৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : একটি মেয়ের সাথে সম্পর্ক থাকায় এক পর্যায়ে পেটে সন্তান চলে আসলে মায়ের পরামর্শে সন্তান নষ্ট করা হয়। পরবর্তীতে মেয়ের পরিবার পুরোপুরি রাযী থাকলেও আমার পরিবার ঐ মেয়ের সাথে বিবাহ দিতে রাযী নয়। এক্ষণে পিতা-মাতার অমতে ঐ মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি?

-আরাফাত, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : পিতা-মাতাকে বুঝিয়ে বিবাহ করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি *(ছহীহুত তারগীব হা/২৫০৩)*। এক্ষণে পিতা ছেলের বিবাহে রাযী না হ'লে ছেলে পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে নিজেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। কারণ ছেলের জন্য অভিভাবকের অনুমতি নেওয়া শর্ত নয় *(ইবনুল মুফলেহ, আল-আদাবুশ শারঈয়া ১/৪৪৮)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : আমার তিনজন বিবাহিতা মেয়ে রয়েছে। আমার একটি বাড়ি আছে এবং গ্রামে কিছু জমি আছে। আমি বিগত ২০১৮ সালে আমার বাড়িটা মেয়েদের লিখে দেই। বর্তমানে আমি অসুস্থ। আমার চিকিৎসার জন্য অনেক অর্থ প্রয়োজন। আমি বাড়িটা বিক্রয় করে চিকিৎসার খরচ নির্বাহ করতে চাই। এভাবে দান করার করার পর তা ফিরিয়ে নেয়া শরী'আতসম্মত হবে কি?

-মোঃ সেকান্দার আলী, বসুয়া, রাজশাহী।

উত্তর : মেয়েদের থেকে জমিসহ বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে তা চিকিৎসায় ব্যয় করা যাবে। কারণ অন্য মানুষকে দান করার পর তা ফিরিয়ে নেওয়া হারাম হলেও সন্তানকে দান করা সম্পদ পিতা-মাতা ফিরিয়ে নিতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কারো জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে কাউকে দান করে তা ফেরত নেবে। কিন্তু পিতা যা সে তার সন্তানকে দান করে তা ফেরত নিতে পারে' *(তিরমিযী হা/২১৩২; ছহীহুল জামে' হা/৭৬৫৫)*। নূ'মান বিন বাশীরের পিতা তাকে কিছু দান করার পর যখন জানতে পারলেন যে, এটা হারাম। তখন তিনি নূমানের নিকট থেকে উক্ত সম্পদ ফেরত নেন *(বুখারী হা/২৫৮৭; মিশকাত হা/৩০১৯)*। সেজন্য ইমাম শাফেঈ (রহঃ) সহ অন্যান্য বিদ্বান বলেন, কাউকে কিছু দিয়ে তা প্রত্যাহার করা কারো জন্য হালাল নয়। তবে পিতা তার সন্তানকে কিছু দিলে তা তিনি প্রত্যাহার করতে পারেন *(তিরমিযী হা/২১৩২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৬/৫৫)*।

আশ-শিফা হোমিও হল

ডাঃ মোঃ শহীদুল ইসলাম

বি.এ.ডি.এইচ.এম.এস. ঢাকা।

এখানে ডায়বেটিস, যেকোন ধরনের বাত ব্যথা, পলিপাস, হাঁচি-কাশি, এলার্জি, চুলকানি সহ যেকোন জটিল রোগের সু-চিকিৎসা দেওয়া হয়।

❖ বিশেষভাবে ডায়বেটিস রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়।
❖ পার্সেলযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

ঠিকানা : হলপাড়া মোড, গাংনী, মেহেরপুর। **মোবাইল :** ০১৭২০-৪৫৭৩৭০

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৪ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ অক্টোবর	২৭ রবীঃ আউঃ	১৬ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩৫	০৫:৫০	১১:৪৮	০৩:১২	০৫:৪৬	০৭:০০
০৩ অক্টোবর	২৯ রবীঃ আউঃ	১৮ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩৬	০৫:৫১	১১:৪৭	০৩:১১	০৫:৪৪	০৬:৫৮
০৫ অক্টোবর	০১ রবীঃ আখের	২০ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩৭	০৫:৫১	১১:৪৭	০৩:০৯	০৫:৪২	০৬:৫৬
০৭ অক্টোবর	০৩ রবীঃ আখের	২২ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩৭	০৫:৫২	১১:৪৬	০৩:০৮	০৫:৪০	০৬:৫৫
০৯ অক্টোবর	০৫ রবীঃ আখের	২৪ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩৮	০৫:৫৩	১১:৪৫	০৩:০৭	০৫:৩৮	০৬:৫৩
১১ অক্টোবর	০৭ রবীঃ আখের	২৬ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩৯	০৫:৫৪	১১:৪৫	০৩:০৬	০৫:৩৬	০৬:৫১
১৩ অক্টোবর	০৯ রবীঃ আখের	২৮ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৪০	০৫:৫৫	১১:৪৪	০৩:০৫	০৫:৩৪	০৬:৪৯
১৫ অক্টোবর	১১ রবীঃ আখের	৩০ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৪১	০৫:৫৬	১১:৪৪	০৩:০৪	০৫:৩২	০৬:৪৭
১৭ অক্টোবর	১৩ রবীঃ আখের	০১ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৪১	০৫:৫৬	১১:৪৪	০৩:০২	০৫:৩১	০৬:৪৬
১৯ অক্টোবর	১৫ রবীঃ আখের	০৩ কার্তিক	শনিবার	০৪:৪২	০৫:৫৭	১১:৪৩	০৩:০১	০৫:২৯	০৬:৪৪
২১ অক্টোবর	১৭ রবীঃ আখের	০৫ কার্তিক	সোমবার	০৪:৪৩	০৫:৫৮	১১:৪৩	০৩:০০	০৫:২৭	০৬:৪৩
২৩ অক্টোবর	১৯ রবীঃ আখের	০৭ কার্তিক	বুধবার	০৪:৪৪	০৫:৫৯	১১:৪৩	০৪:৫৯	০৫:২৬	০৬:৪১
২৫ অক্টোবর	২১ রবীঃ আখের	০৯ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৪৫	০৬:০০	১১:৪২	০৪:৫৮	০৫:২৪	০৬:৪০
২৭ অক্টোবর	২৩ রবীঃ আখের	১১ কার্তিক	রবিবার	০৪:৪৬	০৬:০১	১১:৪২	০৪:৫৭	০৫:২৩	০৬:৩৯
২৯ অক্টোবর	২৫ রবীঃ আখের	১৩ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৪৬	০৬:০২	১১:৪২	০৪:৫৬	০৫:২১	০৬:৩৮
৩১ অক্টোবর	২৭ রবীঃ আখের	১৫ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৪৭	০৬:০৪	১১:৪২	০৪:৫৫	০৫:২০	০৬:৩৬
০১ নভেম্বর	২৮ রবীঃ আখের	১৬ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৪৮	০৬:০৪	১১:৪২	০৪:৫৫	০৫:১৯	০৬:৩৬
০৩ নভেম্বর	৩০ রবীঃ আখের	১৮ কার্তিক	রবিবার	০৪:৪৯	০৬:০৫	১১:৪২	০৪:৫৪	০৫:১৮	০৬:৩৫
০৫ নভেম্বর	০২ জুমাঃ উলাঃ	২০ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৫০	০৬:০৭	১১:৪২	০৪:৫৩	০৫:১৭	০৬:৩৪
০৭ নভেম্বর	০৪ জুমাঃ উলাঃ	২২ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৫১	০৬:০৮	১১:৪২	০৪:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৩
০৯ নভেম্বর	০৬ জুমাঃ উলাঃ	২৪ কার্তিক	শনিবার	০৪:৫২	০৬:০৯	১১:৪২	০৪:৫২	০৫:১৫	০৬:৩৩
১১ নভেম্বর	০৮ জুমাঃ উলাঃ	২৬ কার্তিক	সোমবার	০৪:৫৩	০৬:১০	১১:৪২	০৪:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২
১৩ নভেম্বর	১০ জুমাঃ উলাঃ	২৮ কার্তিক	বুধবার	০৪:৫৪	০৬:১২	১১:৪৩	০৪:৫১	০৫:১৪	০৬:৩১
১৫ নভেম্বর	১২ জুমাঃ উলাঃ	৩০ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৫৫	০৬:১৩	১১:৪৩	০৪:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−২	−১	−২	−১	−১
গাযীপুর	০	০	০	০	+১
শরীয়তপুর	০	০	০	+১	+১
নারায়ণগঞ্জ	−১	০	−১	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+১	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	−২	−১	−২	−২	−১
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+১	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	−১	০	−১	০	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৫	+৪
মাদারীপুর	০	+১	+১	+২	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+২	+২	+৩	+৩
ফরিদপুর	+২	+২	+২	+৩	+৩

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+১	+২	+১	+১	+২
ময়মনসিংহ	০	০	−১	০	০
জামালপুর	+২	+২	+১	+১	+২
নেত্রকোণা	−২	−১	−২	−২	−১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৫	+৬	+৫
সাতক্ষীরা	+৫	+৫	+৫	+৬	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৮	+৮
নড়াইল	+৩	+৪	+৩	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৭	+৭
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৬
মাগুরা	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৩	+৪	+৩	+৫	+৪
বাগেরহাট	+২	+৩	+৩	+৪	+৩
ঝিনাইদহ	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	০	+১	+১	+২	+২
পটুয়াখালী	০	০	০	+২	+১
পিরোজপুর	+১	+২	+২	+৩	+২
বরিশাল	০	০	০	+১	+১
ভোলা	−২	−১	−১	০	০
বরগুনা	০	+১	+১	+৩	+২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+২	+৩	+৩
পাবনা	+৪	+৫	+৪	+৫	+৫
বগুড়া	+৪	+৪	+৩	+৪	+৫
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৭	+৮
নাটোর	+৫	+৬	+৫	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৬	+৫	+৫	+৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৯	+৮	+৮	+৯
নওগা	+৬	+৬	+৫	+৬	+৬

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৭	+৭	+৬	+৬	+৮
দিনাজপুর	+৭	+৭	+৬	+৬	+৭
লালমণিরহাট	+৪	+৪	+২	+৩	+৪
নীলফামারী	+৬	+৬	+৫	+৫	+৭
গাইবান্ধা	+৩	+৩	+২	+৩	+৪
ঠাকুরগাঁও	+৮	+৮	+৬	+৬	+৮
রংপুর	+৪	+৫	+৩	+৪	+৫
কুড়িগ্রাম	+৩	+৩	+২	+২	+৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৪	−৩	−৩	−২	−৩
ফেনী	−৫	−৪	−৪	−৩	−৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−৩	−৩	−২
রাঙ্গামাটি	−৮	−৭	−৭	−৬	−৬
নোয়াখালী	−৩	−৩	−৩	−২	−২
চাঁদপুর	−২	−১	−১	০	০
লক্ষ্মীপুর	−২	−২	−২	−১	−১
চট্টগ্রাম	−৬	−৬	−৬	−৪	−৫
কক্সবাজার	−৭	−৬	−৬	−৪	−৫
খাগড়াছড়ি	−৭	−৬	−৬	−৬	−৬
বান্দরবান	−৮	−৭	−৭	−৬	−৬

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৬	−৬	−৭	−৬	−৫
মৌলভীবাযার	−৬	−৫	−৬	−৬	−৫
হবিগঞ্জ	−৪	−৪	−৫	−৪	−৪
সুনামগঞ্জ	−৪	−৪	−৫	−৪	−৪

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০।
সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৩০৪-৭১৬৫৩৬।
দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।
(শনিবার, সোমবার ও বুধবার)

চেম্বার
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৬২-৬৮৫০৯০, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 28, Issue 1, October 2024

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

নার্সারী শ্রেণীর বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

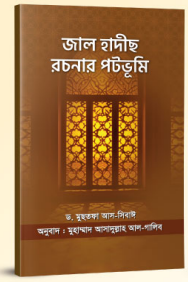

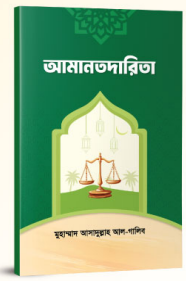

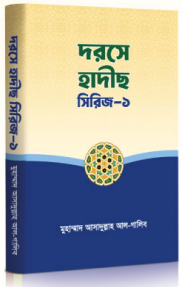

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

www.at-tahreek.com